উপন্যাস সিরিজ।

উচ্ছৃঙ্খল

শ্রী নিরুপমা দেবী।



কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির
১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

১৲ একটাকা - সংস্করণ।

প্রকাশক—
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত।
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল।

কর্মযোগিনী সাহিত্য মা
১১৪নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,



G. B. Dutta.



S. C. Paul.

Printer—Purna Chandra Chakr
VIDYODAYA PRES
8-2, Kashi Ghosh Lane, Cal

দিল। প্রমোদ, কুমুদ, [illegible], [illegible], সুরেন প্রভৃতি দলের প্রধান পাণ্ডাদের সাহসে ক্ষুদ্র অনুও তাহার খাবার-খাইবার কথা ভুলিয়া গেল।

দলপতি কুমুদ বলিল, "এ জায়গাটায় লুকোচুরী খেলা ভাল হয় না। চল্, ইস্কুল-ঘরের পেছনে যাওয়া যাক্!" বিনা বাক্যে সকলে তাহার অনুসরণ করিল। স্কুল-গৃহের পশ্চাতে একটা ছোট-খাটো বাগান এবং ঝোপ-ঝাপ; বামপার্শ্বে গ্রীষ্মাতপে স্বল্পসলিলা একটি পুষ্করিণী। সেই বাগানেই খেলার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। কুমুদ যদিও সন্দিগ্ধভাবে দু-চারিবার চারিদিকে চাহিল, কেন না, বৃক্ষ-ব্যবচ্ছেদে সে স্থান হইতে তাহাদের দূরস্থ বাটীর শ্বেতগাত্র দেখা যাইতেছে, কিন্তু সঙ্গীদের সে কথা বলিয়া নিজ পৌরুষের হানি করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না! খেলা আরম্ভ হইল।

মণীশ 'চোর', সুতরাং 'বুড়ী' অনুর কাছে বসিয়া আছে! অনু তাহার কচিহাত দুখানিতে চোরের চক্ষু যথাসাধ্য আবরিত করিতে-ছিল, কিন্তু মণীশ চতুর লিবারেলের মত তাহার হাতের ফাঁকে সকলের লুকাইবার স্থান দেখিতে পাইয়া টিপি টিপি হাসিতেছিল। "টু" পড়িল। অনু তাহাদের স্কুল-ইন্‌স্পেক্টারের মত গম্ভীরভাবে "ভাত কিরূপে ফোটে"—"ব্যঞ্জন কিরূপে হয়" প্রভৃতি কঠিন কঠিন প্রশ্নগুলি মণীশের উপর প্রয়োগ করিলে, মণীশ ভবিষ্যতে একজন "র‍্যাঙ্গ্‌লার" হইবার উপযোগিতা দেখাইয়া, চটুপট্ জবাব দিয়া লাফাইতে লাফাইতে উঠিয়া ধাবিত হইল। অনুপমা অতি আগ্রহ-ভরে উঠিয়া দেখিতে লাগিল এবং তাহার দাদাদের অসমদর্শিতার

ক্রমপরবর্ত্তী বহু বহু বীর ও বীরজাতি ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছে ও দিতেছে। চড় খাইয়া অবমানিতা সুশীলা কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী চলিল ও প্রমোদকে সকলে একস্বরে অন্যায়াচারী বলিয়া তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিল। কেননা, সে মণীশের পুরুষার্থ-লাভের সহযোগী সুশীলাকে প্রহার করিয়া চির-প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। অতএব এ ক্ষেত্রে সকলেই তাহাদের পক্ষ কেননা গ্রহণ করিবে? সমবেত শক্তির ঐক্যতান তিরস্কারে প্রমোদ অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। কুমুদ, অনুর কান মলিয়া দিয়া বলিল, "কেবল ঝগড়া বাধাতে শিখেছ! যা, কা'ল থেকে তোকে কেউ দলে নেবে না!" অনুও কাঁদিতে আরম্ভ করিল,—রাণীগিরীতে তাহার লাভের মধ্যে এইটুকু!

সমবেত শক্তির সহানুভূতি এবং ভবিষ্যতের জন্য অভয়বাক্য ও সান্ত্বনা পাইয়া সুশীলা শেষে ফিরিল। প্রমোদ ও সুবোধের মত নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল, কেন না, ন্যায়ের উপরেও জগতে শক্তিরই প্রাধান্য অহরহ প্রমাণিত হইতেছে; অতএব সেই শক্তিকে স্বীকার করিতেই হইবে। রাণীও শপথ করিল, ভবিষ্যতে সে প্রকৃতিপুঞ্জের মতামত না জানিয়া ন্যায়-অন্যায়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইবে না। খেলা আরম্ভ হইল, এবং প্রমোদকে নিজকৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অন্যায়রূপে ধৃত হওয়াকেও ন্যায় বলিয়া মানিয়া চোর হইতে হইল।

কিছুক্ষণ পরে বাগানের মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া একটি তরুণী বালিকা ক্রুদ্ধস্বরে ডাকিল, "কুমু, প্রমোদ—বাড়ী যেতে

বে না?—খেল্‌লেই পেট ভর্‌বে?" বালিকা তাহাদের দিদি। কুমুদ বলিল, "ও দিদি—এবার প্রমোদ চোর।"—অনু ভয়ে ভয়ে দিদির হাত ধরিয়া বলিল, "মা বুঝি বক্‌ছে দিদি?" "বক্‌বে না?—যে তোদের আক্কেল! ইস্কুলের ছুটী হয়ে গেল, তবু তোদের দেখা নেই দে'খে, ছাদে থেকে দেখি—ও মা, তোদের এই দিকে খেলা হচ্চে।" বলিয়া মনোরমা লোলুপ-নয়নে তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিল। এক বৎসর হইল, বিবাহ হওয়াতে অগত্যা স্কুল ছাড়িয়া তাহাকে নবীনাদের দলে মিশিতে হইয়াছে, কিন্তু নিম্নক্লাশ হইতে সহসা একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাশের দলে প্রমোশন পাইয়া তাহার একুল ওকুল দুই কুলই সে মনের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। চতুর্দ্দশবর্ষীয় চপল মনটি, খেলা দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে—আবার সঙ্কোচও আসিতেছে। সুশীলা বলিল, "মনোদি! খেল্‌বি ভাই?" মনো যথাসাধ্য সংযমের চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "না ভাই!" "খেল্ না,—এখানে কেউ দেখ্‌তে পাবে না!" "আমাদের বাড়ী থেকে যদি কেউ দেখে?"—কুমুদ বলিল, "কেউ দেখ্‌তে পাবে না—আয়!" কুমুদের সজোর আহ্বানে মনোর ধৈর্য্যের বাঁধ মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া গেল।

পুকুরের পাড়ের উপরেই একটি ভালমত ঝোপ; সুশীলা তাহাতে লুকাইল। এবার পুনরায় মণীশ চোর। ইতিপূর্ব্বে বিবেকের অনুশাসনে সুশীলা প্রমোদকে ধরা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু প্রমোদ প্রকৃত বীরের ন্যায় দুর্ব্বলের ত্রুটি গ্রাহ্য না করিয়া প্রকৃত সহযোগীর উপরই "তাড়া" রাখিয়াছিল,

সেই জন্য মণীশকেই "পুনর্মূষিক" হইতে হইয়াছে। প্রমোদ মণীশকে "চোর" করিলে মণীশ সাহঙ্কারে বলিয়াছে, 'কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে,— কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে!'— তাহার সেই সগর্ব্বোক্তির প্রমাণ শীঘ্র দিবার জন্য মণীশ ব্যগ্র, কিন্তু রাণী যখন চোখ ছাড়িয়া দিল— তখন তাহার চক্ষু কিছুক্ষণ দিশাহারা হইয়া অনির্দিষ্টভাবে ঘুরিতে লাগিল। 'রাণী' এবার বিশেষরূপে তাহার "রাণীগিরী"র দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছে। কে কোথায় লুকাইয়াছে, মণীশ কিছুমাত্র দেখিতে পায় নাই। চারিদিকে চাহিতে চাহিতে একটা ঝোপকে ঈষৎ নড়িতে দেখিয়া সে প্রমোদের অনুসন্ধানে তৎপ্রতি ধাবমান হইতেই— সুশীলা তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া অন্যদিক্ দিয়া সবেগে পলাইতে গেল; কিন্তু সহসা একটা গাছের গুঁড়িতে হোঁচোট্ লাগিয়া সুশীলার পদস্খলন হইল!— নীচেই পুকুরের গড়েন! গড়াইতে গড়াইতে সুশীলা জলে গিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মণীশ, কুমুদ, প্রমোদও জলে লাফাইয়া পড়িল; তাহারা যে ভাল সাঁতার জানে না, তখন তাহা কাহারো মনে আসে নাই। যদিও পুকুরে জল তখন অল্পই, কিন্তু দ্বাদশ-একাদশ-বর্ষীয় বালকদের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট! অনেক 'নাকানি-চুবানি' খাইয়া তাহারা সুশীলাকে টানিয়া ডাঙ্গার কাছে আনিলে, মনোরমা অগ্রসর হইয়া ডাঙ্গা হইতে তাহাদের সাহায্য করায়— সকলে একে একে ডাঙ্গায় উঠিল। অনু ও মৃন্ময়ী এতক্ষণ ভয়ে কাঁপিতে ও কাঁদিতেছিল, এখন সকলে একত্র হইয়া সুশীলাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল এবং বীরেরা কে কোন্ শক্তি বা বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া এই

শীঘ্র সুশীলাকে রক্ষা করিয়াছে, তত্তাধর্তের গৌরব করিতে লাগিল ও বালিকা অনু ও মিনু মুগ্ধভাবে তাহাদের এই বীর শ্লাঘা শ্রবণ করিতে লাগিল, কিন্তু সুশীলার তাহা ভাল লাগিল না। বাড়ী গেলে মা তাহার সিক্ত কেশ দেখিয়া যে কিরূপ তিরস্কার করিবেন, সেই চিন্তায় সে তখন মুহ্যমানা, সে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখনো মণীশ দাদার সঙ্গে খেলিবে না! যাহা হউক—বাড়ী গিয়া যে এ ব্যাপার কেহই কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে বলিবে না, সে বিষয়ে সকলেই—"মা কালীর" নামে দিব্য গ্রহণ করিল। দৈবদুর্ব্বিপাকে এইরূপে এখন তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, সেই সময় অদূরে বেত্র-হস্তে উন্নতি-অবনতির কর্ত্তা কালরূপী বিধাতার শাসন-দণ্ডের ন্যায় একজন যুবকের আবির্ভাব দেখিয়া মনোরমা সভয়ে বলিল, "ও ভাই—কি হবে! ঐ দ্যাখ্, বড়দা আস্‌ছেন!"—মুহূর্ত্তে দ্বন্দ্ব-ক্ষেত্র শূন্য হইয়া গেল। বিনোদকুমার আসিয়া কেবল রাণীর অক্ষমতা হেতু তাহাকে গ্রেফ্‌তার করিতে পাইলেন, পলায়নপর বীরেরা রাণীর পানে কেহ চাহিয়াও দেখে নাই।

বিনোদ বাড়ী গিয়া বন্দী রাণীকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিয়া দেখিলেন, অতি শান্ত, শিষ্ট ছেলের মত কুমুদ-প্রমোদ খাবার খাইতেছে! মনোরমা চোরের মত এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। মাতা তখন তাহাকে তিরস্কার করিতেছেন—"তুই কি ব'লে এখনো ওদের সঙ্গে লাফালাফি করিস্?" জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেখিয়া মাতা সামলাইয়া গেলেন, কেন না, বিনোদ বড় বদ্‌রাগী, রাগিলে বিবাহ

হইয়াছে বলিয়া ভগ্নীকে স্নেহাই দিবে না। বিনোদ ক্রোধের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "এই যে সব! আচ্ছা, খেয়ে ওঠো!" মাতা দেখিলেন, ভয়ে তাহারা খাইতেও পারিতেছে না। বলিলেন, "আজ আর কিছু বলিস্‌নে! ওরা আর করবে না।" বিনোদ চটিয়া বলিল, "ঐ তো তোমার দোষ! ঐ জন্যই ওরা 'আস্‌কারা' পায়।" মাতা একটু ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "আজকের দিনটা ওদের মাপ কর্‌!"

"আমাকে নালিশ্‌ কর্‌তে এস কেন? আর কোন দিন তোমার কথায় আমি ওদের শাসন কর্‌তে যাব না।" বিনোদ সক্রোধে চলিয়া গেলে, অপরাধীরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মাতা অনুকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, "তুমিও এখনি দলে মিশেছ?" অনু আদরে মাতার গলা জড়াইয়া ধরিল।

ধনবান্‌ চন্দ্রমোহন বাবুর তিন পুত্র। বিনোদ জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ কুমুদ-প্রমোদ ত্রয়োদশ ও দ্বাদশ বর্ষের বালক, এবং মনোরমা ও অনুপমা দুই কন্যা। অনু সকলের ছোট, ষড়্‌বর্ষীয়া বালিকা। মণীশ, সুশীলা, মৃন্ময়ী প্রভৃতি বালক-বালিকারা তাহাদের ক্রীড়ার সঙ্গী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০—

কবি বলিয়াছেন, "জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে. চলেছিনু আপনার বলে; সুদীর্ঘ জীবনযাত্রা নবীন প্রভাতে আরম্ভিনু খেলিবার ছলে।" প্রথম বয়সের লঘুগতি জীবন, খেলিবার ছলেই ইহার সুদীর্ঘ যাত্রা আরম্ভ করিয়া থাকে। পথও তখন কুটিল থাকে না; জীবনেরও ভাবনা-ভ্রূকুটিহীন সরল—ললাট সুপ্রশান্ত, আনন্দ-উজ্জ্বল!—তাই সে খেলার মধ্যে কালের মাপও থাকে না! সহসা একদিন যেখানে "কুটিল হইল পথ জটিল জীবনে, বেড়ে গেল জীবনের ভার" সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াই মানব সবিস্ময়ে অতীত কালের পানে চাহে। তাই আট বৎসর পূর্ব্বে যাহারা খেলার আনন্দে জীবনের এ অলক্ষ্যগতি লক্ষ্য করিতে পারে নাই, আজ তাহাদের পথিমধ্যে সহসা দাঁড়াইয়া অতীত ও অনাগত জীবনের পানে দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়াছে।

সে দিনের ক্রীড়ারত বালক কুমুদ-প্রমোদ এখন যুবা-পদবাচ্য হইয়াছে। তাহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, জীবনের গতি এখন নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বদ্ধ নাই। শিক্ষা ও কর্ম্মক্ষেত্র এখন তাহাদের সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত। কিন্তু প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় সূক্ষ্ম গঠন-পার্থক্যে উভয়ে একক্ষেত্রে একযোগে বর্দ্ধিত এবং শিক্ষা-প্রাপ্ত হইলেও

কুমুদ ও প্রমোদের চরিত্রের বিভিন্নতা ইহার মধ্যেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। উভয়েই প্রশংসার সহিত এফ্‌-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থার্ড ইয়ারে অধ্যয়ন করিতেছে। শিক্ষা ও বয়স প্রায় সমান হইলেও তাহাদের চরিত্রগত বৈষম্যে উভয়ের মধ্যে অনেকখানি প্রভেদ। প্রমোদ মৃদুস্বভাব, বিনয়ী, লাজুক; চলিত ভাষায় 'মুখচোরা ভালমানুষ' এবং কুমুদের চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা ব্যতীত কুমুদ সপ্রতিভ, উদ্ধত, ক্রোধনস্বভাব। কিন্তু ইহা ছাড়াও উভয়ের মধ্যে আর এক স্থলে বিষম পার্থক্য ছিল। কুমুদ যখন হুজুগে মাতিয়া বাক্য ও শারীরিক বলে দলের দলপতি হইয়া হৈ-হৈ করিয়া বেড়াইত কিংবা বশ্য বন্ধুবর্গকে সাহঙ্কার বাগ্মিতায় নীরব করিয়া নিজের অসাধারণ বীরত্ব-কাহিনীর বর্ণনা করিত, তখন প্রমোদ একখানা ছোট রুলটানা খাতা এবং একটি রুল-পেন্সিল লইয়া তাহাদের বাসার ছাদে একটি কোণে কিংবা নিজের শয়ন-কক্ষের জানালায় বসিয়া, আকাশপানে চাহিয়া থাকিত। এক কথায়—প্রমোদও আধুনিক নবীন যুবক ছাত্রদের ন্যায় একটি স্বভাব-কবি! তাহার চরিত্রটিও প্রকৃতি কবিজনোচিত করিয়াই গড়িয়াছেন; সুতরাং এজন্য প্রমোদকে বেশী দোষী করা চলে না। কিন্তু তাহার তরুণ হৃদয়ের সুকুমার ভাবোচ্ছ্বাসগুলি এখনো জগতের কাহারো কর্ণগোচর হয় নাই। সেগুলি কেবল তাহার নবীন জীবনের দিনরাত্রিগুলিকে সোনালী আভায় মণ্ডিত করিয়া অস্পষ্ট আধ-আধ ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়া প্রমোদের সেই ক্ষুদ্র খাতাটির মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত।

সম্প্রতি গ্রীষ্মাবকাশে তাহারা বাড়ী আসিয়াছে, সম্মুখে কুমুদ-কুমারের বিবাহ। অপরাহ্ণে প্রমোদ দ্বিতলস্থ নিজকক্ষের একটী বাতায়নে বসিয়া আম্রবৃক্ষের শাখাব্যবচ্ছেদ-পথে খণ্ডিত নীল আকাশখণ্ডগুলির পানে চাহিয়া দক্ষিণ-হস্তস্থ পেন্সিলটা কামড়াইতে কামড়াইতে মৃদু মৃদু গান গাহিতেছিল। বাম হস্তে তাহার সেই খাতাখানিও ধরা আছে। গানের দিকে কিন্তু তাহার মন এখন সম্পূর্ণ উদাসীন। সে এখন নিজের হৃদয়-পুষ্পোদ্যান হইতে অপরূপ ভাব-সুবাসিত ভাষা-পুষ্প চয়ন করিয়া তাহার কবিতাকে নববধূটির মত করিয়া সাজাইতে ব্যস্ত।

দিনান্তের মন্দ বায়ু ধীরে ধীরে তাহার প্রশস্ত সুন্দর ললাটে গ্রথিত মুক্তাবিন্দুর মত ঘর্ম্মবারি মুছাইয়া দিয়া স্কন্ধ পর্য্যন্ত লম্বিত কুঞ্চিত কেশগুলা লইয়া খেলা করিতেছিল। সহসা পিছন হইতে কোন অলক্ষ্য হস্ত প্রমোদের চক্ষু আবরিত করিয়া ধরিল। প্রমোদ তাহার ভাবমগ্নতার মাঝে এই অতর্কিত আক্রমণে সদ্য জাগরিত হইয়া, ঈষৎ সন্ত্রস্ত এবং ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"কি করিস্ মণী! ছাড়্, সব সময়েই তোর্ ইয়ারকী!"

মণীশ হস্ত সরাইয়া লইয়া যেন অতিমাত্র ব্যস্ততার সহিত সব্যঙ্গহাস্যে বলিল, "তাই তো, মহাকবি কালিদাসের কি ভাবের ডিম্‌টি আমার এই নোণা হাতের স্পর্শে গেঁজে গেল! না আমার এই ইয়ারকীর দূষিতবাষ্পে তোমার কবিতা-রাণীর পাখনা দুটোই ঝ'রে গেল! তা যদি গিয়ে থাকে, সে এক রকমে ভালই হয়েছে। আর তাকে 'ধরি ধরি পারি না' ক'রে তোকে কষ্ট পেতে হবে না।"

মণীশ ও প্রমোদের বন্ধুত্বটা একটু অসাধারণ রকমের। উভয়ের মতের ও স্বভাবের কিছুমাত্র মিল না থাকিলেও, সেই শৈশবের সৌহার্দ্দ এখন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছে। মণীশ ও প্রমোদ উভয়ে উভয়ের একমাত্র বন্ধু। তাই মণীশের এই ব্যঙ্গে প্রমোদের মুখখানা একটু রাঙা হইয়া উঠিলেও এবং মণীশও তাহার যতদূর সাধ্য তীব্রতম ভাষা ব্যবহার করিলেও, উভয়েই কিন্তু হাসিতে লাগিল। মণীশ একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—"তার পরে? কবিকুল-ধুরন্ধরের কি হচ্চে? কোন্ ভাগ্যবান্ বা ভাগ্যহীন কবির মস্তক চর্ব্বণ ক'রে তার কবিতাগুলির জারর-কাটা হচ্চে? স্বদেশের, না বিদেশের?"

প্রমোদ হাসিয়া উত্তর দিল, "কেন, আমাদের দেশে কি এখনো কবির দুর্ভিক্ষ আছে নাকি যে, বিদেশের কাছে ধার নিতে যাব?"

"স্বদেশের ওপর এত দয়া? সাধু সাধু! কিন্তু তবু তোর ঐ 'এখনো' কথার খোঁচটুকু কেন দিলি বল্ ত?—ভারতে কবে—কোন্ যুগে কবির অভাব ছিল? বাল্মীকি-বেদব্যাস থেকে—কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ইত্যাদি আরও যত খ্যাত অখ্যাতনামা মহাকবি যে দেশের যুগে যুগে অবতার হয়ে গেছেন সে দেশে কবে কবি ছিল না? তার পরে আমাদের ঘরের কবি চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, ঘনরাম, কৃত্তিবাস, কাশীরাম—কত বলব—"

প্রমোদ একটু যেন বিস্ময়ের সহিত মণীশের বক্তৃতার স্রোতে বাধা দিয়া বলিল, "এক বছর তো মোটে আমার সঙ্গে তোর

ছাড়াছাড়ি। এর মধ্যে পুরোণো বাংলার সঙ্গে এতখানি ঘনিষ্ঠতা ক'রে তুলেছিস্? আমি তো ওর মধ্যে এক চণ্ডিদাস ছাড়া আর কারও নামই চিন্‌তে পারলাম না।"

মণীশও বিস্ময়ের সহিত বলিল, "কাশীরাম দাস আর কৃত্তিবাসকে? ছেলেবেলায় যে দুজনে—"

"ঠিক্ ঠিক্—ভুলে গিয়েছিলাম ভাই! ওঁদের মারফতেই বাংলা প য়ার কবিতার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটেছিল বটে। কিন্তু পুরাযুগ থেকে আধুনিক কাব্য-যুগে নেমে এস দেখি—একালের কবিদের মধ্যে কাকে তুমি 'কবি' নাম দিতে পার শুনি? দেখি, কার কার ভাগ্য ফেরে!"

মণীশও প্রমোদের এ ব্যঙ্গে একটুও বিচলিত না হইয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, "আমাদের দেশের একজন অখ্যাতনামা উদ্ভট শ্লোকের কবি 'কর্ণাট-রাজপ্রিয়া'র জবানীতে যা বলেছিলেন, আমিও এখানে তাই বল্‌তে চাই যে, কবিমাত্র তিনজন জন্মেছেন,—'একোঽভূৎ নলিনাৎ—পরস্তু পুলিনাৎ বাল্মীকশ্চাপরঃ।' তেমনি আমাদের বাংলা দেশেও হেম, নবীন, মাইকেল।"

প্রমোদ বলিল, "কি জ্বালা, সে যে যুগের কথা, সে যুগ এখন আমাদের অতীতে গিয়ে পড়েছে। ওঁরা যখন ওঁদের গান গেয়েছিলেন, বাংলায় তেমন গান তার আগে আর কেউ গায়নি। তাঁরা সেই যুগের যে শ্রেষ্ঠ কবি, তাতে সন্দেহমাত্র নেই; কিন্তু জগতে কাল-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অলক্ষ্যভাবে মানুষের রুচিরও যে পরিবর্ত্তন হচ্চে। পুরাতনকে সে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে

অনিচ্ছুক নয়, কিন্তু তাই ব'লে নূতনকেও যে তার সিংহাসনের তলায় বলি দিতে হবে, এমন কি কথা! বিজ্ঞান-জগতের মত মানুষেরও অন্তর্জগতে ভাব ও রুচি দিন দিন নতুন নতুন অনুভবের সঙ্গে নবীন ভাষায় নবীন ছন্দে আত্মপ্রকাশ করছে। একেই যুগ-পরিবর্ত্তন বলে।"

মণীশ বাধা দিয়া বলিল, "রেখে দে তোর যুগ-পরিবর্ত্তন। এখনকার কবিতা যদি আমার একটাও ভাল লাগে!"

"ভাল লাগে না বললে ঠিক্ বলা হবে কি? বল যে, পাছে ভাল লাগে, সেই ভয়ে পড়িই না। কেমন, সত্য কি না?" মণীশ হাসিতে লাগিল। প্রমোদ বলিয়া যাইতে লাগিল, "এ তুই ব'লে একা নয়, এমন ঢের লোক আছেন, যাঁরা না প'ড়েই বিচার করতে বসেন এবং যাঁরা অনুগ্রহ ক'রে পড়েনও, তাঁরা আগে থেকেই যাতে ভাল না লাগে, সে বিষয়ে সতর্ক হয়েই বসেন। অর্থাৎ হৃদয়ের সঙ্গে তাঁরা পড়েন না, মন্দ বলবারই জন্য তাঁরা তৈরী হয়ে থাকেন। দ্বাপরের জীব যদি বলে, ত্রেতা ছাড়া যুগই সৃষ্টি হয়নি, তাহ'লে যুগের সত্যতা সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ আসবে না, কেবল বক্তারই মস্তিষ্ক সম্বন্ধে তারা সন্দিহান হয়ে উঠবে। এ যুগ-পরিবর্ত্তন মানে মানুষেরই অন্তরের অনুভবের ধারার পরিবর্ত্তন, এ তো মানিস্?"

"যুগ-পরিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন ক'রে যে তুই ক্ষেপে উঠ্‌লি দেখ্‌ছি। যা নাকি সুন্দর, তা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই সুন্দর হয়ে বেঁচে থাকে, তার কি আজ একরকম, কা'ল একরকম অনুভব হয়? তোদের

এই রুচি বিকৃতি বা যুগ-পরিবর্ত্তনকে তাই আমি মান্‌তেই রাজী নই।"

প্রমোদ সজোরে হাসিয়া বলিল, "এফ এ পাশ করেই মা সরস্বতীকে জবাব দিয়ে এই এক বৎসর ঘরে এসে লাঙ্গল ঠেলে দেখ্‌ছি, সবই চ'ষে খেয়েছিস্‌। যা সুন্দর, তাই কি তার জন্মলাভ-মাত্রে সম্মান পেয়ে থাকে? কত কত কবি যে তার নিজের অন্তরের অভিব্যক্তির আদর দেখ্‌তে না পেয়ে ভগ্নহৃদয় হয়েই জগৎ ছেড়ে গেছেন, এর প্রমাণ কত চাস্‌? কত কাল, কত যুগ পরে হঠাৎ মানুষের অন্তর তাকে অনুভব ক'রে চিনে নিয়ে তার উপযুক্ত সম্মান তাকে দিচ্চে না কি? কালই রুচিপরিবর্ত্তনের ভেতর দিয়ে সাহিত্য-জগতের চিরপুরাতনকেই চির-নবত্ব দান করেন।"

মণীশ বাধা দিয়া আবার কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা উভয়ের বাক্যস্রোতই বন্ধ হইয়া গেল। দ্বারের নিকটে একটি কিশোরী দাঁড়াইয়া উৎসুকভাবে তাহাদের তর্ক-বিতর্ক শুনিতে-ছিল, এখন সহসা যুযুৎসু বীরদ্বয়কে এককালে তাহার প্রতি দৃষ্টি পাত করিতে দেখিয়া ঈষৎ লজ্জা-কুণ্ঠিতমুখে মৃদুস্বরে বলিল, "অনু আর মনোদি কি শ্বশুরবাড়ী থেকে এখনো আসেনি প্রমোদ দা?"

প্রমোদ কুণ্ঠিতভাবে মণীশের পানে চাহিতেই মণীশ হাসিয়া বলিল, "চিন্‌তে পারছিস্‌ না নাকি? পার্‌বিই বা কি ক'রে—মাটীর পৃথিবীতে তো থাকিস্‌ না! কবির পৃথিবী যে সপ্তস্বর্গেরও ও পারে। ও যে আমাদের মৃন্ময়ী—অনুর খেলার সাথী, মিনু। মনে পড়েছে কি কবি?"

প্রমোদ এইবার চিনিল, কিন্তু তথাপি মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিল না। মণীশের সঙ্গে কথা কহিবার সময়েই তার স্বভাবের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, অন্যের সম্বন্ধে সে সেই মুখচোরা প্রমোদ-মাত্র। কনিষ্ঠা ভগিনীর ক্রীড়া-সহচরী মৃন্ময়ীর সহিতও তাই সে বাক্যালাপ করিয়া উঠিতে পারিল না।

মণীশ উভয়কেই অপ্রস্তুত দেখিয়া সহসা বলিল, "না রে মিনু, এখনো তারা আসেনি। পৌঁছুতে বোধ হয় সন্ধ্যা হয়ে যাবে।"

মৃন্ময়ী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। অস্ফুটে একবারমাত্র বলিল, "তবে বাড়ী যাই।"

"যাবি—কেন, থাক্ না আর একটু! সন্ধ্যার ত আর খুব বেশী দেরী নেই, তারা এলে তবে বাড়ী যাস্।"

মৃন্ময়ী তখন সাহস পাইয়া দ্বারের গাত্রে ঠেস্ দিয়া কৌতূহলী-নেত্রে গৃহমধ্যস্থ ভিত্তিগাত্রলগ্ন ছবি ও টেবিলের উপর সজ্জিত সুন্দর চাকচিক্যশালী পুস্তকরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। মণীশ বলিল, "মিনু এখন বড় হয়েছে ব'লে লজ্জা হয়েছে; দেখ তেই পাওয়া যায় না, তা চেনা যাবে কি!"

প্রমোদও এইবার চেষ্টার দ্বারা কুণ্ঠিত ভাবটা ঠেলিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিল, "হ্যাঁ, অনেক দিন দেখিনি।" "কি রে, আমাদের সুমুখে বেরুতেও তোর লজ্জা করে নাকি মিনু ?"

মৃন্ময়ী সলজ্জে অনেকটা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "বাঃ! তাই বুঝি ?"

"তবে কি ?"

"তোমরা কি আর খেলা কর যে বেরুব ?"

মণীশ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।—"এই রে, যা ভয় করেছি, তাই! মিনুর এখনো মনে আছে যে, আমরা একদিন ওর সঙ্গে খেলেছি।" প্রমোদও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। মৃন্ময়ী তাহাতে একটু অপ্রস্তুত না হইয়া সপ্রতিভভাবে বলিল, "বাঃ—কেন মনে থাক্‌বে না ? তোমরা খেলা কর না কি আর এখন ?"

"তোরা এখনো খেলিস্ ?"

মৃন্ময়ী ঘাড় নাড়িল।

"কি খেলিস্ ?"

"দশ-পঁচিশ খেলি, ঘুটিং খেলি—এই সব।"

"ওঃ—ওর নাম কি খেলা ?—অমন খেলা ত আমরাও খেলি। আর ছুটোছুটি খেল্‌তে পাস্ না ত ?"

মৃন্ময়ী ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "না।—সবাই শ্বশুরবাড়ী চ'লে গেছে, কার সঙ্গে খেল্‌ব ? অনু যখন আসে, তার সঙ্গে কেবল কড়ি কি ঘুটিং খেলি, আর কেউ খেলে না। তোমরা কি খেল মণী দাদা ? বড় দাদাদের মত দাবা-পাশা, না তাস ?"

মৃন্ময়ীর বালকোচিত সরল প্রশ্নে এবং ততোধিক সরল দৃষ্টিতে মণীশ অত্যন্ত আমোদিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "না রে, আমাদের খেলার অনেক রকম-ফের আছে। এই দ্যাখ্ না তোর প্রমোদ দাদার,—হাতে খাতা-পেন্সিল, শিবনেত্র—আমাদের সঙ্গে কথা কইছে বটে, কিন্তু মন ওর এখন ঘুঁড়ীর মত আকাশে ডিগ্-বাজী খেয়ে বেড়াচ্চে।"

মৃন্ময়ী সকৌতুকে হাসিয়া বলিল, "কেন ! কেন মণীশ দাদা ?" খাতায় তো লোকে হিসেব লেখে—পড়া লেখে ! খাতা নিয়ে কি ক'রে খেলা কর তোমরা ?"

"আরে, আমি কি ? তোর প্রমোদ দাদারই এ খেলা—এর নাম ভূতে পাওয়া খেলা ।"

মৃন্ময়ী এবার অত্যন্ত হাসিয়া বলিল, "যাও, ঠাট্টা কর্‌ছ ; খাতা নিয়ে নাকি ভূতে পায় ? ভূতে পাওয়া আমি দেখেছি, আমাদের পাড়ার বেণেদের বৌকে ভূতে পেয়েছিল । সে কি হাত-পা ছোড়া, গ্যাঙানি"—

সতীশ বাধা দিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোর বিশ্বাস না হয়—তোর প্রমোদ দাদার খাতাটা চুরী ক'রে পড়ে দেখিস্ । ওতে যদি সেই বেণেদের বৌয়ের ভূতে পাওয়ার হাত-পা ছোঁড়া, গ্যাঙানি সব মিলিয়ে না পাস্, তখন আমায় মিথ্যেবাদী বলিস্ না হয় ।"

প্রমোদের লজ্জারক্ত মুখে যে বেদনার একটা পাণ্ডু আভা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল, বালিকা হইলেও রমণী সুলভ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মৃন্ময়ী তাহা দেখিয়া লইয়াছিল । তাহার বালসুলভ কলহাস্যতরঙ্গ তাহার ওষ্ঠের উপরই নিস্পন্দ হইয়া পড়িল, মৃদুস্বরে কেবল সে প্রশ্ন করিল, "কেন মণীশ-দা ? খাতায় কি আছে ?"

"কবিতা রে কবিতা । তোর প্রমোদ দাদা যে একজন মস্ত কবি । রবিবাবু দি সেকেণ্ড, দ্বিতীয় রবিবাবু !"

এবার আত্মসংবরণ অক্ষম প্রমোদের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল—"মণীশ—মণীশ !"

মণীশ অটলভাবে হাসিতে লাগিল। সহানুভূতি এবং প্রশংসায় দুই চক্ষু উজ্জল করিয়া মৃন্ময়ী সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "সত্যি প্রমোদ-দা, তুমি কবিতা লেখ? সত্যি?"

মণীশের উচ্চহাস্য, মৃন্ময়ীর উৎসুক প্রশ্নভরা চক্ষু এবং প্রমোদের ব্যথিত লজ্জাকে সহসা রূপান্তরে পরিণত করিয়া রুণু-ঝুণু শব্দে আর একটি কিশোরী দ্বারের নিকটে আসিয়াই মণীশকে দেখিয়া একটু পিছাইয়া গেল। মৃন্ময়ী সোল্লাসে সাগ্রহে "অনু" বলিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "অনু, ও যে আমাদের মণীশ দাদা!" প্রমোদ উজ্জলমুখে ডাকিল, "আয় রে অনু, ঘরে আয়! কখন্ এলি তোরা?" অগত্যা লজ্জিত-কুণ্ঠিতমুখে অনু মৃন্ময়ীর সহিত ঘরে ঢুকিল; কিন্তু তাহার মাথার কাপড়ও নামিল না, মুখ হইতে কথাও বাহির হইল না!

"মনোদিদি এসেছেন?" অনু ঘাড় নাড়িল। "তার খোকা কত বড় হয়েছে? চল্ দেখে আসি। মিহিরবাবুও এসেছেন ত?" এবার অনু ঘাড়টিও আর নাড়িতে পাড়িল না—লজ্জায় একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। প্রমোদ ডাকিল, "চল্ মণীশ, মনোদির খোকা দেখ্‌বি।" মণীশের সাংসারিক অভিজ্ঞতা প্রমোদের চেয়ে অনেকটা বেশী, সে বুঝিল, এই বহুদিনের পরের সাক্ষাতের সঙ্কোচ ত্যাগ করিতে তরুণী বালিকারা প্রথমটা পীড়া বোধ করিয়া থাকে, ক্রমে অভ্যাসে তাহা সহজ হইয়া পড়ে। শ্বশুরবাড়ী বাস করিয়া বালিকা অনু ও নববধূর পদবীতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, বাপের বাড়ীতে ফিরিয়াও সহসা সে সঙ্কোচ ত্যাগ করিতে পারিতেছে না।

মণীশ বলিল—"তার চেয়ে আমি আগে মিহিরবাবুর সংবর্দ্ধনায় যাই, এর পরে খোকা দেখ্‌ব।"

আত্মীয়াগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া মনোরমা বসিয়া আছে—ক্রোড়ে এক বৎসরের খোকা। গৃহিণী তাহাকে সুমিষ্ট ভদ্রতাসূচক সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেছেন। কেননা, মাতার ক্রোড় ছাড়িয়া সে নব-পরিচিতাদের ক্রোড়ে কিছুতেই যাইতে রাজী নয়। মনোরমা খোকার অদ্ভুত ধীশক্তি এবং অভূতপূর্ব্ব ক্রিয়া-কলাপের বর্ণনা করিয়া শ্রোত্রীবর্গকে মুগ্ধ করিয়া দিতেছে। সকলেই এক-বাক্যে সায় দিতেছে যে, এমন ছেলে আর কাহারো ইতিপূর্ব্বে জন্মায় নাই এবং সম্ভবতঃ জন্মিবেও না। প্রমোদ নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, সম্পূর্ণ অনিচ্ছার মধ্যেও মাথাটা একবার নত করিল, নহিলে মাতা এখনি বকিবেন এবং আত্মীয়ারাও অবাক্ হইবেন। কিন্তু যাহার সহিত একসঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিয়াছে, তাহাকে প্রণাম করিতে প্রমোদের লজ্জা করিতেছিল। মনোরমা অত্যন্ত বিজ্ঞের মত ধরণে স্নেহসূচক আশীর্ব্বাদের ভাবে তাহার মস্তকে হস্ত দিয়া বলিল, "কি রে প্রমোদ, ভাল আছিস্?"

"হ্যাঁ" বলিয়া প্রমোদ খোকাকে ক্রোড়ে লইতে গেলে, খোকা অমনি দুই হাত বাড়াইয়া তাহার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া আসিল। খোকার মাতৃ-বর্ণিত ধীশক্তির এরূপ হাতে হাতে প্রমাণে অতি বড় সন্দেহীকেও মানিতে হইল যে, এ ছেলে একটা কেষ্ট-বিষ্টু না হয়ে যায় না; "আপনার জনকে কেমন চিন্‌লে ছাখ!"—শিশু-চরিত্রে অভিজ্ঞা গৃহিণী এবার হাসিয়া বলিলেন, "না গো, ছোট ছেলেরা মেয়েমানুষের

কোলে কাপড়-চোপড় ঢাকার মধ্যে থাকার চেয়ে, পুরুষমানুষের কোলে যেতেই ভালবাসে। ওদের দস্তুরই ঐ।" প্রমোদ ডাকিল, "আয় অনু ছবি দেখ্‌বি!" মাতা ডাকিলেন, "ও অনু, জল খেয়ে যা।" "আস্‌ছি মা" বলিয়া অনু, দাদার পিছনে পিছনে পলাইল, মৃন্ময়ীও নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল। মাতা বলিলেন, "আর ওর খাওয়া-দাওয়া মনে থাক্‌বে! ছোট্‌দার কাছে গল্প শুন্‌তে, বই দেখ্‌তে পেলে জগতে ও আর কিছু চায় না। সেই ছোটটি থেকে ছোট্‌দার পেছনে ছায়াটির মতন থাকাই যে ওর অভ্যাস। প্রমোদরা কল্‌কাতায় এই ক'বছর থেকে পড়্‌তে যাওয়ায়, ওর মুখের হাসি যেন নিভেই গিয়েছিল। পূজোর ছুটী, গ্রীষ্মের ছুটী, কবে কোন্ ছুটী, তারই দিন গুণ্‌ত কেবল। এ ক'মাস শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ছিল কি ক'রে, তাই ভাবি।" মাতা সস্নেহ নিশ্বাস ফেলিয়া থামিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০—

নির্ব্বিঘ্নে কুমুদকুমারের বিবাহ হইয়া গেল। বড় বধূটির মত এ বধূটিও সুন্দরী হইয়াছে বলিয়া গৃহিণী আহ্লাদিতা; বিবাহে অনেক মূল্যবান্ দ্রব্য যৌতুক পাইয়াছেন বলিয়া কর্ত্তা আনন্দিত। সুন্দরী স্ত্রীটী, যে নেহাৎ কচি খুকী নয়, এজন্য কুমুদ প্রফুল্লচিত্ত এবং তাহাদের আনন্দে আত্মীয়বন্ধুগণও আনন্দিত। কন্যার বিবাহ নয় যে, বান্ধবেরা তাঁহাদের স্বত্ব-সাব্যস্তভুক্ত "কুল" ধরিয়া কিছু গোলমাল বাধাইবেন—কেননা, কন্যাগ্রহণ পক্ষে সমাজের মনটা অনেকটা উদার! তাহার প্রমাণ—"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" শ্লোকাংশে এবং "ডাকের বচনে" ওটা "ডোমের চুবড়ি ধুয়ে ঘরে নেওয়া!" কন্যার পিতার প্রকৃতিটা নাকি অনেকটা সাহেব-ঘেঁষা, সংসারটাও একটু "ম্লেচ্ছভাবাপন্ন," সেই জন্য চন্দ্রমোহনবাবুর গৃহে আজ তাঁহার বান্ধবগণের মুখে উক্ত শ্লোক ও "ডাকের" বচন একটু ঘন ঘনই উচ্চারিত হইতেছিল। কন্যাপক্ষীয়দিগের সম্বন্ধেও এ কথা বলা যাইতে পারে যে, "রূপ", "বিত্ত" "শ্রুত", "কুল" কোন দিকেই তাহাদের কিছুমাত্র কম পড়ে নাই! বাকী উভয় পক্ষের "ইতর"-বর্গ! তাহারাও প্রচুর পরিমাণ "মিষ্টান্ন"-প্রাপ্তিতে পরম পরিতুষ্ট। গৃহিণী একদিন বলিলেন, "এখন আমার প্রমোদের এমনি একটি

রাঙা বউ আন্‌তে পার্‌লেই আমার জীবন সার্থক হয়।" কথাটা মণীশের কানে গিয়াছিল; সে অস্পষ্টস্বরে উত্তর দিল, "এবং আপনার প্রমোদেরও সেই সঙ্গে জীবন সার্থক হবে সেই দিন!" প্রমোদ সলজ্জ ক্রোধে মণীশকে একটা গুপ্ত গুঁতা দিতেই মণীশ কাত্ হইয়া পড়িয়া গেল। উভয়ে তখন মাতার কাছে খাবার খাইতেছিল। মাতা বলিলেন, "ষাট্ ষাট্, কি যে ঠেলাঠেলি করিস্ তোরা! মণীশ কি বল্‌লি? জীবন সার্থকের কথায় হাস্‌লি যে?" মণীশ তখনো সন্দেশ ছাড়ে নাই, সন্দেশ চিবাইতে চিবাইতে কনুয়ের সাহায্যে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "না, তাই আমিও বল্‌ছি! তা জেঠাইমা, ঐ 'রাঙা বৌ' আনাটি বাদ দিয়ে বাকী আর যে সব কাজে লোকে মানুষ হয়েছে বলে,—ছেলে যদি সে রকম কাজ করে —তাতে মায়ের বা ছেলের জীবন সার্থক হয় না—না?" মাতা বাধা দিয়া বলিলেন, "ষাট্ ষাট্, ও আবার কি কথা তোদের? কেন আমার 'রাঙা বৌ' আস্‌বে না? ছোটটি থেকে ছেলেকে আদর করি আমরা যে, চতুর্দ্দোলে চ'ড়ে—টোপর মাথায় দিয়ে, খোকা আমার 'রাঙা বৌ' আন্‌বে, মেয়েকে আদর করি, ভাল ঘর হবে— রাঙা বর হবে! ছেলে-মেয়ে পেটে জন্মালেই মায়ে সব আগে এ আশাটাই করে। তোর মাও কি বলে না!" "বলেন বই কি জ্যেঠাইমা! আমরাও এত ছোটবেলা থেকে ও কথা মায়েদের মুখে শুনে আস্‌ছি যে, কবে প্রথম শুনেছি, মনেও পড়ে না। তাই ঐ 'জীবনের চরম সার্থকতালাভের' ইচ্ছাটাও রক্ত-মজ্জার সঙ্গে মিশেই গেছে। ও ছাড়া জীবনের আর যে কিছু লক্ষ্য আছে, তা

আপনাদের পেটের ছেলেমেয়েদের ধারণাই নেই! কিন্তু জ্যাঠাইমা—"

"হ্যারে তা তুই তো আমার কুমুদেরই সমবয়সী, তোর বিয়ে দিতে তোর মা এখনো দেরী করছে কেন? আমার বাপের বাড়ীর গাঁয়ে তোদের ঘরের একটি ভারী সুন্দরী মেয়ে আছে, তোর মাকে বলিস্ দেখি। ও কি রে, উঠ্‌লি যে এখনি?"

"আর না জ্যাঠাইমা, আর একটুও কিছু আমার গলা দিয়ে নামবে না। প্রমোদ, বেড়াতে যাস্ তো আয়—আমি এগুলাম!"

মণীশ চটি দুই পাটি পা দিয়া প্রায় টানিয়া ছেচ্‌ড়াইয়া লইয়াই পলাইল। মাতা বলিলেন, "ও কি রে প্রমোদ? মণীশ বিয়ের নামে অমন ক'রে পালালো কেন?"

প্রমোদ হাসিয়া বলিল, "ওই ওর একটা 'ম্যানিয়া'—বাই। জলাতঙ্কের চেয়েও ওর এ আতঙ্কটা বেশী!"

বৈকালে প্রমোদ নিজ কক্ষে টেবিলের নিকটে বসিয়া কি লিখিতেছিল, সম্মুখস্থ ক্লক-ঘড়ীটা টিক্ টিক্ করিতে করিতে একবার টুং টাং করিয়া পাঁচটা বাজাইয়া দিল। প্রমোদ একবার জানালা-পথে বাহিরের পানে চাহিয়া দেখিল, শেষ জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণ তখনো অপরাহ্নকে আমল-দখল দিতেছে না। মিথুনরাশি ধরিয়া সূর্য্য আকাশে সুদীর্ঘ উত্তরপথে একেবারে হেলিয়া পড়িয়া পশ্চিমযাত্রা করিয়াছেন! মণীশ এখনো আসিল না দেখিয়া প্রমোদ ললাটস্থ ঘর্ম্ম মুছিয়া আবার লেখায় মন দিল।

রুণুঝুনু শব্দে কে আসিয়া তাহার কক্ষের দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইল।

প্রমোদ মুখ তুলিল না—সে জানিত, অনু এরূপ কারণে অকারণেও তাহার নিকটে আসিয়া থাকে।

যে আসিয়াছিল, সে বোধ হয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এতক্ষণ পলাইবে কি না, তাহারই মীমাংসায় ব্যস্ত ছিল! কিন্তু প্রমোদকে একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য দেখিয়া নিঃশব্দে একবার ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিল, প্রমোদ একটা খাতায় ছোট ছোট লাইন সাজাইয়া কবিতার মতই যেন কি লিখিতেছে। আর তাহার পালানো হইল না, পূর্ব্বের 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবটা কাটাইয়া বরং টেবিলের দিকে এক পা আগাইয়া আসিয়া একটু থামিয়া, শেষে অদম্য ঔৎসুক্যভরা কণ্ঠে ডাকিল, "প্রমোদ দাদা!"

প্রমোদ মুখ তুলিয়া বলিল, "কি অনু, না, মৃন্ময়ী যে?" অনুর সঙ্গে তাহাকে এই কয়দিন অবিরত দেখিয়া প্রমোদের তাহার নিকটে সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়াছিল। মৃন্ময়ীকে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আবার সে বলিল, "অনুকে বুঝি খুঁজ্‌ছ মিনু? সে এখন মাঝে মাঝে বৌদের কাছে আট্‌কা পড়ে। দেখ গে সেইখানে বোধ হয় আছে।"

মৃন্ময়ী তখন এক পা এক পা করিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার অনিচ্ছুক মৃদু গতিতে প্রমোদ বুঝিতে পারিল যে, যাইতে তাহার বড় ইচ্ছা নাই। হয় ত সে অনুর মত ছবি দেখিতে বা গল্প শুনিতেই আসিয়াছে, কেন না, নিয়ত অনুর সঙ্গে থাকায় এই কয়দিনে যে সে অনুর নেশায় একটু আধটু আস্বাদও পাইয়াছে—প্রমোদ তাহা জানিত।

মনে মনে একটু সস্নেহ হাসিয়া প্রমোদ ডাকিল, "মিনু, আমায় একটু জল ঢেলে দাও ত!" মিনু ত্রস্তে ফিরিয়া 'সোরাই' হইতে জল ঢালিয়া জলের গ্লাসটা প্রমোদের হাতে দিল। প্রমোদ একটু পান করিলে, আবার সেটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইল। প্রমোদ বলিল, "ছবি দেখ্‌বে? তা হ'লে ঐ বইটা নিয়ে এস!" মৃন্ময়ী মস্তক নাড়িয়া বলিল, "না!"

"তবে কি—গল্প? এখন যে আমার কাজ রয়েছে!"

মৃন্ময়ী কুণ্ঠিতভাবে ব্যস্ততার সহিত বলিল, "না—না, আমি অনুর মত অত গল্প শুন্‌তে ছবি দেখ্‌তেই ভালবাসি না প্রমোদ দাদা! তুমি লেখ।"

"তা হ'লে তুমি চুপ্‌ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে কি কর্‌বে এখানে?"

"থাক্‌লামই বা প্রমোদ দাদা? অনু তো এমন কত সময়ে থাকে দেখি!"

"তা হ'লে ঐ চক্‌চকে ছোট বইটা নিয়ে এস। সেদিন অনু ওর ভারী সুখ্যাতি কর্‌ছিল—ঐটে নিয়ে ব'সে ব'সে পড়!"

"ওটা কিসের বই?"

"পদ্যর বই—বেশ সহজ সরল কবিতা ওতে আছে, তোমরা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

মিনু এইবার ক্ষুণ্ণ-মুখে বলিল—"আমি ও সব পড়্‌তে ভালবাসি না।"

"তবে কি শুন্‌তে ভালবাস?"

"হ্যাঁ প্রমোদ দা, ও কি লিখ্‌ছ তুমি?"

প্রমোদ তাড়াতাড়ি খাতার পাতাটা উল্টাইয়া দিয়া বলিল, ও কিছু নয়—কিছু নয়।"

"হ্যাঁ, আমি দেখেছি! ও একটা পদ্য! কি রকম পদ্য ওটা প্রমোদ-দা? সেই সে দিন যে তুমি মণীশ দাদাকে বল্‌ছিলে, সেই রকম পদ্য?"

মিনুর অন্তরের ইচ্ছাটা তাহার কুণ্ঠাকে ছাপাইয়াও অনুসন্ধিৎসুর ছদ্মবেশে আপনাকে প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছিল, প্রমোদ তাহা বুঝিতে পারিয়া কৌতুকের মধ্যে একটা আনন্দও বোধ করিল। স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত বলিল, "কোন্ দিন কোন্‌টা শুনেছ তুমি, তা কি ক'রে জান্‌ব?"

"সেই যে মণীশ দা খুব তর্ক কর্‌তে লাগ্‌লেন! মণীশ দা কিন্তু বড় বকেন—কোন কথা ভাল ক'রে শুন্‌তে দেন না!—সেই যে পড়্‌ছিলে প্রমোদ-দা?"

প্রমোদ হাসিতে হাসিতে বলিল, "অমন কত দিন তো পড়ি! একটু না বল্‌তে পার্‌লে কি ক'রে বুঝ্‌ব?"

মৃন্ময়ী এইবার বাধা দিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে তো আমি শুন্‌তে চাচ্চি না—তোমার লেখা পদ্য আমায় একটা বল না প্রমোদ-দা! সে দিন যে মণীশ-দা বল্‌ছিল, তুমি খুব ভাল ভাল কবিতা লেখ! আমাদের তার একটা আধ্‌টা শোনাবে না প্রমোদ-দা—?"

মৃন্ময়ীর কণ্ঠস্বর মৃদু হইয়া আসিয়াছিল—সঙ্কোচ, আগ্রহ এবং মিনতি—তিনটায় মিলিয়া তাহার কথা বাধিয়া বাধিয়া যাইতেছিল—

তথাপি কোন মতে কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে আবেদন ও আব্দার-ভরা চক্ষে প্রমোদের পানে চাহিয়া রহিল। প্রমোদ দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া বলিল, "কই, না! মণীশ তো আমার লেখা কবিতা একদিনও ভাল বলে না—বরং তা নিয়ে কত ঠাট্টা-তামাসাই করে। তার মুখে তুমি এর সুখ্যাতি কবে শুনলে?"

"তা না বলুক, মণীশদা ঐ এক রকমের লোক! ভাল জিনিসকেও উনি কেবল ঠাট্টা করেন, ওতে আমার ভারী রাগ ধরে! কি লিখেছ ওটা বল না,—বল্‌বে?"

মৃন্ময়ীর আগ্রহটা প্রমোদের খুব ভাল লাগিলেও অনভ্যস্ত কার্য্যে তাহাকে লজ্জা হইতে মুক্তি দিতেছিল না। প্রমোদকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া মৃন্ময়ী জোর পাইয়া একটা জানালার উপরে চাপিয়া বসিল। বলিল, "সে আমি কিছুতেই ছাড়্‌ব না প্রমোদ-দা, তোমার পায়ে পড়ি, তোমায় ওটা আজ আমাকে শোনাতেই হবে। অমুকে ত তুমি কত শোনাও—তাতে ত কোন আপত্তি কর না!"

প্রমোদ মৃদুস্বরে বলিল, "তাকেও আমার লেখা কখনো শোনাই নি।"

"আমায় না হয় শোনালে! তাতে কি এমন দোষ?—বল!"

প্রমোদ খাতা লইয়া কিছুক্ষণ নাড়িয়া-চাড়িয়া সহসা মনের সে দুর্ব্বলতাকে দমন করিতে খাতাখানাকে একদিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া সহজকণ্ঠে বলিল, "না! তার চেয়ে তুমি অমুকে ডেকে নিয়ে এস,

রবি বাবুর লেখা 'শিশু' বলে ভাগটার বেশ ভাল ভাল কবিতা তোমাদের শোনাই !"

মৃন্ময়ীর মুখ মলিন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া মুখ নীচু করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই—প্রমোদ ঈষৎ ব্যথিত-ভাবে বলিল, "রাগ করলে বুঝি মিনু ?" উত্তর না দিয়া মৃন্ময়ী চলিয়া যায় দেখিয়া তখন অগত্যা প্রমোদ ডাকিল—"না, আর যেতে হবে না—এস ! তোমার যখন এত ইচ্ছে, তখন শোন।"

"উচ্ছৃঙ্খল

অতৃপ্ত উদ্দাম সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রাণ,
ধরিবারে চায় করে, পাপিয়ার গান।
মেটে না পিপাসা, তারে শুধু ভালবাসি।
উন্মাদ বিকল হেরি তড়িতের হাসি !
বিফল ব্যসন বুকে আঘাতিয়া যায়,
তারকারে করে কভু ছুঁইবারে ধায়।
অতৃপ্ত হৃদয় শুধু প্রতিঘাতে চুর,
নিষ্ফল বাসনা, তারা তবু তত দূর !
কায়ার ছায়ারে চাহি কেঁদে গেল দিন,
ক্লান্ত শ্রান্ত হৃদি তার ক্রমে হ'ল ক্ষীণ,
অশ্রান্ত সপ্রেম চোখে চাহি দিন রাত,
হায় দেবী ! বেড়াইলে মিছে সাথে সাথ।
তোমারে চেয়েছে, তুমি চিরসাথী ছিলে,
তোমারেই চেনে নাই কোন্ মহা ভুলে।"

অনভ্যাসের জন্য প্রমোদের কণ্ঠস্বর পুনঃ পুনঃ বুজিয়া যাইতেছিল। নিজের লেখা কবিতা সে এমন করিয়া এ পর্য্যন্ত কাহাকেও শোনায় নাই বা এ বিষয়ে এমন আগ্রহশীল শ্রোতাও তাহার ভাগ্যে এ পর্য্যন্ত জোটে নাই। অনু কবিতা-টবিতা ভাল বোঝে না, ছবি দেখিতে ও গল্প শুনিতেই তার আগ্রহ! মণীশ মাঝে মাঝে তাহার খাতা টানিয়া লইয়া দু এক লাইনে চোখ বুলায় বটে, কিন্তু তাহাতে প্রমোদের ভাগ্যে ব্যঙ্গ ছাড়া অন্য কিছুই প্রাপ্ত ঘটে না। তাই মণীশ তাহার হৃদ্যবন্ধু হইলেও প্রমোদের নিজের এই খেয়ালটি লইয়া তাহার কাছে বিব্রত হইতে হয়, মাঝে মাঝে লুকাইতেও হয়। খেয়াল?—মণীশ তাহার কবিতালেখা স্বভাবকে এই নামই দিয়া থাকে বটে, কিন্তু কেবল প্রমোদই জানে—এ খেয়াল তাহার কি! তাহার হৃদয়ের এই "সব সুখ-দুখ-মন্থন ধন" কাব্যশক্তিটি অন্যের কাছে যতই তুচ্ছ হউক, তাহার বিংশতি-বর্ষীয় জীবনের এই-ই সর্ব্বস্ব! তাই ইহার সম্বন্ধে চেষ্টা করিয়া বুঝাইয়া যেন জোর করিয়া অন্যের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে তাহার লজ্জা ও ঘৃণা হয়। আত্মীয়-বন্ধুর কাছে অভিমান আসে, বিদ্রূপ করিলে বেদনা বোধ হয়, চক্ষে জল আসিয়া পড়ে! তাই প্রমোদ অন্তরের অন্তর দিয়া পক্ষিণীর মত তাহার এই ডিম্বগুলিকে আচ্ছাদন করিয়া বসিয়া থাকে! আজ সেইখানে মৃন্ময়ী পূর্ণ সহানুভূতিরই একান্ত আগ্রহ লইয়া এমন করিয়া আসিয়া পড়িল যে, প্রমোদ তাহার এই আগমনকে তাচ্ছিল্য করিয়া কোন মতেই ঠেলিয়া ফেলিতে পারিল না। হউক সে বালিকা, তথাপি তাহার

প্রাণ তো আছে, সুখ-দুঃখের অনুভব-শক্তিটুকু তো আছে! এই যে তাহার মুখে চোখে অব্যক্ত আনন্দ নীরবে আলোর মত জ্বলিতেছে—এই অন্যকে সুখ দেওয়ার আনন্দে প্রমোদের হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব সুখানুভব, এ তো সে জীবনে আর কোথাও এ পর্য্যন্ত পায় নাই। এই সুখ যে তাহার সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত।

কবিতা-পাঠ শেষ হইয়া গেলে মৃন্ময়ী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তাহার পর দ্বিগুণ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "আর নেই প্রমোদ-দা? এখনি শেষ হয়ে গেল? এত ছোট?—না—তা হবে না, আর একটা বড় দেখে বল!"

প্রমোদ হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন? তোমার এটা কি এতই ভাল লাগ্‌লো নাকি?"

"হ্যাঁ! কিন্তু বড় ছোট, এত শীগ্‌গির ফুরিয়ে গেল কেন? আর একটা পড় তবে প্রমোদ-দা!"

"তা তো পড়্‌ব—কিন্তু ওর কি বুঝ্‌লে? তা বল দেখি আগে!"

মৃন্ময়ী এইবার একটু থমকিয়া গেল—থতমত খাইয়া বলিল, "তা কি করে বল্‌ব? বুঝতে পারিনি হয় ত সব। তুমি বুঝিয়ে দাও না, তবে কিন্তু শুন্‌তে খুব ভাল লেগেছে প্রমোদ-দা!—আরও শুন্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে কেবল।"

"তুমি বুঝি আর কোন কবিতা কখনো পড়নি? নইলে এত ভাল লাগ্‌বার তো নেই এতে কিছু। কত ভাল ভাল কবিতার বই—ভাল ভাল কবিতা আমাদের দেশের অগণ্য লোকে

লিখ্‌ছে এখন। তা যদি পড়্‌তে কখনো, তা হ'লে আর আমার লেখা তোমাদের এত ভাল লাগ্‌ত না!"

মৃন্ময়ী বাধা দিয়া বলিল, "ইস্, কক্‌খোনো না! আমি কত গল্প বই পড়েছি,—দাদার কি—সব কাগজ আসে, তাতেও কত পদ্য দেখেছি। এমন আমার একটাও লাগেনি। সে সব তো আমায় কেউ পড়ে শোনায়নি, নিজে নিজে পড়্‌তেও পারি না—ভাল বুঝ্‌তেও পারি না। আর সে সব কে না কে লিখ্‌ছে, সে আমার পড়্‌তেই ভাল লাগে না! এ যে তুমি লিখ্‌ছ প্রমোদ-দা! এ না বুঝ্‌তে পার্‌লেও কত ভাল লাগ্‌ল! কি ক'রে এমন লিখ্‌তে শিখ্‌লে তুমি?—কৈ, আর কেউ তো পারে না! দাদা পারে না—মণীশ-দা পারে না!"

"তারা না পার্‌লেও এর চেয়ে খুব ভাল ভাল পদ্য কত লোকে লিখ্‌ছে।"

"তা লিখুক্‌গে! আমাদের এই-ই ভাল! হ্যাঁ প্রমোদ-দা, তুমি যে এমন লিখ্‌তে শিখেছ, এতে তোমার আহ্লাদ হয় না? আমার যে মনে কর্‌তেই কত আহ্লাদ হচ্ছে।"

প্রমোদ একটু থামিয়া শেষে বলিল, "তবে শোন! জানি, আমি কিছুই লিখ্‌তে পারিনে, তবু আমার যেটুকু আছে, তাকেই আমি কত ভালবাসি শোন! কিন্তু অনুকে ডেকে নিয়ে এস—নইলে সে দুঃখ পাবে।"

মৃন্ময়ী বিদ্যুতের মত ছুটিয়া গিয়া অনুকে ডাকিয়া লইয়া আসিল। প্রমোদের অনুকেও আবার একটু সঙ্কোচ আসিতেছিল,

কিন্তু সে যখন ব্যাকুলমুখে "ছোট-দা—আগে আমি সেইটে শুন্‌বো, যেটা মিনুদি শুনেছে! আগে সেইটে," বলিতে লাগিল, তখন প্রমোদের বাধা কাটিয়া গেল। স্নেহ-স্নিগ্ধ-স্বরে বলিল, "আগে, এইটে শোন—তার পরে সেটাও শোনাব। এটার নাম 'আমার কবিতা'! শোন মৃন্ময়ি!"

মৃন্ময়ী একেবারে প্রমোদের চেয়ার ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া দাঁড়াইল। প্রমোদ এবার পরিষ্কার স্বরে পড়িতে লাগিল :—

"আমার কবিতা।"

শত জনমের মোর সাধনার ধন,
পুণ্যের অটুট ফল জন্ম-জন্মান্তের,
হে মোর সর্ব্বস্ব! অয়ি মহার্ঘ রতন
আঁধার খনির! মোর চির-জনমের
সর্ব্বোত্তম সফলতা! বল কি বলিয়ে
তোমারে সম্বোধি? যত চাই বলিবারে,
নির্ব্বাক্ রসনা তত ভাষা দীন হয়ে
জড়ত্ব লভিছে যেন সঙ্কোচে কাতরে!
জ্ঞানীর পরম পদ! ভকতের প্রেম!
প্রণয়ীর হৃদয়ের ঈপ্সিতা প্রেয়সী!
গৃহীর গৃহিনী নারী! কৃপণের হেম!
অয়ি মোর জীবনের সবার শ্রেয়সী!—
তুমি কি আমার! আমি প্রকাশিতে চাই
মোর বাতুলতা, হেরি হাসিছ কি তাই?—

নিজের লেখা নিজে পড়িয়া শুনাইবার লজ্জা এবার আর প্রমোদের মনে ছিল না। নিজের হৃদয়ের আবেগকে ভাষায় ঢালিয়া দিয়া, প্রমোদ যেন তাহার সবার শ্রেয়সী প্রেয়সী সেই কবিত্ব-শক্তিকেই সম্বোধন করিয়া বন্দনা গাহিয়া গিয়া ভাবমুগ্ধমুখে শেষে নিঃশব্দ হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া ত্রস্তে শ্রোত্রীদ্বয়ের পানে চাহিয়া দেখিল, তাহারা ততোধিক বিস্ময়ে আনন্দে আবেগে রুদ্ধবাক্ হইয়া চারিটি চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি তাহার মুখের পানে স্থির করিয়া রাখিয়াছে! সেই চারিটি চোখের দৃষ্টি নিঃশব্দে প্রমোদকে এতখানি গৌরব—আনন্দ ও প্রশংসা দান করিতেছিল যে, প্রমোদ কবিতাটা যে তাহাদের কেমন লাগিল, এ কথাটা জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জিত হইল।

একটু পরে কক্ষের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মৃন্ময়ী বলিল, "এটা কিন্তু মনে হচ্চে, ওটার চেয়ে বুঝ্‌তে পেরেছি প্রমোদ-দা। আচ্ছা, তুমি শোন—আমি বলি। বুঝ্‌তে পেরেছি কি না, ছাখ!"

থামিয়া থামিয়া একটু একটু করিয়া মৃন্ময়ী কবিতার ভাবার্থ বলিয়া যাইতে লাগিল। প্রমোদ সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার তীক্ষ্ণ কবিতার্থ-গ্রহণ-শক্তি দেখিয়া সত্যই একটু বিস্মিত হইল; বুঝিল, মৃন্ময়ীর বুদ্ধির সঙ্গে বিদ্যারও যোগ আছে এবং তাহার সেই তরুণ জীবনে সাহিত্যালোচনারও সম্বন্ধ আছে। কেবলমাত্র খেলা বা ছাই-ভস্ম উপন্যাস পড়িয়া সময় না কাটাইয়া সে সাময়িক সাহিত্য এবং আধুনিক কবি ও তাঁহাদের কবিতার সহিত অনেকখানি পরিচয় রাখে। সূক্ষ্মভাবে সমস্ত বুঝিতে বা অনুভব

করিতে না পারিলেও প্রত্যেক বিষয়েরই একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া তাহার পক্ষে বিশেষ কঠিন নয়।

অনুর বিস্মিতদৃষ্টি এইবার মৃন্ময়ীর উপরও পড়িয়াছিল। সে যে কিছুই বুঝিতে পারে নাই! তাই সে মৃন্ময়ীকেও একটা "কেষ্ট-বিষ্টুর মধ্যে" গণ্য করিতেছিল। প্রমোদ অনুর সেই দ্বিগুণ বিমূঢ়ভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "অনুই আমাদের সব চেয়ে বেশী বুঝেছে—না রে অনু?" অনু সলজ্জে মুখ লুকাইল। মিনু একটু অপ্রস্তুতভাবে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "আমিও যতটুকু বুঝিছি, অনুও তাই! দুজনেই সমান পণ্ডিত আমরা!" অনু তাহার পিঠে মুখ লুকাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না! তবু শুন্‌ব।"

---

১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সে দিন সায়াহ্নের স্নিগ্ধ শান্ত অবসরে গৃহকোণে বসিয়া তিনটি ণী যে অনাস্বাদিত রস আস্বাদন করিয়াছিল, তাহার নেশা সেই তিনটি প্রাণীকেই পাইয়া বসিল। বেলা তিনটা বাজিতেই মৃন্ময়ী তাহার ছোট ভাইটিকে ক্রোড়ে লইয়া ঘড়ীর কাঁটার মত আসিয়া হাজির হইত এবং তাহাকে দেখিয়া অনুরও পান সাজা, পুতুলের কাপড় ছোপান, কাগজের পুতুল কাটা বা পুঁতির গহনা তৈয়ারী প্রভৃতি গুরুতর কার্য্য সকল সেদিনের মত সারিয়া লইবার তাড়া পড়িয়া যাইত। সাড়ে তিনটা বাজিবামাত্র অনু যেমন প্রমোদের টেবিল ও ঘর গুছানোর জন্য সে ঘরে প্রবেশ করিত, অমনি প্রমোদও হস্তস্থ পুস্তক কিংবা খাতা-পেন্সিল নামাইয়া সহাস্যে দ্বারের পানে চাহিত, কেননা—অনুর পশ্চাতে যে মৃন্ময়ী নিশ্চয়ই আসিয়াছে, তাহা সে স্থির জানিত। দু-চারিটা স্বাগত সংবর্দ্ধনার পর তাহাদের কাজের কথা বন্ধ হইয়া যাইত। তখন কেবল প্রমোদের সদ্য লিখিত, বহুদিনের লিখিত এবং অলিখিত কবিতা সকলেরও 'সার্থক অন্বয়, টীকা, ব্যাখ্যা ও পদ-পরিচয়'র ক্রিয়া চলিত। প্রমোদ যাহা লিখিয়াছে—লিখিতেছে এবং লিখিবে বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছে—মৃন্ময়ী ক্রমে ক্রমে তাহাকে পর্য্যন্ত

সন্ধান করিয়া বাহির করিত। তাহাদের সভা ক্রমশঃ এমন জমিয়া উঠিতে লাগিল যে, সময় সময় মণীশও আসিয়া প্রমোদকে ডাকিয়া পাইত না। মণীশ তাহার হৃদয়ের বন্ধু বটে, কিন্তু প্রমোদের মর্ম্মের ও এই মর্ম্মস্থলটির সহিত মণীশের কিছুমাত্র সহানুভূতি না থাকায়, প্রমোদ তাহাকে এইখানটায় যেন একটু ভয় করিত। এখানে তাহার নিকট হইতে সহমর্ম্মিতালাভ দূরের কথা, মণীশের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সে কেবল বেদনাই পাইয়া থাকে। মণীশকে দেখিলে তাই সে আস্তে-ব্যস্তে খাতা লুকায়! তাই তাহার সেই বন্ধুহীন মর্ম্মজ্ঞতাহীন অন্তরের এই স্থানটিতে এই ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া বালিকারাও কেবলমাত্র সহানুভূতির দ্বারা বন্ধু হইয়া পড়িতেছিল। মণীশকে দেখিলে মৃন্ময়ী যতটা না হউক, অনু একটু জড়সড় বিব্রত হইয়া পড়ে দেখিয়া, মণীশ তাহাদের অবস্থিতির সময় প্রমোদের কক্ষে বড় আসিত না। দূর হইতে বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়া প্রমোদকে টানিয়া বাহির করিত। মৃন্ময়ী অপেক্ষা বয়সে এক বৎসরের ছোট হইয়াও অনু কতকটা স্বভাব বশতঃ এবং শ্বশুর-ঘর করিয়া আসিয়াছে বলিয়া লজ্জা ও কুণ্ঠায় জড়িতা হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু মৃন্ময়ীর স্বভাব অনুর একেবারে বিপরীত! তাহার চতুর্দ্দশবর্ষীয়া চপলা হরিণীর মত স্বভাবে বাহির হইতে কোন আবরণ আসিয়া এখনো ছায়া ফেলিতে পারে নাই! নিকষ কুলীনকন্যা মৃন্ময়ী এখনো কুমারী!

অনু বেচারার কিন্তু ভারী মুস্কিল বাধিতে লাগিল। তাহার ছোটদাদার অনন্যসুলভ অপূর্ব্ব প্রতিভা-উদ্ভূত এই সর্ব্বনাশের

সে তার মিনুদিদির মত সব বুঝিতেও পারে না, বুঝাইয়া বলিতেও পারে না—কিন্তু সে ঘর ছাড়িয়া অন্যত্রে যাইবারও সাধ্য তাহার নাই। এ দিকে পুতুলের বিবাহের দিন যে ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, মিনু তাহা একেবারে ভুলিয়া বসিয়া কেবল কবিতাই শোনে! সে ছেলের মা, তাহার যেন নিশ্চিন্ত হওয়া সাজে, কিন্তু কন্যার মাতা অনুর তো নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবার উপায় নাই! রঙীন্ কাপড়গুলিতে এখনো ঝুটা জরীর পাড় বসানো হইয়া ওঠে নাই, পুঁতির ছু-সুটু গহনার অর্দ্ধেকও তৈয়ারী হয় নাই, তা ছাড়া বরাভরণ তো আছেই। সম্মুখে, শ্রাবণমাসেই তার কন্যার বিবাহ।—তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া অনু আর কেবল টেবিলের উপর দুই কনুই পাতিয়া, দুটি করতলের উপরে দুটি গণ্ড রাখিয়া টেবিলের গায়ে হেলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না;—থাকিলে যে তাহার চলিবে না—সে যে ক'নের মা। তাই প্রমোদের ঘরে ঢুকিবার সময় সে আঁচলের খুঁটে কতকগুলা পুঁতি, সুতা ও সরু সরু তার লইয়া আসে এবং জানালার কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে নিজের গৃহস্থালীর কাজে মন দেয়! মৃন্ময়ী এক একবার রাগ করিয়া বলে, "যা, তুই তবে খেলাই কর্‌গে! শুন্‌ছেন ত ভারী!"

প্রমোদ সস্নেহহাস্যে বলে, "না না, অনু শুন্‌ছে বই কি! ওই দেখ্, ওর মুখ শুকিয়ে উঠেছে ভয়ে! না রে অনু, তুই অম্‌নি করেই শোন্! ওতেই আরও ভাল শোনা যায়, না?"

অনু সলজ্জ হাসিয়া, পুঁতিগুলা আঁচল চাপা দিয়া বসিত।

দিন কয়েক এমনি অবিচ্ছিন্ন ধারা-স্রোতের মত সুখে বেশ

কাটিয়া যাইতেছিল—সহসা এক দিন প্রমোদ শুনিল, তাহার দিদি মনোরমা মাতাকে বলিতেছে যে, "মেয়েটা যত ধাড়ী হচ্চে, তত যেন খিঙ্গী হচ্চে। একটু লজ্জা নেই—সরম নেই—! প্রমোদ বাটের এখন ডাগর ছেলে—তার সঙ্গে অত গল্প কেন? ভাল দেখায় না যেন।"

মাতা বলিলেন, "দোষ কি? ছেলেমানুষ বই ত না!"

"ছেলেমানুষ? বিয়ে হয়নি, তাই অমন নেচে নেচে বেড়াতে পায়! নইলে তো আমাদের অনুর চেয়ে ও বড়। আর প্রমোদেরও এখন বিয়ের বয়স হচ্চে।"

মাতা একটু বিরক্তিসূচক কণ্ঠে বলিলেন, "বিয়ের সময় হলেই বুঝি ছেলেপিলে অমনি বুড়িয়ে যায়? ওদের আবার বয়স! কি যে বলিস্! অনু-মিনু ওরা কি ভিন্ন?"

মনোরমা ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "যতই হোক্, মায়ের পেটের বোন্ তো নয়ই। ভাল দেখায় না বাপু, তাই বল্লাম। এতে রাগই কর আর যাই কর!"

মাতা তথাপি কথাটা গ্রাহ্য করিলেন না দেখিয়া মনোরমা আর বেশী কিছু বাড়াবাড়ি করিল না বটে, কিন্তু কথাটা প্রমোদের কানে গিয়াছিল, তাই সে—তাহা অপেক্ষা মোটে এক বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠা ভগ্নীর এরূপ দিদিগিরী ফলানোয়, তাহার উপর বিলক্ষণ চটিয়া গেল এবং মৃন্ময়ীও দিন দুই তিন আর আসিল না! কিন্তু মনোরমার শ্বশুরালয়-গমনের পরই আবার মৃন্ময়ীর এ সংযম ভাঙ্গিয়া গেল। এ দিকে গ্রীষ্মাবকাশও শেষ হইয়া আসিয়াছিল। কুমুদ কয়েক দিন

পূর্ব্বেই কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে—কেন না, তাহার শ্বশুরালয় কলিকাতাতেই। প্রমোদের যাইবার কথা শুনিয়া অনু ও মিনুর মুখ ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল।

মিনু একদিন প্রশ্ন করিল, "প্রমোদ-দা, কল্‌কাতাতে তোমার লেখা কে শোনে?"

"কেউ না! আপনি লিখি, আপনি পড়ি!"

মৃন্ময়ী আব্‌দারের সুরে বলিল, "বাঃ! সে কি ভাল লাগে? তুমি সেখানে কত লিখ্‌বে, আর আমরা কিচ্ছু টেরও পাব না! সে হবে না।"

প্রমোদ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা হ'লে কথাটা কি? কি কর্‌তে হবে?"

মৃন্ময়ী চোখ নীচু করিয়া গাঢ় আব্‌দারের কণ্ঠে বলিল, "আমাদের লিখে পাঠাতে হবে।"

"লিখে পাঠাতে হবে? প্রস্তাবটি এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যে, একেবারে অকাট্য দেখ্‌ছি!"

"কাট্যই কিসে এত? দেখো, তোমায় লিখে পাঠাতেই হবে আমাদের! দেখে নিও!"

মৃন্ময়ীর ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হইতে বেশী দিন লাগিল না। দিন পনেরোর মধ্যেই প্রমোদ অনুভব করিল—"কে যেন গো নাই—এ প্রভাতে তাই—জীবন বিফল হয় গো।" নিজের মর্ম্মকথা আর খাতায় লিখিয়া রাখিয়া কোনই তৃপ্তি বা সার্থকতা নাই। কাহাকেও না শুনাইতে পাইলে তাহার এ প্রভাতী গান সত্যই বুঝি একেবারেই বিফল!

কেবল তাই নয়, তাহার সহিত অনু-মিনুর এই ছাড়াছাড়িতে তাহার কবি-হৃদয় "ক্ষণসঙ্গী" নামে যে একটি কবিতা লিখিয়াছে, সেটি তাহাদের না পাঠাইয়া যে তাহার গত্যন্তরই নাই। তাই প্রমোদ আজ খাতা হইতে সেটি চিঠির কাগজে তুলিতে লাগিল।

"আগমনী কাছে নিয়ে আসে বিজয়ার শোক-অশ্রু-জল
জীবন, সে পূর্ণতার শেষে পরিণত মরণে কেবল!
চির-বিদায়ের দেশ এ যে এ ধরণী মিলনের নয়!
স্মৃতি, শুধু দুটো দিন ব'সে কানে কানে সেই কথা কয়!"

এইরূপে যথারীতি বিলাপের পর—

"ক্ষণেকের পরিচিত! তবু দুটো কথা শুধাবার আছে,
এ দুদিন শত স্মৃতিতলে নিতান্ত কি পড়ে রবে পাছে?
ধরণীর রঙ্গভূমি মাঝে এতো দুদিনেরই অভিনয়
হেথা, কেবা চির-সাথী কার কার সনে চির-পরিচয়?
তবু এই জীবনের পথে সেই ক্ষণ-পরিচিত মুখে
দেয় নাকি পাথেয় তাহায় হাসি অশ্রু শত সুখ দুখে?

* * * * * *

পরিচিত স্বজনের মাঝে মনে ক'রো দুদিনের সাথী,
মনে রেখো,—যদি মনে পড়ে ম্লান হয় অধরের ভাতি!
হাসির উচ্ছ্বাস-মাঝে যদি মনে প'ড়ে,চোখে আসে জল—
তবু মনে রেখো,—যদি স্মৃতি হয়ে আসে নিতান্ত দুর্ব্বল!
এ ক'টি কালের রেখাপরে রেখো আঁখি অবসরক্ষণে
বিস্মৃত সে দুদিনের সাথী, তবুও কি হবে না স্মরণে?

কিন্তু এইখানে আসিয়া প্রমোদের কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। যাঁহার বীণার ঝঙ্কারে তাহাদের মত তরুণ হৃদয়ে এই অব্যক্ত অস্পষ্ট কবিতা-কাকলীর জন্ম—সেই "রবি কবির" কিরণে এই কবিতাটির শেষভাগটুকুর ভাব হইতে ভাষা পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়া গিয়াছে! প্রমোদ একবার ভাবিল, বদ্‌লাইয়া ফেলি—আবার ভাবিল, দোষ কি! আজিকালিকার কাব্য-সাহিত্যে কে এই কিরণকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিতেছে! এই আলোকেই ত আজিকালিকার প্রকাশিত প্রায় প্রত্যেক কবির কবিতাই আলোকিত। তবে তাহার ন্যায় অখ্যাতনামা ব্যক্তির পক্ষে ইহাতে লজ্জার কথা কি আছে এমন?

এই কবিতা-প্রাপ্তির উত্তরে অনু ও মিনু অত্যন্ত আনন্দিত এবং উৎসাহিতভাবে তাহাকে পত্র দিল এবং এইরূপে মাঝে মাঝে কবিতা পাঠাইতে পুনঃপুনঃ মাথার দিব্য দিল। কেবল অনু লিখিয়াছিল যে, "না ছোট-দা, তুমি এরকম ধরণে আর পদ্য লিখো না, তোমার পায়ে পড়ি! মিনু-দিদি যখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছিল, তখন আমার বড় কান্না পেয়েছিল।" অনুর এই বিশিষ্ট মন্তব্যে এবার প্রমোদ মনে মনে অনুকেই প্রকৃত "বোদ্ধার" পদ দিল।

পূজার ছুটীতে, গ্রীষ্মের অবসরে বাড়ী আসিয়া তাহাদের কবিত্ব-চর্চ্চা এইরূপে অগ্রসরই হইতেছিল; কিন্তু শীঘ্রই সভার একটি সভ্যাকে এবার অপসৃত হইতে হইল। অনু অনেকদিন শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে, বালিকা বলিয়াই তাহার শাশুড়ী এতদিন কোন আপত্তি করেন নাই; কিন্তু আর রাখা চলে না, এইবার পাঠাইতেই

হইবে। সে দিন দ্বিপ্রহরে প্রমোদ তাই নিজ কক্ষের খাটে শুইয়া রবি বাবুর দিগ্‌গজ সংস্করণের এক গ্রন্থাবলী লইয়া পড়িতেছিল বাঙালীর ঘরে বালিকা কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠানোর ব্যাপার এতই মর্ম্মস্পর্শী যে, এ দেশের সাহিত্য পর্য্যন্ত তাহার করুণ মধুর রসকে বহু যুগ হইতে বক্ষে তুলিয়া অমর করিয়া রাখিয়াছে কবি কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া কবিরঞ্জন প্রভৃতি বঙ্গের শত শত খ্যাত ও অখ্যাতনামা কবিগণ উমা ও মেনকার আগমনী, বিজয়ার কাহিনী এ দেশের সাহিত্যের বুকে পরতে পরতে আঁকিয়াছেন! অনু ও তাহার মাতার বেদনায় আজ সমস্ত আত্মীয়-বর্গই সজল-নয়ন! প্রমোদেরও মন কেমন করিতেছিল—কিন্তু ছোট বোন শ্বশুর-বাড়ী যাইবে, তাহার জন্য মন কেমন করা—এ যেন তাহার পক্ষে বড়ই লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে হইল তাই সে তাড়াতাড়ি একখানা কাব্য লইয়া অন্যমনস্ক হইতে চেষ্টা করিতেছিল। তাও ছাই—পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বাহির হইল কি না মানসীর "বধূ।"

"কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো!
কেমনে ভুলে তুই আছিস্ হাঁ গো?
উদিল নবশশী, ছাদের পরে বসি,
আর কি রূপকথা বলিবি না গো।

প্রমোদের সহসা বোধ হইল, কে যেন পায়ের তলায় খাটের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এইবার সে ডাকিল, "ছোট্‌-দা!" প্রমোদ উঠিয়া বসিল, "অনু! কি বল্‌ছিস্?" অনু কিছু বলিল না

পারিল না, কেবল তাহার নতনেত্র হইতে টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল মেঝের উপর ঝরিয়া পড়িল ! প্রমোদ ঘড়ির দিকে চাহিয়া বুঝিল—তাহার যাত্রার সময় আসিয়াছে। পাছে নিজের দুর্ব্বলতাও ধরা পড়ে, এই লজ্জায় প্রমোদ আর কথা কহিতে পারিল না ! অনু অগ্রসর হইয়া তাহার পায়ের গোড়ায় মাথা নোয়াইয়া পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল, তথাপি প্রমোদ নীরব ! বাহির হইতে রুদ্ধ কণ্ঠে মাতা ডাকিলেন, "আয় মা অনু ! সময় যায় !" এইবার অনুকে আঁচলে মুখ চাপিয়া দ্বারপথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া প্রমোদ ঈষৎ বদ্ধকণ্ঠে বলিল, "চিঠি লিখিস্ !"—অনু ঘাড় নাড়িল এবং একটু দাঁড়াইল, বুঝিয়া প্রমোদ বলিল, "আমিও লিখব পৌঁছেই খবর দিতে মিহির বাবুকে বলিস্।" তেমনি নীরবে সম্মতি জানাইয়া অনু চলিয়া গেল। পাছে সকলের সাক্ষাতে ছেলেমানুষি প্রকাশ হইয়া যায় বলিয়া প্রমোদ আর তাহার সহিত অনুগমন করিল না নিঃশব্দে টেবিলের নিকটে গিয়া খাতা খুলিয়া পেন্সিল হাতে লইল ! এই-ই যে তাহার সর্ব্বভাব-অভাব প্রকাশক একমাত্র ভাষা।

"প্রমোদ-দা ! দেখি কি লিখ্‌লে ?" প্রমোদ মাথা তুলিয়া মৃন্ময়ীর পানে চাহিয়া দেখিল, তাহার চক্ষু দু'টি তখনো রোদনারক্ত এবং অশ্রুসিক্ত ! প্রমোদের কথায় অপেক্ষা না করিয়া মিনু তাহার খাতার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল ; অনুচ্চকণ্ঠে পড়িয়া গেল—

বিদায়ের যত ব্যথা হৃদয়ে লুকায়ে রয়,
আঁখি তাই তার হয়ে নীরবে বেদনা কয় !"

সত্যি প্রমোদ-দা! একেবারে ঠিক। অমু যাবার সময় আমার সঙ্গে একটিও কথা কয়নি, তাতে প্রথমটা আমার ভারি দুঃখ হয়েছিল, কিন্তু এখন বুঝছি, সে চোখ দিয়েই যা বলবার বলছিল— কিন্তু শুধু এই দুলাইন্? আর লেখনি? ঐ যে আর একটা মস্ত,—বাঃ!

একটি শৈলের বুকে কয়টি নির্ঝর
মিশে একটিরই মত রয়।
ক্ষীণ ক'টি পরাণেতে একটি পরাণ
গঠনের সম্পূর্ণতা লয়।
কঠিন উপল দেয় করি ভিন্নপথ
ভিন্ন পথে ধায় ছিন্ন ধারা
তখন বুঝিতে পারে, এক দেহ, তবু
তাহে ছিল ক'টি প্রাণ তারা!
আজি এই জীবনের প্রথম উষায়
ভিন্ন মোরা এখনি বুঝিনু,
তাই ওরে আকুল বেদনা ভরা প্রাণে
তুই গেলি, আমিও চলিনু!
জানি না এ জীবনেতে খেলিবে কি কভু
মধুময়ী পূর্ণিমার রাতি?
হয় ত জাগিবে ঝঞ্ঝা—মেঘ বজ্র সাথে
আসিবে সঘন অমারাতি!
কভু কেঁদে কভু হেসে মহা অশ্রোচ্ছ্বাসে
দুকূল প্লাবিত করি ধেয়ে,

কভু বা মরিয়া, এসে নিদাঘ দিবসে
আপনাতে আপনি মিলায়ে,
চলিব কি অনন্তকাল ধরি অবিরাম ?
এ গতির হবে নাকি শেষ ?
কিবা কোন মহামরুমাঝে গিয়ে মিশে
এ বারির নাহি রবে লেশ !

* * * *

তবু মনে রবে এই নিস্তব্ধ নিঝুম
শৈল গৃহ স্নেহ বুক পাতি,
তবু মনে রবে এই খণ্ড প্রাণ ক'টি,
এই চির শৈশবের সাথী !
একটি উষার শৈল স্নেহ যে মোদের
প্রাণরূপে দেহ মাঝে ঘুরে,
প্রাণে থেকে দেহে নাই হৃদয়ের সাথী,
কাছে থেকে তবু রব দূরে !
প্রভাতে নিঝর এক গেছে ভিন্ন পথে
কোন্ নদী কোন্ দেশে বয়,
সাগরে মিশাবে কিবা কে কোথা শুকাবে
আর কি তাদের দেখা হয় !"

মিনু পড়িয়া ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিল; দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু আবার জলে ভরিয়া উঠিল। ক্ষীণস্বরে বলিল, "এ রকম্ লেখা কেন লিখ্‌লে প্রমোদ-দা ! না, এ ভাল না।"

প্রমোদ শ্রান্তস্বরে বলিল, "আমার মন কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। অনু শ্বশুরবাড়ী গেল বলেই যে কেবল তা নয়। এ এক রকম অশরীরী দুঃখ—যার হেতু নেই, অথচ সে আছে। মনে হচ্চে, আমাদের পরস্পরের জীবনের স্বতন্ত্র পথ এই ঘটনায় কে যেন আমার সম্মুখে এঁকে ধর্‌ছে। সেই স্বতন্ত্র পথে অনু গেছে, তুমিও যাবে, আমিও চলেছি। এ কবিতাটি তাই কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় বা ব্যক্তি নিয়ে লিখিনি। এ কেবল আমারই নিজের কথা মাত্র। আমার যেন মনে হয়, আমার জীবনধারা শেষে একটা উষর মরুর মধ্যেই মিশিয়ে যাবে।"

"ওহে, তোমার একা ব'লে নয়, রাঁধে, একা তুই ব'লে নয়।" এখনকার এই অকালপক্ক কবিগুলির সকলেরই ঐ রকম অশরীরী মনের ব্যথা ধরে।" ব্যঙ্গ মুখে লইয়া প্রবেশ করিলেও মণীশকে দেখিয়া প্রমোদ আজ প্রফুল্ল হইয়া ডাকিল, "আয় মণীশ" মৃন্ময়ী কিন্তু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, মণীশের এই অকবিজনোচিত বিদ্রূপে সে তাহার উপরে বিলক্ষণ চটিয়া উঠিত। তাহাদের কাব্য-সভা যে আজিকার মত ভাঙ্গিয়া গেল, তাহা বুঝিয়া এখনও মণীশের উপর চটিয়া উঠিল এবং "মা শীগ্‌গির ক'রে বাড়ী যেতে বলেছে প্রমোদ-দা, আমি আজ যাই,—" বলিয়া ত্বরিতপদে সে ঘর হইতে চলিয়া গেল। প্রমোদকে বারণেরও অবকাশ দিল না।

মণীশ তাহার ভাবটা বুঝিল,—একটু অপ্রস্তুত হইয়া চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল বটে, কিন্তু তখনি বিদ্রূপবাণকে আর একদিকে লক্ষ্য ধরিয়া নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়া উঠিল—"এই স্তাখ—অবিরত কাব্যচর্চ্চার ফল বোঝ। এই সব ক্ষুদের মেয়ে, তাদের সঙ্গে এই সব কাব্যি করে। তার ধাক্কা শেষে কোথায়

গিয়ে পৌঁছায় ছাখ্। বেচারা মিনু—তাকেও এমন ক'রে তুললি যে, শেষে আমায় দেখেও পালিয়ে যেতে হ'ল তাকে। ঠাট্টাটুকুও সইতে পারলে না! নাঃ—বিভ্রাট বাধালি দেখ্ছি তুই।"

মণীশের এই রহস্যে বিষম বিচলিত হইয়া উঠিয়া প্রমোদ প্রায় চেঁচাইয়াই ফেলিল—"আঃ! কি যে বকিস্ মণীশ—"

আর কি যে বকিস্! ভাবিস্ বুঝি, মণীশের কাছে কাব্যি করা কেবল ভস্মে ঘি ঢালা? আরে, এ ভস্মে ঘি ঢালা যে কত নিরাপদ্ তা ত বুঝিস্নে। চুঁ-চাঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করবে না, নিরাপত্তিতে যত খুসী ঢেলে যেতে পারিস্ ঢাল্। আর ঐ যে জলন্ত অগ্নিশিখারূপিণীরা, ওঁদেরই শিখার কাছে তোমার এই তরল কাব্য-গব্য ঢালা? ঠ্যালা সামলাও এইবার। নিজেরও মট্কা পর্য্যন্ত না এ শিখা পৌঁছে ওঠে। মেয়েটার মট্কা ভেঁা ধ'রে ব'সে আছে দিব্য চক্ষে দেখ্তে পাচ্ছি।"

প্রমোদের সমস্ত মুখখানা দেখিতে দেখিতে আরক্ত হইয়া উঠিল। নিস্পন্দভাবে সে মণীশের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ভাব দেখিয়া মণীশ আরও মজা পাইয়া গেল। ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—"তা অত ভয় পাচ্ছিস্ কেন? পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ফ্যাল্ তাহ'লে আর ও সব অশরীরী ব্যথাও ধরতে পারে না। মৃন্ময়ীরও তো বিয়ে হয়নি এখনও, আর যে রকম বুঝ্ছি—কি বলিস্, জ্যাঠাইমাকে বলি?"

"থাম্—থাম্ বল্ছি, নৈলে মার খেয়ে মরবি এইবার। রাস্কেল কোথাকার!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০—

প্রমোদ প্রহারের ভয় দেখাইয়া মনীশের মুখ বন্ধ করিল বটে, কিন্তু তাহার নিজের অন্তর অপ্রত্যাশিতভাবে প্রাপ্ত এই অভিনব উপভোগ্য বস্তুটুকুকে তো সহজে ত্যাগ করিতে রাজী হইল না। তাহার তরুণ কবি-প্রাণ নব-যৌবনের এই অপূর্ব্ব উন্মাদনা, এই বিচিত্র রসের অনুভবকে কাব্য-জগৎ হইতে নামিয়া সহসা নিজের মনের কাছে বাস্তব হইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া স্তব্ধ হইল বটে, কিন্তু প্রলুব্ধ হইতেও বেশীক্ষণ দেরী লাগিল না। মনীশ তাহার কানের ভিতর দিয়া ব্যঙ্গের মধ্যেও কি রস যে ঢালিয়া দিল—দেখিতে দেখিতে সেই রস প্রমোদের অন্তরেরও অন্তরে নামিয়া সহসা সেখানে একটি বিপ্লব বাধাইতে লাগিল। শতবার সে ভাবিল, "মনীশটা কি পাজী—ছি ছি, মিনু যে অনুর খেলার সাথী! ছোট বোনের মত। গল্প শুন্‌তে, কবিতা পড়্‌তে ভালবাসে, তাই আসে; সে কি আমাকে? ছি—ছি, এ হতেই পারে না। মনীশটার এটা নিছক্ ঠাট্টা।" কিন্তু মন নিঃশব্দে কেবলই কোন্ কোণায় বসিয়া বলিতে লাগিল, "এ কি এতই অসম্ভব? কেন—জগতে কি এ ঘটনা এতই অসঙ্গত? বরং এই-ই যে বেশী সম্ভব। ছোটবেলা হ'তে একসঙ্গে, শৈশবের সহচরী, কেন, চন্দ্রশেখর কি পড় নি? প্রতাপ-শৈবলিনী, নরেন্দ্র-হেমলতা, মাধবীকঙ্কণে।" স্বদেশের বিদেশের এমন কতই

নায়ক-নায়িকার কথা প্রমোদের মনে পড়িল। সন্দেহ হইতে আশা, আশা হইতে বিশ্বাস। ক্রমে প্রমোদের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল।

সে দিন দ্বিপ্রহরের অবসরে—যে সময়ে মৃন্ময়ী ঘড়ীর কাঁটার মতই নিয়মিতভাবে প্রমোদের কক্ষে উপস্থিত হয়, সে সময়টা যতই নিকটস্থ হইতে লাগিল, ততই প্রমোদের মনটা কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। একটা অকারণ লজ্জায় কান ও গালের কাছটা লাল হইয়া উঠিয়া ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল। তাহার এমনও মনে হইল যে, মৃন্ময়ী যদি না আসে তো ভাল হয়। কি করিয়া সে মৃন্ময়ীর সঙ্গে আজ কথা কহিবে? সেই বা না জানি কি বলিবে, কি করিবে। আঃ, সে যে বড় লজ্জার ব্যাপার; মিনু না আসিলেই ভাল।

এমনি ভাবিতে ভাবিতে সহসা এক সময় চকিত হইয়া দেখিল, সত্যই সে দিন মৃন্ময়ী আসিল না। দ্বিপ্রহর হইতে বৈকাল, বৈকাল হইতে সন্ধ্যা স্পষ্টই বুঝাইয়া দিল যে, সে দিন আর মৃন্ময়ীর আসিবার সম্ভাবনা নাই। বৈকালে সে দিন মণীশের সঙ্গে বাহির হইতেও প্রমোদের ভাল লাগিল না। বেড়াইতে ভাল লাগিতেছে না বলিয়া তাহার অনেক ঠাট্টা সহ্য করিয়াও প্রমোদ ঘরে পড়িয়া থাকিয়া সন্ধ্যাটা কাটাইয়া দিল। সমস্ত দিন সে ভাবিয়াছে, যেন মিনু না আসে; কিন্তু সন্ধ্যা হইতেই তাহার মন উল্টা কথা ভাবিতে লাগিল। কেন সে আসিল না? কেন? সত্যই কি তবে তাহার মনে কোন ভাবান্তর আসিয়াছে? সেই লজ্জায়ই কি মিনু আসিল না? মণীশের রসিকতাগুলাও কি সে তবে শুনিতে পাইয়াছে? মনে দুঃখবোধের অপেক্ষা কৌতূহলই যে তাহার

অধিক হইয়া উঠিতেছিল, তরুণ যুবা প্রমোদের ততখানি তথ্য-নির্ণয়ের বয়সও হয় নাই, মনও এই এক নূতন উপভোগ্য বস্তুর সন্ধান পাইয়া তাহাকে আর যেন ছাড়িতে চাহিতেছিল না।

দিন তিনেক পরে সহসা প্রমোদকে চমকিত করিয়া মৃন্ময়ী আসিয়া হাজির হইল। তাহার অপরিবর্ত্তিত হাস্যোজ্জ্বল মুখ ও বালিকা-সুলভ চাঞ্চল্য আজ যেন প্রমোদকে কিসের একটা গোপন আঘাত করিল! তাহা কোন বিষয়ের কিছু একটা নিরাশ কিংবা নিজের মনের কাছে নিজের লজ্জার আঘাত, কিসের এ ধাক্কা, তাহা প্রমোদ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। মৃন্ময়ীকে এরূপ ভাবে দেখিবার আশা যেন প্রমোদ করে নাই। তাই ত্রস্তে সে জিজ্ঞাসা করিল,—"আবার এলে যে মৃন্ময়ি?"

মৃন্ময়ী একটু আশ্চর্য্যভাবে বলিয়া উঠিল, "বাঃ—রোজই আস্‌ব না নাকি?"

প্রমোদ একটু স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, "এ ক'দিন যে এসনি?"

মৃন্ময়ী একটু যেন লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিল, "আসিনি।"

"তাই তো জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—কেন এসনি?"

"মা বারণ করেছিল যে।"

"কেন তিনি বারণ করেছিলেন?"

"আঃ—সে অত আমি বক্‌তে পারি না। এই ক'দিনে আর কি কি লিখ্‌লে প্রমোদ-দা দেখি?" বলিয়া মিনু টেবিলের উপরে প্রমোদের খাতা-পত্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

প্রমোদ তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "কাকীমা কেন

তোমায় আস্‌তে বারণ করেছিলেন, বল আগে, তবে অন্য কথা বলবো।"

"তাঁর যেমন শুধু শুধু বকুনি। কেবল বল্‌চেন, বড় হয়েছিস্‌, ভাল দেখায় না, অনু নেই, এখন কেন যাবি? বাঃ, দেখ তো, তাই ব'লে আমি আস্‌ব না নাকি?"

"আজ যে বড় আস্‌তে দিলেন?"

"আমি 'বকুল-ফুলদের' বাড়ী যাচ্চি ব'লে চ'লে এসেছি। এ দুদিন কাদের আস্‌বার কথা ছিল, তাই আসিনি, তাই ব'লে রোজই তাঁর কথা শুন্‌ব নাকি? কৈ প্রমোদ-দা—ক'টা কবিতা লিখেছ, দেখাও না!—আঃ, কি যে তুমি ভাব্‌ছ।"

ভাব্‌ছি মৃন্ময়ি, না, তুমি এরকম ক'রে আর এস না।"

"আস্‌ব না?"—মৃন্ময়ী যেন আশ্চর্য্যের চরম সীমায় উঠিয়া, দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইল, "কেন? বাঃ!"

"না, মা যা বলেছেন, হয় ত তাই-ই ঠিক্‌! তুমি এখন বড় হয়েছ। আমার কাছে তোমার এ রকমে—"

"কি যে তুমি বল প্রমোদ-দা,—বড় কে না হয়েছে? মেজদি বড় হন্‌নি—অনু বড় হয়নি? আমিই কি অনুর চেয়ে বয়সে বড় হয়েও কচি খুকী থাক্‌ব নাকি? কিন্তু তাতে কি?"

"তাতে কি, তাও কি তুমি এখনো বুঝ্‌তে শেখনি? না মিনু, এতে হয় ত তোমার পক্ষে ক্ষতি হবে, কাকীমা ঠিকই বলেছেন। তুমি আর এস না।"

মৃন্ময়ী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। প্রমোদ-দাদা এ কি বলিতেছে! তাহার ক্ষতি হইবে? ব্যাপার কি? লোকে নিন্দা করিবে, এই কথা কি? লোকের যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নাই—কেবল

তাহারা নিন্দাই করিতে জানে। কৈ, অনু প্রমোদের কাছে আসিলে কাহারো তো টুঁ-শব্দ করিবার মুখ নাই। মৃন্ময়ী পরের বাড়ীর মেয়ে বলিয়াই বুঝি এত কথা? লোকেরা আচ্ছা পাজী যা হোক্। তাই বলিয়া কি মৃন্ময়ী আর প্রমোদের কবিতা শুনিতেও পাইবে না? বাঃ! আর প্রমোদদাদাও তো খুব মানুষ; স্বচ্ছন্দে বলিতেছে, 'আর আসিও না।' বেশ লোক তো! ওর কবিতা না শুনিলে কি লোকের দিন যায় না? বেশ, না হয় আর নাই আসিব।"

দেখিতে দেখিতে অভিমানে মৃন্ময়ীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে ত্রস্তে প্রমোদের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইতেই প্রমোদ যেন আশ্চর্য্যের সহিতই বলিয়া উঠিল, "ও কি, কাঁদ্‌লি নাকি মিনু?"

"কাঁদ্‌তে আমার দায় পড়েছে, না দেখালে তোমার পদ্য—নেই—নেই, তার জন্য কাঁদ্‌ব বুঝি! বাঃ!" বলিয়া মিনু হাতের উল্টা পিঠে ত্বরিতে চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। প্রমোদ তাহাতে না ভুলিয়া একটু স্তব্ধভাবে থাকিয়া যেন নিজের মনেই বলিয়া উঠিল, "সত্যই তো, সবাই যে বল্‌ছে,—এ তবে অন্যায়! মিনু সত্যই কাঁদ্‌ল?"

"বা রে, কখন্ কাঁদ্‌লাম? তুমি শুদ্ধ ওরকম অন্যায় অন্যায় কর্‌বে যদি, যাও, আর সত্যিই আমি আস্‌ব না! অনুকে যদি তুমি 'আমার ঘরে আসিস্‌নে, আমার পদ্য পড়্‌তে পাবিনে' বল্‌তে, তবে দুঃখ হ'ত না! মানুষকে এ রকম বল্‌লে মানুষের কান্না পায় না?"

"তাই কি মিনু? মণীশ তবে কেন ও সব বল্‌লে? না না, তুমি ছেলেমানুষ, তাই হয় ত বুঝ্‌তে পাচ্ছ না; কিন্তু আমার

বোঝা উচিত। পাছে ভবিষ্যতে তোমার কোন ক্ষতি হ মৃন্ময়ি—"

এইবার মৃন্ময়ী কি যেন একটু বুঝিয়া সজোরে সবেগে "দূৎ' শব্দ করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। মৃন্ময়ীর এ শব্দটা বিরক্তির কিংব লজ্জার, তাহা বুঝিতে না পারিয়া প্রমোদ কেবল মূঢ়ের মত চাহিয় রহিল।

এক দিন, দুই দিন করিয়া সপ্তাহ কাটিয়া গেল, এ সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিতে মৃন্ময়ী আর প্রমোদের নিকটে আসিল না। সহসা একদিন প্রমোদ জানিতে পারিল, আগামী সপ্তাহেই মৃন্ময়ীর বিবাহ হইতেছে। পাত্রটি একটু বয়স্থ, দ্বিতীয় পক্ষ, সন্তানাদি কিছু নাই, অবস্থা ভাল। পিতৃহীনা কন্যার এমন ঘর-বর জোটাতে মৃন্ময়ীর আত্মীয়েরা আনন্দে অধীর হইয়া হিতৈষী বান্ধববর্গকে সুসংবাদ জানাইতেছিল।

মণীশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি হে নিরাশ অমুক—কবিতা-টবিতা লিখ্‌ছ কিছু? ও দিক্ থেকে কোন সাড়া-শব্দ পেলে? দেখ্‌ছ ত—সংসারে, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর সংসারে নভেলী প্রেমের বা কাজের কি রকম অপমৃত্যু ঘটে। এই জন্যেই তো তখন সাবধান করেছিলাম রে! যাক্, কবিতা লেখার খোরাক খুব জোটালি বটে! মন দিয়ে লেগে পড়্, দুটো খাতা অন্ততঃ ভরা চাই তো। এ ছাড়া এ প্রেমের আর সার্থকতা কি হ'তে পারে?"

প্রমোদ মণীশের ব্যঙ্গ-ভরা রহস্যে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "কেন, ধর—আমি যদি ওকে বিয়ে কর্‌তেই চাই? মা কালই বল্‌ছিলেন, কোথা থেকে সম্বন্ধ এসেছে, বিয়ে দেবেন নাকি শীগ্‌গির। বেশ, আমি যদি মৃন্ময়ীকেই বিয়ে কর্‌তে চাই?"

মণীশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "কবি হ'লে কি এমনই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয় কেউ তোর মত ? তোরা যে রাঢ়ী, আর ওরা বারেন্দ্র—তার হুঁস্ আছে ?"

প্রমোদ দ্বিগুণ উত্তেজিত হইয়া বলিল, হ'লোই বা রাঢ়ী! এখন তো আর পদ্মা পার হওয়া এত শক্ত নয় যে, বরেন্দ্রভূমির ব্রাহ্মণ রাঢ়দেশে আস্‌তে পারে না, তাই বিয়ে হ'তে পার্‌বে না ? যখন ও বাধা ছিল, তখনই না এ সব বন্ধনের সৃষ্টি।"

"কিন্তু সে বন্ধন যে এখন তখনকার সেই সুদুস্তরা পদ্মার চেয়েও দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে পড়েছে পাগল। তোমার আমার সাধ্য কি, সে বাধা অতিক্রম করা!"

কেন সাধ্য হবে না ? আমরা কি মানুষ নই ? যারা সমাজের এ সব কুনিয়ম ভাঙে, তারা কি একেবারে চতুর্ভুজ নাকি ? আমিই এর একটা দৃষ্টান্ত দেখাব না হয় তোদের দেশে।"

"সর্ব্বনাশ, এর চেয়ে যে কবি ছিলি, সে শতগুণে ভাল ছিল। হঠাৎ এই সমাজ-সংস্কারক হ'তে গিয়ে কি গণ্ডগোল—কি অশান্তি বাধাবি, তা তো জানি না। বল্‌ছি, এর চেয়ে কবিতায় মন দে। মনটায় যদি কিছু কাঁটা-খোঁচা বিঁধে থাকে—পরিষ্কার হয়ে যাবে, আত্মীয়-স্বজনেরও এই নতুন উৎপাতে অনিদ্রার সম্ভাবনা থাক্‌বে না।"

"দেখ্ মণী, আমার মনের এই সব কল্পনা—তা উদ্ভটই বলিস্ আর যাই বলিস্, তোরই মুখের হাসি-ঠাট্টার মধ্যেই তার ভাঙা-গড়া সবই চলেছে দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমার ওপর তোর প্রভাব দেখেও অবাক্ হচ্ছি আজ আমি। না, কবিতা লিখেই শুধু দিন কাটাব আমি, ভাবিস্‌নে। দেখি যদি এই কাজটা কর্‌তে পারি—

দেশের একটা মস্ত কাজ করা হবে। ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণেও এই শ্রেণী-বিভাগ, এতে আমাদের দেশে ক্ষতি বড় কম কর্‌ছে না।"

মণীশ একটু থামিয়া শেষে বলিল, "তা জানি, কিন্তু অসম্ভব প্রমোদ। পার্‌বি না—কেবল মাঝ হ'তে মা-বাপের সঙ্গে একটা মনোমালিন্য গ'ড়ে তুলে কি কর্‌তে কি ক'রে বস্‌বি। এ সব চেষ্টা যখন জাতের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা দশজনের ভেতর ঢুক্‌বে, তখনই এর সংস্কার সম্ভব। এখন এ আমাদের পণ্ডশ্রম;—বিশেষ এর ভেতর যখন প্রাণের কোন প্রেরণা নেই। এই সবই তোর এক একটা খেয়াল মাত্র। শুধু খেয়ালের বশে এত বড় ব্যাপারে হাত দিতে যাস্‌নে।"

তাহাদের তর্ক তুমুল হইয়া উঠিল। মূল কথা কোথায় পড়িয়া রহিল। তর্কের উদ্দাম স্রোতে উভয়ে ভাসিতে ভাসিতে কতদূর গিয়া পড়িত, বলা যায় না; প্রমোদের মাতা আসিয়া উভয়কে আহারের জন্য অনুযোগ করিয়া তাহাদের সে বাক্য-স্রোত ভাঙিয়া দিলেন এবং মণীশের প্রমুখাৎ তাহাদের তর্কের বিষয়ের মর্ম্ম অবগত হইয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তিনি আর বেশী কিছু না বলিয়া কেবল বলিলেন, "হ্যাঁ রে পাগ্‌লারা—আমাদের মতামতের কথা যদি ছেড়েই দিস্—যাদের মেয়ে, তাদের কথাও কি একবার ভাব্‌ছিস্‌ নে? তারা কেন রাজী হবে? যেখানে এ সব কাজ হয়, সেখানে ছেলে-মেয়েরা স্বাধীনভাবে নিজের মতামতে কাজ কর্‌বার বয়স আর শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে থাকে, তবে ত এ সব বাধা ভাঙ্‌তে পারে? তোরা না হয় নিজেকে সেই রকম ভাব্‌ছিস্‌, কিন্তু আমাদের ঘরের মেয়েরা যত দিন তেমন না হবে, তত দিন তো মা-বাপেরাই তাদের অভিভাবক থাক্‌বে, এই সব কচি মেয়ে—

কই বা এদের শিক্ষা-দীক্ষা—তোদের এ সব সমাজ-সংস্কারের এরা ঢালই বা কি? তারা কি তোদের মত মা-বাপের কথার ওপরে নজেদের মত দিতে পার্বে, না তাই তাদের মত কেউ নিতেই াবে? আমাদের এই মিনুর কথাই ধর্। অনুর চেয়ে না হয় য়সে কিছু বড়ই হবে, কিন্তু সে কি বল্বে যে—'আমার মা-বাপের দরকার নেই, আমি সমাজ-সংস্কার কর্ব—অমুককে বিয়ে ক'রে?' আজও যারা খোল বেড়ায়, গাল টিপ্লে দুধ বেরোয়, সেই সব মেয়েদের দ্বারা এ কি সম্ভব?"

প্রমোদ লজ্জিতভাবে নিরুত্তর রহিল, মণীশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা বল্বেন না জ্যাঠাইমা, আপনারা ভাবেন, গাল টিপ্লে দুধ বেরোয়, কিন্তু তারা এখন কাব্য বুঝ্তে খুব শিখেছে।"

"তবে কি তোরা বল্তে চাস্?"

প্রমোদ সবেগে বাধা দিয়া উঠিল, "আঃ, কি যে বলে মণী, ওর সবতাতে বথামি। না না মা—ওর কথা একটুও শুনো না। আমারই কেবল এটা মনে হয়েছে যে, রাঢ়ী-বারেন্দ্রে বিয়ে হয়ে আমাদের দেশের ব্রাহ্মণের মধ্যের এই ভেদটা উঠে গেলে খুব ভাল হ'ত; দেশের একটা মস্ত কাজ করা হ'ত। আমারও তো বিয়ে ব'লে ধুম ধর্ছ তোমরা। দাও না বাপু, আমার একটা কাজের মত কাজই কর্তে।"

"কোন্ বারেন্দ্র কি ব'লেছে, রাঢ়ীর সঙ্গে বিয়ে চালাবে?"

"তা বল্লে আর ভাবনা ছিল কি মা! দেশকে এইটা বলাবার চেষ্টা কর্তে হবে আমাদের। আর তোমাদেরও এ সম্বন্ধে আমাকে অনুমতি দিতে হবে যে, আমার এ রকম বিয়ে বাবা বা তুমি আপত্তি কর্তে পাবে না।"

আচ্ছা, আমাদের কথা পরে হবে, তুই আগে কোন মেয়ের বাপ মায়েদের রাজী কর্‌ত বাছা—দেখি।" বলিয়া জননী একটু রাগভরে প্রস্থান করিলেন।

মণীশ বলিল, "কিন্তু যার বিয়ে, তার মন নাই, পাড়াপড়সীর ঘুম নাই" হয় যদি শেষটা? বেচারা মিনু যদি সত্য সত্যই কেবল পড়া শোনার ঝোঁকেই—"

অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়া প্রমোদ বলিল, "আঃ—ও কথা ছেড়েই দে না। যে বড় একটা বিষয়ে মন দেওয়া গিয়েছে, সেই কথাটাই এখন আমি ভাবছি।"

"কিন্তু এ বিয়ে দিতে মিনুর মা রাজী তো হবেনই না। যাতে দেশের পুরুষরা সাহস ক'রে মাথা দিতে চায় না—তিনি বিধবা স্ত্রীলোক হয়ে কখনই তাতে এগুবেন না। মাঝে হতে ঐ মেয়েটার নামেই হয় ত পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে। সরল মেয়েটা সর্ব্বদাই তোর কাছে আস্‌ত। লোকে ভাব্‌বে—না জানি বিলিতী ব্যাপারই বা চলেছে।"

প্রমোদ গুম্ হইয়া ভাবিতে লাগিল।

ছি ছি—সে যে বড় বিশ্রী ব্যাপার দাঁড়াইবে। অন্য কোন উপলক্ষ ধরিয়া এইরূপ বিবাহের উপকারিতা সমাজকে বুঝাইলে কি চলিত না? মিনুর ও তাহার নাম ধরিয়া ইহার আন্দোলন বুঝি না তোলাই উচিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—•—

প্রমোদের ইতিকর্ত্তব্যতা ভাবিতে ভাবিতেই সে সপ্তাহ কাটিয়া গেল। মৃন্ময়ীর বিবাহের ভোজ খাইয়া আসিয়া মণীশ বলিল, "রাম বল, এইবার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌ল। শেষ পর্য্যন্ত আমার বুক টিপ্‌ টিপ্‌ কর্‌ছিল যে, পাছে তোর সমাজ-সংস্কার আবার জেগে ওঠে, পাছে তুই বরাসন থেকে বরকে চ্যালেঞ্জ ক'রে বসিস্‌, এস, আমার সঙ্গে ডুয়েল লড়। যে জিত্‌বে, সেই এ আসনে বস্‌বে। এইবার হার্ম্মোনিয়মটা আন্‌। গান ধরা যাক্—

তুমি সুখ যদি নাহি পাও—যাও সুখের সন্ধানে যাও
আমি তোমারে পেয়েছি—"

প্রমোদ একটা ধাক্কায় মণীশকে স্থানভ্রষ্ট করায় অকালেই মণীশের সঙ্গীতচর্চ্চা থামিয়া গেল। সে পড়িতে পড়িতে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কেবল বক্তৃতাটা মুলতুবী রাখিল,—"হায় হায়, নিত্‌বর সেজে বাসরে গিয়ে ঢুকে গানটা গাইলেও হ'ত।"

প্রমোদ রাগিয়া বলিল, "তোকে না মিনু, দাদা ব'লে ডাকে!"

"আর মশায়! আপনি?"

"তোর পায়ে পড়ি মণীশ, ছি, চুপ কর্‌। তুই-ই তো ঠাট্টা ক'রে ক'রে আমার মনে এ লজ্জাকর সন্দেহটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলি। তোরই দোষ।"

"আজ্ঞে, সে ভালই করেছিলাম। নৈলে যে কবিতা চালাচ্ছিলি, নেহাৎ বাঙ্গালীর ঘরের গো-বেচারা মেয়ে, তাই রক্ষা পেয়েছে। নিজেও একনিষ্ঠ শ্রোত্রী পাওয়ার আহ্লাদে কতদূর গিয়ে পড়্‌তিস্, তার ঠিক কি! এ ঠাট্টা না হয় আমার অপরাধ, কিন্তু সমাজ-সংস্কারটার ধুয়ো কে ধর্‌ছিল শুনি?"

প্রমোদ গম্ভীরমুখে বলিল, "মিনুর নাম নিয়ে তাই শেষে থেমে গেলাম, নৈলে এ কাজটা ঠাট্টার যোগ্য নয় মণীশ, এ কাজটা পার্‌লে কত বড় কাজ যে হ'ত, তা তুই যে না বুঝিস্, তা নয়। এখন এ প্রসঙ্গ ছাড়্ ভাই—ছিঃ!"

"আচ্ছা, তবে একটা কবিতাই না হয় লিখে ফ্যাল্, এ ভিন্ন আর তো কিছু কর্‌বার পথ দেখ্‌ছি না।"

প্রমোদ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তেমনি ভাবেই মৃদুস্বরে বলিল, "আমি তোকে আর একটা কথা বলি শোন্, তুই আমার কবিতা নিয়ে অত ঠাট্টা করিস্ না। কেন জানি না, এটা আমার বড্ড লাগে, এইটুকু জেনে রাখ্। আমার এই দুর্ব্বলতাটুকু তোকে আমি জানিয়ে রাখি আজ মণীশ, তুই এটা ধর্‌তে পারিস্ নে, কিন্তু ঐটুকু মেয়ে অনু, মিনু—ওরা তো বুঝ্‌তে পার্‌ত! তাই তোকে ডিঙ্গিয়ে ওদের কাছেই আমার অন্তরের এ নেশাটা ফুটবার জায়গা পেয়েছিল। তুই যদি না—"

প্রমোদের কথায় মণীশ একটু ব্যথা বোধ করিলেও সহসা হো হো শব্দে অপরিমিতভাবে হাসিয়া উঠিয়া সে প্রমোদের পিঠে সজোরে ধাক্কা দিল, "আরে ছ্যা ছ্যা—কবিরা কি সত্যই এত করুণার পাত্র? বন্ধুর ঠাট্টাও সইতে পারে না? বন্ধুতে বুঝি বন্ধুর লেখা নিয়ে ভাঁড়ের মতন 'কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ' কর্‌বে? ওর মধ্যে

এটুকু হাস্‌বার ফাঁক থাকবে—সেইটুকু নিয়ে তারাই তো অসঙ্কোচে উত্তম-মুত্তম্ কর্‌বে। বাইরের লোকের মত তারাও বুঝি 'আহা' ক'রে সকলের সাম্‌নে চোখ্ ওল্টাবে? এটুকুও যে না বোঝে, তার কবিত্বের কাঁথায় আগুন। তুই আবার কবি! তা হ'লে গাধাতেও কবিতা লিখ্‌বে এবার থেকে।"

প্রমোদ সলজ্জে বলিল, "তা ঠিক ভাখ্, তবু সব সময়ই কি ঠাট্টা চলে? কখনো একটু অনুভবের অংশী না হ'লে—"

"আবার গাধামি করে! অনুভব কি সকলের একরকম? চিরদিন দেখ্‌ছিস্‌ই তো, আমি অন্য ধাঁচার মানুষ। তাই ব'লে কি বন্ধুত্বটাও আমার মিছে? সে জোরেও কি আমি তোকে যা খুসী বল্‌ব না?"

প্রমোদ হার্ স্বীকার করিয়া নিয়া তর্কটা মিটাইয়া ফেলিল। অন্তরে যে একটু "তবু"র জের থাকিল, সেটুকুকে লইয়া আর কথা বাড়াইল না, কেন না, তর্কে সে পটু নয়। মণীশের নিকটে এ বিষয়ে সে চিরদিনই পরাজিত থাকে।

ইহার পরেও প্রমোদ যে কবিতা লিখিয়াছিল, তাহা আর কাহারও চক্ষে পড়ে নাই বা শ্রুতিগোচরও হয় নাই। অনু যদি কখনো চাহিয়া পাঠাইত তো উত্তর দিত, আর সে লেখে নাই। ভগ্নীপতি মিহিরও যদি মণীশের ধাঁচের লোক হয়? শ্রোতৃসম্বন্ধে তাহার এমনি ভয় জন্মিয়া গিয়াছিল।

ছুটী ফুরাইলে যে দিন প্রমোদ কলিকাতা রওনা হইবে, সে দিন সহসা সে দেখিল, বস্ত্রালঙ্কার-সজ্জিতা মৃন্ময়ী তাহার মাতাকে প্রণাম করিতেছে। মাতা অজস্র আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া শেষে বলিলেন, "মা গো, বিয়ের কনে মেয়েকে এক মাস পরে

পাঠালে। তাদের না হয় ঘরে কেউ নেই—কচি মেয়ে, তা [illegible] মনে রাখ্‌তে হবে।"

মৃন্ময়ী হাসিয়া মুখ নীচু করিল। মাতা বলিলেন, "তোর দাদাকে প্রণাম কর্‌লি না মিনু?"

প্রমোদ বুঝিল, প্রণাম করিতে মৃন্ময়ীর লজ্জা করিতেছিল, এইবার জ্যাঠাইমা কর্তৃক আদিষ্ট হওয়ায় খুসী হইয়া ঢিপ্‌ করিয়া প্রমোদের পায়ের গোড়ায় মাথা ঠুকিল। প্রমোদের কিন্তু তাহার দিকে চাহিতেও লজ্জা করিতেছিল। একটা কথা না কহিলে নয়, তাই গলা ঝাড়িয়া বলিল, "ভাল আছিস্?"

"হ্যাঁ!"

তার পরে প্রমোদের মাতার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "অনু কবে আস্‌বে জ্যাঠাইমা?"

"এখনি কি পাঠাবে বাছা—এই তো সবে মাস দেড়েক গেছে, পুজোয় পাঠায় তো ভাল। দেখ্‌লিই তো বাছা নিজেকে দিয়ে। আমার বেয়ান খুব ভালমানুষ, ছেলে মানুষ ব'লে বেশী জেদ্‌ করে না। কিন্তু তারও তো ঐ একটি বৌ, আমারও তো বুঝ্‌তে হবে।"

"নাও মা, তোমার সব আমসত্ব, আচারের হাঁড়ী বাঁধা হ'ল তো? আর বোঝা বাড়িও না মা, দোহাই।"

"এ আর কতটুকু ক'রে দিলাম বাছা? দুই ভাইয়ে খাবি। খানিকটা ভাল ঘি দিচ্চি—কল্‌কাতায় কি এমন ঘি পাতে খেতে পাস্?"

"সর্ব্বনাশ, রক্ষা কর মা। ভাখ তো, মেজদা শ্বশুরবাড়ী যাবার অছিলায় আগে পালিয়ে আমার ঘাড়ে এই গন্ধমাদন একা চাপিয়ে দিলে।"

"তুমি কি আজই কল্‌কাতায় যাচ্ছ প্রমোদ-দাদা ?"

"হ্যাঁ রে।"

"তুমি—তুমি আর কতগুলো পদ্য লিখেছ, প্রমোদ-দা ?"

আবার সেই কথা। প্রমোদ রুদ্ধশ্বাসে "একটাও না" বলিয়া ত্রস্তে সে ঘর হইতে পলাইল। মাতা বলিলেন, "আর কি খেলা-ধুলো কর্‌তে পাবে বাছারা ? এ বছরটা তো আর নিশ্বাস ফেল্‌তে পাবে না। একজামিন্‌টা দেওয়া হোক্—আমিও এর মধ্যে দু'চার জায়গায় ক'নে দেখি। প্রমোদের বিয়েটা দিতে পার্‌লেই নিশ্চিন্তি হই। তিনটি বৌ নিয়ে মনিষ্যি-জন্মের সাধ মেটাই দু'দিন।"

নূতন বধূ আমদানীর প্রস্তাবে, মৃন্ময়ী জ্যাঠাইমার নিকটে কিছুক্ষণের মত বসিয়া গেল এবং প্রমোদ-দাদার ইতিমধ্যে কোন সম্বন্ধ আসিয়াছে কি না, কোন্ মেয়েটি কেমন, ইত্যাদি গুরুতর বিষয় লইয়া আলোচনা বাধাইয়া দিল। প্রমোদ-দাদার কবিতার কথা আর তাহার মনে আসিল না। জ্যেঠাইমার মুখের অভিজ্ঞতা লইয়া, অনুকে জানাইয়া, নূতন খবরে মিনু তাহাকে কেমন খুসী করিয়া তুলিবে, সেই ভাবনাতেই সে তখন ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

* * * *

মিনুর বিবাহের সংবাদে এবং তাহাদের ছোট-দা'র বিবাহ-সম্ভাবনার সংবাদে অনু দিন গণিতেছিল। কবে পূজার সময় আসিবে, সে সেখানে যাইতে পাইবে। সেই পূজাও ক্রমে নিকটতর হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু শাশুড়ী এবার বলিয়া বসিলেন, "এবার বৌমা, তোমায় এখানে থাকতে হবে। প্রতিবারই তো বাপের বাড়ী যাও—এবার থাক।"

বৌমা ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "ছোট-দা যে বাড়ী যাবেন।"

"এলেন-ই বা! :বাড়ীর পুজো তুমি একবারও ছাখ না, তোমার মাকে লিখে দাও, এবার তুমি আমার কাছে থাকবে।"

অনু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, উঠিয়া পান সাজিতে গেল। বধূর মলিন মুখ দেখিয়া শ্বাশুড়ী একটু ব্যথিত হইলেন। বৌকে তিনি এতদিন ইচ্ছামত বাপের বাড়ী যাইতে দিতেন। একটি বৌ বলিয়া তাঁহার প্রশ্রয়ের অন্ত ছিল না। অনুও শ্বাশুড়ীকে শ্বাশুড়ীর মত না দেখিয়া, তাঁহার কাছে আবদার করিতে ত্রুটি করিত না। শ্বাশুড়ীও দু'একবার আপত্তি করিয়া শেষে নিজের মত পরিত্যাগ করিতেন। তাই পূজা ও গ্রীষ্মের সময়ে অনু প্রতিবারই বাপের বাড়ী যাইতে পাইত। যত দিন তাহার ছোট-দা থাকিত, তত দিন সে আসিত না; কিন্তু ছোট-দা না থাকিলে আর তাহার আপত্তি থাকিত না, স্বামী আনিতে চাহিলেই মৌন-সম্মতি জানাইত। এবারে অনিবার্য্য কারণে মেজ-দাদার বিবাহের পরই তাহাকে শ্বশুরবাড়ী আসিতে হইয়াছে—তাই তাহার আশা ছিল, পূজায় নিশ্চয়ই যাইতে পাইবে।

ব্যথিত ভাব দেখিয়া পরদিন শ্বাশুড়ী বলিলেন, "তোমার ছোট-দাদাকে লিখে দাও না—এবারে পূজোয় সে যেন এখানে আসে। আমিও কখনো দেখিনি, দেখ্তে ইচ্ছে করে তাদের।"

অনু মহানন্দে গিয়া তখনি প্রমোদকে পত্র লিখিল। চার পাঁচ দিন পরে উত্তর আসিল, প্রমোদ লিখিয়াছে—"এবার আমাদের এক্জামিন, আমি অনার নিয়েছি, জানিস্ কি? এবার তো আমি বাড়ী যাব না অনু, তাই তোর কাছে যেতে পার্‌লাম না, লক্ষ্মী বোন্‌টি, দুঃখ ক'র না। এর পরে যাব। মেজ-দা দিন কয়েকের

বৃন্ত শ্বশুরবাড়ী গেলেন, তিনিও বোধ হয়, বাড়ী যেতে পারবেন না।" ইত্যাদি।

অনু দুঃখিতভাবে শাশুড়ীকে খবর জানাইল। শাশুড়ী বলিলেন, "এলে বেশ হ'ত, একবার দেখতুম। তা হ'লে তুমিও এবার এখানেই থাক, কেমন?" ঘাড় নাড়িয়া অনু সম্মতি জানাইল।

স্বামী মিহির এ খবর জানিয়া হাসিতে হাসিতে অনুকে পরিহাস করিয়া বলিল, "কারও সর্ব্বনাশ, কারও পৌষমাস, না অনু? একজনের যা আমার ওপর রাগ হচ্চে, সে আমি মনে মনেই বুঝ্ছি।"

অনু সলজ্জে বলিল, "বা—রে, আমি কখন্ রাগ কর্‌লাম?"

"তবে মুখ অত ভার ভার কেন রাতদিন, শুনি? আমার হাসি-মুখ দেখেই নয় কি?"

'যাও' বলিয়া অনু রাগ করিয়া চলিয়া যায়, মিহির তাহাকে আট্‌কাইয়া ফেলিয়া বলিল, "এক জনের ছোট-দা এল না, সে কি আমার দোষে, না তার বাপের বাড়ী যাওয়া হ'ল না, আমার অপরাধে? তবে তার—আমার ওপর এত অবিচার কেন, শুনি?"

"বাঃ, কি কর্‌লাম আমি? যত মিছে কথা" বলিতে বলিতে অনুর স্বর গাঢ় হইয়া আসিল, এবং দেখিতে দেখিতে চোখের কোণ চক্-চক্ করিয়া উঠিল।

মিহির ব্যস্ত হইয়া তাহার পথ মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল, "না না, আমার ঘাট হয়েছে, আর কিছু বল্‌ব না আমি, দোহাই তোমার, কেঁদো না।"

বলিতে বলিতে মিহির চাহিয়া দেখিল, অনুর চোখের কোণে

সঞ্চিত সে উজ্জ্বলতাটুকু ছোট্ট একটি ধারার আকারে গড়াইয়া পড়িয়াছে। ধরা পড়িয়া অনু ছুটিয়া পলাইয়া যায়—ব্যথিতস্বরে মিহির ডাকিল, "অনু—অনু !"

অনু পলাইয়া গেল বটে, কিন্তু স্বামীর সেই বিষণ্ণ স্নেহ-স্বরটি তাহার বাল-ভাবমাখা কিশোর মনের উপর তরুণ রবিকর-রেখার মত ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল, সে এবারে পূজায় মিহিরের কাছে আছে বলিয়া, তাহার আনন্দের পাত্র যেন কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার মন যে এ সময়ে চিরদিনের অভ্যস্ত মা-বাপের কোল, ভাই-বোনের সঙ্গের অভাব বোধ করিতেছে, এজন্য সে মিহিরের নিকটে লজ্জাও বোধ করিল। আবার মিহিরের আনন্দ-রশ্মি ধীরে ধীরে তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া সেখানে তাহার অজ্ঞাতে কেমন একটা সুখের আভাবও আনিয়া দিল।

পূজা কাটিয়া গেল ; হেমন্তও শেষ হয়। অনুর মাতা কন্যার জন্য অধীর হইয়া পুনঃ পুনঃ পত্র দিতেছিলেন ; কিন্তু বধূর কোন উচ্চ-বাচ্য না দেখিয়া, খাশুড়ী সে কথা গায়ে মাখিলেন না। অগত্যা অনুর মাতাকে চুপ করিতে হইয়াছে। মিহিরের স্ফূর্ত্তির সীমা নাই, বিবাহের পর এতদিন ধরিয়া অনু তাহার নিকটে কখনও থাকে নাই। কিশোর মিহিরও এখন যুবা-পদবীতে দাঁড়াইয়াছিল, অনুরও বালিকা-ভাবটা ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, সেও এখন আর বিষণ্ণ নয়। কিন্তু তবুও গাড়ীর গড়-গড় শব্দে সে চমকিয়া উঠিত।

সহসা সত্য সত্যই একদিন প্রমোদ আসিয়া উপস্থিত হইল। দু'তিন দিন পরে খাশুড়ীর পায়ে প্রণাম করিয়া অনু প্রমোদের

হাত ধরিয়া হাসি-মুখে গিয়া গাড়ীতে উঠিল। কিন্তু সমস্ত পথটা বাড়ীর বারান্দার রেলিঙের উপরে যে একখানা মুখ হাসি-হাসি অথচ ম্লানভাবে দাঁড়াইয়া আছে দেখা গিয়াছিল, তাহারই কথা বারে বারে মনে আসিয়া অনুকে অন্যমনস্ক করিয়া দিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনু এবারে সাত আট মাস পরে বাপের বাড়ী আসিয়া অনেক পরিবর্ত্তন দেখিল। বধূদ্বয়ের উপর গৃহিণীপণার ভার ছাড়িয়া দিয়া, তাহাদের বড় ভ্রাতার ছেলেটিকে লইয়াই তাহার মাতা বেশীর ভাগ সময় কাটান্। পিতা স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য আর এখন কিছুই দেখেন না, কবিরাজী ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইয়াছেন। জ্যেষ্ঠপুত্র বিনোদই এখন সংসারে কর্ত্তার পদ লইয়াছেন। বাড়ীর আশ্রিত আত্মীয়স্বজনবর্গের মধ্যেও যেন কেমন একটু ভাবান্তর অনু লক্ষ্য করিল। তাহারা যেন আগামী ভবিষ্যতের ছবি সম্মুখে দেখিতে পাইয়া এখন হইতেই নবীন কর্ত্তা-গৃহিণীদের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছে। তাহার ক্রীড়ার সহচরী মিনু—সেখানে তো একেবারে বিষম ভাবান্তর। এতদিন বিবাহ হইয়াও অনু যতখানি নারীত্ব লাভ না করিয়াছে, মৃন্ময়ী এই কয় মাসে তাহার তিনগুণ উঁচাইয়া গিয়াছে। প্রমোদেরও সম্মুখে সে এখন বাহির হইতে

একান্ত কুণ্ঠিত। শ্বশুরবাড়ীতেই প্রায় থাকে, মাত্র অনুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই অনেক চেষ্টায় সামান্য কয় দিনের জন্য সে আসিয়াছে।

সকলের অপেক্ষা পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার ছোট্দাদার—প্রমোদের। তাহার কবিতার খাতা যে কোথায় গিয়াছে, অনু তাহার সন্ধানই করিতে পারিল না। মণীশ-প্রমোদের নূতন ধরণের অনর্গল বাদ-বিতণ্ডা কানে আসিয়া পাশের ঘরেও তাহাকে দিন দিন বিমূঢ় করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহাদের তিন ভাগ কথা অনু বুঝিতেই পারে না। মিনু-দি'কে নিজের অপেক্ষা অনেকখানি পণ্ডিত বলিয়াই অনুর ধারণা ছিল, সেই মিনু-দিও এখানে প্রায়ঃ তাহারই মত অবস্থাপন্ন হইয়া গেল। তবে তাহার বুদ্ধি বেশী, ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "প্রমোদ-দা এখন খুব বেশী বেশী পড়্ছেন ভাই, এখনও কি আর তখনকার মত কবিতা লিখে দিন কাটাবেন? মাসিক পত্রে সব দেখ্তে পাস্নে; এই রকম সব কথা অনেক বড় বড় লেখা থাকে; তার নাম প্রবন্ধ! প্রমোদ-দা বোধ হয়, এখন সেই সব লেখেন, ও সব কি আর আমরা বুঝ্তে পারি?"

অনু কয়েকখানা মাসিক পত্রও জোগাড় করিয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রমোদের স্বাক্ষরে কয়েকটা রচনা পাইয়া সাগ্রহে পাঠ করিতে গিয়া দেখিয়াছে, তাহাদের নামগুলাও ঐরূপ কিম্ভূত-কিমাকার। "দেশাচার ও ধর্ম্ম," "জাতির-উন্নতি," "সমাজ-বন্ধন," ইত্যাদি। নামেই তাহা যে তাহার একেবারেই অপাঠ্য, তাহা অনু বুঝিতে পারিয়া, মিনু-দি'র জন্য রাখিয়া দিয়াছিল। আশা ছিল, সে হয় ত কিছু সারোদ্ধার করিয়া তাহাকে শুনাইবে;

কিন্তু এক্ষণে সে সম্বন্ধেও হতাশ হইয়া গেল। তথাপি অনেকদিন পরে বাপের বাড়ী আসিয়া অনুর দিনগুলা আনন্দভরা অবসরের মধ্যেই কাটিয়া যাইতেছিল। সঙ্গিনীদের সহিত দেখা করা, তাহাদের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীর—স্বামীর শতবার কথিত কথাগুলা নূতন করিয়া গল্প করা, সখীদের সহিত সকালে-বিকালে ঘাটে যাওয়া, মায়ের কাছে আব্দার, ছোট-দাদার ঘর গোছানো, তার পরে মিনুর সঙ্গ, ইহাতেই তাহার দিনরাত্রি এমনভাবে চলিয়া যাইতেছিল যে, সে ঠিক সময়মত মিহিরের পত্রের উত্তরও দিয়া উঠিতে পারে না। সেজন্য মিহির একটু বেশী রকম অভিমান করায়, অনু অদ্য দ্বি-প্রহরের সুযোগে, কতকগুলা কাগজ ও লেফাফা, দুইটা দোয়াত, গোটা দুই-তিন কলম ও একখানা বৃহদাকার পুস্তক লইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিয়াছে।

বাঙালীর ঘরের পনের বছরের মেয়ে—কি বলিয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে হয়, সঙ্গিনীদের কল্যাণে বিবাহের পরেই কোন দিন শিখিয়া লইয়াছে; কিন্তু অনু সে সব কখনো কাজে খাটাইতে পারে নাই। তাই "শ্রীচরেণেষু" পাঠ লিখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। এ পাঠে মিহিরের স্নিগ্ধ-কৃত্রিম ক্রোধগুলাও যে তাহার মনে না পড়িতেছিল, তাহা নয়। আপনার মনেই সলজ্জ হাসিতে ওষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া অনু লিখিয়া চলিল, "আপনার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় উত্তর দিতে দেরী হইল—সেজন্য—" (অনু জানিত, পত্র লেখার ইহাই সনাতন রীতি)

সহসা মৃন্ময়ীকে সমাগতা দেখিয়া অনু ত্রস্তে কাগজখানা বইয়ের ভিতর চাপা দিল, এবং সেদিনের মত পত্র লেখা বন্ধ করিয়া মিনুর সহিত গল্পে ভোর হইয়া পড়িল। ছোরো

মিহিরের অদৃষ্টে এরূপ বিঘ্ন প্রায়ই ঘটিত। মিনুর একটি খবরে অমু অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। আজ উভয়ে মাতার নিকটে জানাইবে যে, মিনুর শ্বশুরবাড়ীর নিকটে একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে আছে। তাহাদেরই স্ব-ঘর, প্রমোদের সহিত মেয়েটির বিবাহ হইলে খুব ভাল হয়। বড় ভাল মেয়ে, তবে দোষের মধ্যে গরীবের মেয়ে, এবং মাতৃহীনা; কিন্তু এমন মেয়ে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রাম্য-সুবাদে মেয়েটি মিনুর ননদ-স্থানীয়া, তাই মৃন্ময়ীর এত আগ্রহ।

মাতা সমস্ত শুনিয়া সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, "সাম্‌নে একজামিন্, এ বছর তো রাজী হবেই না, বুঝ্‌তে পার্‌ছি—"

"বেশ তো জ্যাঠাইমা—না হয়; বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠেই হবে, তখন তো একজামিন্ হয়ে যাবে।"

"পাশ হয়—না হয়, না দেখে সেই আষাঢ় নৈলে কি কথাই দেবে?"

"প্রমোদ-দা আবার পাশ হবে না? কি যে বলেন বাপু! আপনার মত আছে তো? তা হ'লেই সম্ভব!"

"আমার মতে কি হবে? দাঁড়া বাছা, প্রমোদ কি বলে, আগে শুনি, তার পরে বল্‌ব।"

মাতা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ছেলে তো যাহা বলিল, তাহাতে তাঁহার কাঁদিয়া উঠিবারই কথা; কিন্তু মণীশ তাঁহাকে চোখ টিপিয়া আশ্বাস দিল এবং অন্তরালে লইয়া গিয়া বুঝাইয়া দিল, "এখন ও সব কথা ওকে বল্‌বেন না। পছন্দ-মত মেয়ে পান, ঠিক ক'রে রাখুন, পাশ তো ও নিশ্চয়ই হবে—তার পরে একেবারে বিয়ে আরম্ভ ক'রে দেওয়া যাবে। আগে হ'তে

ব'লে ব'লে ওর মাথা খারাপ ক'র্‌বেন না। বেশী উত্তেজিত হ'লে, চাই কি বিয়ের বিঘ্নও ঘটাতে পার্‌বে—এখন ও কথা থাক্।"

অগত্যা মাতা নিরস্ত হইলেন—কিন্তু মৃন্ময়ীকে নিজের মতামত কিছুই বলিলেন না। ছয় মাস পরে দেখা যাইবে, এইটুকুমাত্র ভরসা দিলেন।

পনের' দিন না যাইতে সুখের সংসারে শোকের করাল-ছায়া পড়িল। কর্ত্তার শরীর ভগ্নই হইয়াছিল—সহসা নিউমোনিয়ার আক্রমণে তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসা-যত্ন কিছুরই ক্রটী হইল না; কিন্তু কিছুতেই কালের আক্রমণ ব্যর্থ হইল না। কয়েকদিন মাত্র ভুগিয়াই তিনি সেই চির-নিত্য অনন্ত-রহস্যের অন্ধকারে মিশাইয়া গেলেন।

ক্রমে শ্রাদ্ধ-শান্তিও চুকিয়া গেল। জ্যেষ্ঠ বিনোদই সকল বিষয়ের-ই কর্ত্তা হইয়াছিল। কুমুদ ও তাহার সহকারী হইল। প্রমোদ কিন্তু কোন' দিকে দৃক্‌পাত বা মনোযোগমাত্র না দিয়া, তাহার সমস্ত শক্তি কেবল মাতার সান্ত্বনার্থেই প্রয়োগ করিত।

সংসার যেমন চলে, তেমনি চলিতে লাগিল। তাহার কিছু তো বর্ণব্যত্যয় ঘটিবার জো নাই। শোকার্ত্তদের মনে কিছুদিন সে রং ধরে না বটে, কিন্তু কাল পরম ভেষজ, সে ক্ষত পূরিতেই বা তাহার কয়দিন লাগে?

মাতাই একদিন বলিলেন, "প্রমু, তোরও না এবার একজামিন্?" পুত্র নত-মস্তকে রহিল, উত্তর দিল না। মাতা একটু ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, "হাঁ—তাই-ই তো—তবে এমন ক'রে কেবল আমার কাছেই কেন সময় নষ্ট করিস্?"

"থাক্—এবার একজামিন্ দেব না।"

মাতা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কেন ?"

"তা' হ'লে তোমার কাছে কে থাক্‌বে, মা ?"

পুত্রের গম্ভীর-নৈরাশ্যময় মুখ দেখিয়া মাতার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তা'বলে কি আমার জন্যে ভবিষ্যৎ নষ্ট করবি তুই ? কুমু কল্‌কাতা যাবে শীগ্‌গির শুনছি, তুই কেন এমন ক'রে দিন কাটাচ্ছিস্ প্রমু ! তুইও যা।"

প্রমোদ নত-নেত্রে বলিল, "না—মা।"

"অনুর শাশুড়ীকে লিখে দে, এখন যেন না নিয়ে যায়, অনু আমার কাছে থাক্‌বে। মনোর তো থাক্‌লে চল্‌বে না—তাকে শীগ্‌গিরই যেতে হবে। তুই যতদিন না আসিস্, অনু আমার কাছে থাক্‌বে, আর বৌমা-রা আছে,—ননী—"

"তারা যা তোমায় দেখ্‌ছে, সেই ভরসায় তোমায় রেখে গেলেই হয়েছে আর কি! ননীকে তো একবারও আস্‌তে দেখি না। তবে অনু থাকে যদি, তবুও যাহোক্ হবে।"

প্রমোদের কথায় কুণ্ঠিত হইয়া মাতা বলিলেন, "দেখ্‌বে বৈকি, সব ছেলেমানুষ, মাথায় সংসার পড়েছে,—তাই। আর ননী— সেও কি একটা মানুষের মধ্যে গণ্য রে ! কচি ছেলে—"

"যাক্ মা, ও কথা, কিন্তু বল, তুমি এমন ক'রে থাক্‌বে না— আগের মত আবার হবে ?—তবেই আমি যাব।"

মাতা কষ্টে অশ্রুদমন করিয়া বলিলেন, "আগের মত প্রমু ?— ওরে, আগের মত আমি—"

"ও মা—আমি তা বলিনি মা,—আগের মত তুমি কি আছ, যে তাই হবে ? আমি কি দেখ্‌ছি না—বুঝ্‌ছি না—যাক্ আবার

কি বল্‌ছি। বল্‌ছি এই মা—যে তুমি যদি ওঠো—বেড়াও—কথা কও—খাও-দাও—তবেই আমি কল্‌কাতায় যেতে পারি।"

পুত্রের মস্তক ক্রোড়ের উপর টানিয়া লইয়া মাতা বলিলেন, "সবই তো কর্‌ছি—কর্‌ব ধন, তার জন্য মিছে ভেবো না। তুমি যাও,—এক্‌জামিন্‌ দিয়ে এস। তুই যে সকলের মত ন'স্‌ তাই—তোর জন্যেই যে আমার বেশী ভয় করে। আমার জন্যেও তুই তোর জীবনকে পাছে একদিনও অবহেলা করিস্‌, সে যে আমার সইবে না।"

মণীশও প্রমোদকে বুঝাইল যে, জীবন তাহার ঈপ্সিত। সে তো—এমন দুর্ব্বল হইলে চলিবে না। তাহা হইলে যে তাহার আগাগোড়াই ভুয়া হইয়া যাইবে। তাহাকে শীঘ্রই কাজে মন দিতে হইবে।

তাহাই হইল। মাস-খানেক পরে মাতার ভার অনুকে দিয়া প্রমোদ কলিকাতা যাত্রা করিল। কুমুদ আগেই চলিয়া গিয়াছিল। ভ্রাতা ও বধূদিগের উপরে প্রমোদের এই নির্ভর হীনতাও তাহাদের সংসারে একটা আলোচ্য বিষয় হইয়া গেল। মাতা ব্যথিত হইলেন মাত্র, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। বলিবার উপায় ও তো ছিল না। প্রমোদ মাতার সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মনোযোগ দিবার কথা লিখিয়া কিছু গঞ্জনা ও মেজো ভাইয়ের নিকটে কতকগুলি তিরস্কার লাভ করিয়া এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব হইয়া গেল। সকল দিক্‌ হইতে মনকে টানিয়া লইয়া তখন সে পরীক্ষার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল।

এক্‌জামিন্‌ দিয়াই প্রমোদ বুঝিল—সে কৃতকার্য্য হইবে। এক্‌জামিন্‌ শেষ হওয়ার পরে একদিন সে বাড়ী গিয়া মাতৃচরণে

প্রণাম করিল। কুমুদ তাহার দু'চার দিন পরে গেল। উভয়কে ক্রোড়ে লইয়া মাতা স্নেহাশ্রু বর্ষণ করিলেন।

মিহির আসিয়াছিল। সময় বুঝিয়া একদিন প্রমোদকে বলিল, "ভাই, মা অনুর জন্য—" প্রমোদ আর তাহার কথা সমাপ্ত হইতে দিল না—"হ্যাঁ ভাই, এইবার অনুকে নিয়ে যাও।"

মাতা ও ভ্রাতাদের পায়ে প্রণাম করিয়া অশ্রু-বর্ষণ করিতে করিতে অনু মিহিরের সহিত চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরীক্ষার ফল বাহির হইল। প্রমোদ, বিজ্ঞানে সম্মানের সহিত পাশ হইয়াছে। কুমুদ অনার রাখিতে পারে নাই, সাধারণ ভাবে পাশ হইয়াছে মাত্র। প্রমোদ অনুভব করিল, তাহাদের সংসারের হাওয়া, ইহাতেও যেন একটু উষ্ণ হইয়া উঠিল। মাতা ক্ষুব্ধা মনঃপীড়িতা হইয়া নিঃশব্দে রহিলেন। প্রমোদ হাসিল মাত্র।

কুমুদ পন্থান্তর ধরিয়া শীঘ্র গণ্যমান্য হইবার চেষ্টায় ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। মণীশ প্রমোদকে বলিল, "তুমি এখন কি করবে। ল—এম-এ, কোন্ পথে যাবে?"

প্রমোদ বলিল, "তুমি তো আমার সবই জান, যুক্তি দাও দেখি, কোন্ পথে যাই? ল—পাশ ক'রে উকীল বা হাকিম হওয়াই

আমার জরুরী দরকার—না, প্রফেসর-প্রিন্সিপলের পথই আমার অনুসরণীয় ?"

মণীশ একটু রাগের সহিত উত্তর দিল, "দেশের কাজ—দশের কাজ ক'র্‌বে ব'লে যে পাগল হচ্ছ ; উকীল, হাকিম বা প্রফেসর্‌ প্রিন্সিপল্‌রা কি মানুষই নন্‌ ? তাঁরা চাকরী করেন ব'লে কি দেশের—দশের কাজ কর্‌তেই পারেন না ! তোমার মত কেবল কল্পনা-সর্ব্বস্ব উড়ো কবিরা বাক্যের চোটেই সে সব এক চেটে ক'রে নিয়ে আছেন, বল্‌তে চাও কি ?

"বাক্‌-সর্ব্বস্ব' বল্‌তে পার, তা'বলে কবি এখন আর বলতে পার কি ? অতি অকবির দলেই যে এখন নাম লিখিয়ে ফেলেছি মণীশ !"

"তাই তো দেখ্‌ছি। ভেবেছিলাম, এ ঝোঁক্‌ও বুঝি দিন কতকেই সেরে যাবে, কিন্তু এ যে বাড়্‌তেই চলেছে ; এর চেয়ে কবি ছিলি, সে যে ছিল ভাল। কি কুক্ষণেই সমাজ-সংস্কারের ধুয়ো তোর মাথায় ঢুকেছিল। নিজের সমাজ থেকে এখন দেশের দশের উন্নতি উন্নতি ক'রে যে রকম দিন দিন ক্ষেপে উঠ্‌ছিস্‌—আমার তো ভয়ই লাগ্‌ছে এক এক সময়।"

প্রমোদ গম্ভীর মুখে বলিল, "ভয় কিসের ? এ রোগও আমার দুদিনেই সেরে যাবে, জানিস্‌ই তো। যাকে তুই কুক্ষণ বল্‌লি, তাকে আমি এখন জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুক্ষণ বলেই মনে করি। আশীর্ব্বাদ কর্‌, যেন দিন দিন আমার এ ক্ষেপে ওঠা বেড়েই চলে।"

মণীশও তেমনি গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, "কিন্তু তবু সবই ধীরে প্রমোদ, আগে স্ব-প্রতিষ্ঠা ক'রে তবে আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণীদের বড় কাজে হাত দিতে হয়, বড় ইচ্ছা ধর্‌তে হয়। নৈলে নিজের

অন্তরের দৈন্যে এ সব পাকা ইমারতও ভেঙে পড়ে, এটা মনে রাখিস্।”

প্রমোদ এ আলোচনাটা বাদ দিবার চেষ্টায় বলিল, “থাক্, বিজ্ঞানে অনার নিয়ে আমি দেখ্‌ছি ভাল করিনি। এ দেশে এর কতটুকু চর্চ্চা ক’রে উন্নতি কর্‌তে পার্‌ব? আমি আমার এই মাকে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে দূরদেশে আর তো যেতে পার্‌ব না। তাই তোকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, আমার মনের ভাব সব তো জানিস্—বল্ এখন আমি কোন্ পথ ধরি?”

কয়েক দিনের মধ্যেই প্রমোদ তাহার জীবনকে আর এক নূতন পথে চালিত করিয়া ফেলিল। পল্লীগ্রামে তখন ম্যালেরিয়ার দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। দরিদ্র-পল্লীবাসী তাহার কোন প্রতিকারও করিতে পারিতেছে না। না পায় তারা পথ্য, না আছে ঔষধ—বলকর পুষ্টিকর আহারেরও তাদের সঙ্গতি নাই। তাহারা কেবল ভুগে, আর কাঁদে—অবশেষে মরিয়া নিশ্চিন্ত হয়। সব চেয়ে দুরবস্থা কৃষক-কুলের। তখন ধান রুপিবার সময়, নব-বর্ষার জলে ভিজিয়া পেটে অন্ন না থাকায়, ম্যালেরিয়া আরও প্রবল ভাবে তাহাদের পীড়িয়া ধরিতেছিল। মণীশও একজন কৃষি-ব্যবসায়ী, কাজেই সেজন্য তাহার বিভ্রাটের সীমা নাই। সে কি করিয়া তাহাদের সুস্থ-সবল করিয়া তুলিবে, সেই চেষ্টায় অস্থির হইয়া পড়িল। পথ্য জোগাইয়া, ডাক্তারের সাধ্য-সাধনা করিয়া, অন্ততঃ দেশের কৃষকদের বিনা পয়সায় দেখা যে তাঁহার উচিত—এইরূপ বক্তৃতা দিয়া বৃথা চেষ্টায় প্রাণপণ করিতে লাগিল। দেশের ডাক্তারই বা কোথায়! যে দু-একজন আছেন, তাঁহাদের খোসামোদ দেখে কে! গরীব চাষাদের জন্য তাঁহাদের তো দায় পড়ে নাই!

দেখিয়া-শুনিয়া প্রমোদ আর বেশী কিছু না বলিয়া একেবারে কলিকাতায় গিয়া মেডিকেল কলেজে নাম লিখাইল। কোন্ পথে যাই, কোন্ পক্ষে যাই করিয়া সে আর একদিনও সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিল না। তাহাদের ক্ষুদ্র গ্রামের গরীব কৃষকদের এ অভাবটুকুও যদি সে মিটাইতে পারে, তাহা হইলেও তাহার মনের ক্ষুধা কিছু যেন মিটিবে—এমনি তাহার মনে হইল।

পূজার অবকাশে মণীশের সঙ্গে আবার যখন তাহার দেখা হইল, তখন মণীশ বলিল, "কি ক'রেই বা তোমায় বলি যে, এখন থেকেই ঘরে এসে ব'স; কিন্তু তোমাদের সংসারে যে রকম ব্যাপার, তাতে তোমার মা'র বিষয়ে তোমার নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা উচিত নয় প্রমোদ! তিনি যে সংসারে একেবারে একা পড়ছেন ক্রমশঃ; সে খোঁজ রাখ্ছ কি?"

প্রমোদও এবার বধূদের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করিতেছিল, ভ্রাতাদেরও সে বিষয়ে যেন সহানুভূতি অনুভব করিয়া প্রমোদ একদিন তাঁহাদের কতকগুলি উচিত কথা শুনাইয়া দিল এবং বলিল, "এমন কর্লে মাকে আমার কাছে নিয়ে গিয়ে রাখ্ব; আমি কল্কাতায় বাসা কর্ব জেনে রাখুন।"

ভ্রাতারা রাগিয়া অগ্নিকান্তি হইয়া বলিলেন, "সে সব খরচ আমরা সংসার হ'তে একপয়সা দেব না,—তোমার ইচ্ছা হ'লে নিজে রোজগার ক'রে মাতৃভক্তি দেখাতে পার।"

"কেন—আমাদের মা'র কি বাবার সম্পত্তিতে এতটুকুও অধিকার নেই?" "না, তবে তোমার আছে বটে, তুমি তোমার এক-তৃতীয়াংশ পৃথক্ ক'রে নিয়ে, যা খুসী কর্তে পার্বে। তার আগে নয়।"

"বেশ, তাই-ই নেব তবে।"

মাতা আসিয়া প্রমোদের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "কি ক'র্‌ছিস প্রমোদ—ওরে এ কি ক'র্‌ছিস? আমার জন্যে তোকে এত ভাব্‌তে হবে না। যা, তুই কল্‌কাতা চ'লে যা, আমার কিসের কষ্ট—কোন কষ্ট নেই আমার।"

পুত্রও বধূদ্বয়ের রাগ কিছুতেই পড়ে না দেখিয়া, মাতা সত্যই প্রমোদকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। যাইবার সময় প্রমোদ মাতার পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল, "কেন মা, ভাঙ্গা কাচ জুড়বার জন্য এত প্রাণপণ কর্‌ছ? আমি চ'লে গেলে, এর পর তারা যে একা তোমারই ওপর পড়্‌বে। বড় কষ্ট হবে মা, তোমার।"

"কে বল্‌লে আমার কষ্ট হবে? আমার মুখ চেয়ে ওরা থেমে যাবে, তোরই ওপর ওদের রাগ হয়েছে। আমি যে ওদের মা।"

প্রমোদ আপাততঃ চলিয়া গেল বটে, কিন্তু পড়ায় মন দিতে পারিল না। মিহিরকে অনুনয় করিয়া লিখিল—অনুকে যেন আরও কিছুদিন মাতার নিকটে রাখিয়া যায়। মিহির তাহার অনুরোধ পালন করিল বটে, কিন্তু লিখিল—"এভাবে কতদিন চলিবে। আমার মায়ও যে অনু একমাত্র বৌ, সেটুকুও ভাই মনে রাখিও।" মনোকেও প্রমোদ মাতার বিষয়ে জানাইয়াছিল, কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণা নবীনা গৃহিণী মনোরমা উত্তর দিল, "যখন ভাইয়ে ভাইয়ে অসদ্ভাব, তখন তাহার মধ্যে ভগিনীর নিরপেক্ষ থাকাই উচিত। মার দুই উপযুক্ত বধূ ও তিন্ পুত্র থাকিতে যদি কষ্ট পাইতে হয়, তাহা হইলে পরের ঘরের বৌ—কন্যার কি সাধ্য তাহার কষ্ট লাঘব করে?" অধর দংশন করিয়া প্রমোদ নীরবে রহিল।

কয়েক মাস পরেই প্রমোদকে ভ্রাতাদের পুনঃ পুনঃ রুষ্ট আহ্বানে বাড়ী যাইতে হইল। তাহার ভবিষ্যৎবাণী-ই ফলিয়াছে। মাতা কিছুতেই সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারেন নাই। ভ্রাতারা ভিন্ন হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। অনুও প্রমোদকে বলিল, "তুমিও মার মতন এত অপমান সহ্য কোরো না। কেউ মার সঙ্গে একটা কথা পর্য্যন্ত কয় না। ননীকে চোখে দেখ্‌তে দেব না— ছুঁতে দেব না। সদাই তোমার নামে গঞ্জনা দেন মাকে। এ আর সইতে পারি না। দাদারা পর্য্যন্ত এমন হয়েছেন; হও তুমি ভিন্ন, মা তো একটু স্বস্তিতে থাক্‌বেন।"

পিতার মৃত্যুর বৎসর ঘুরিতেই তিন ভ্রাতাই পৃথক্ হইল। সুন্দর সুবৃহৎ অট্টালিকা তিন অংশে বিভক্ত হইয়া কু-দর্শন হইয়া পড়িল। বিনোদ, কুমুদ নিজ নিজ সীমানায় প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

—•—

মাতা বলিলেন, "প্রমোদ, আর যে আমি একা থাক্‌তে পারি না। এইবার বিয়ে কর্ বাবা।"

"কেন মা, তুমি অনুকে পাঠিয়ে দিলে? আমি তো জানি, এক্লা তুমি থাকতে পার্‌বে না।"

"হ্যাঁরে, এক কথা তোকে কতবার বল্‌ব? অনু যে পরের জিনিষ; নিজের জন্য তাদের ঘর আঁধার ক'রে আমি কতদিন রাখ্‌ব? আমারও একটি নিজের জিনিষ— এনে দে। নিজেও তো আমার জন্যে পড়া-শোনা ছাড়্‌লি। আমায় বৌ এনে দিয়ে তুই পড়া-শোনায় মন দে।"

"মেজো-দিকে আর একবার খোসামোদ ক'রে চিঠি লিখি মা, তার ছেলে মেয়েদের পেলেও তুমি একটু ভাল থাক্‌বে।"

"পাগলের মত কথা বলিস্‌ না প্রমোদ, তারা ক'দিন থাক্‌তে পার্‌বে? আর মেজো তো বলেছে, তোর বিয়ের সময় নইলে এখন তাদের আস্‌তে দেবে না।"

"আস্‌তে দেবে না, না ভাইয়ের ভাইয়ের পক্ষপাত দেখানো হবে ব'লে সে নিজেই আস্‌বে না। কিন্তু মায়ের দাবী কি সব চেয়ে বেশী নয়?"

মাতা নিঃশব্দে রহিলেন। মণীশ বলিল, "এখন জ্যেঠাইমার কথার কি উত্তর দিচ্ছ? বিয়ে করবে, কি না?"

"রক্ষা কর, মা'র দুই বৌয়েই তো মার এই দশা, এর উপর ত্র্যহস্পর্শ হ'লেই হয়েছে আর কি! এবারে দেশছাড়া হ'তে হবে তা'হলে।"

"কেন, তোমার ভাজ দুটি-ই কি বৌদের আদর্শ? তাদের অনুসরণ কি সকলেই করবে?"

"শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কারে এ দেশের মেয়েরা ওর চেয়ে আর কোন্ উচ্চ আদর্শ সম্মুখে দেখ্‌তে পাচ্ছে বল? এই ক্ষুদ্রপ্রাণ মেয়েগুলোর চেয়ে আমি পুরুষদেরই বেশী দোষ দেখি, তা জান?"

"তবে? নিজেও কি মনে কর্‌তে পারিস্, দাদাদের পন্থা ধর্‌বি?"

"সেটা বড় আশ্চর্য্য নয় হে, সে ভয়টুকু বিলক্ষণই রাখ্‌ছি বৈকি! তাই ও জাত্ থেকে দূরেই থাক্‌তে চাই।"

"নে, ও সব বাক্‌চাতুরী ছাড়্। সত্যি, জ্যেঠাইমার জন্য তোমায় এটুকু কর্‌তেই হবে। নৈলে উনি কেমন ক'রে দিন কাটাবেন, ভাব দেখি?"

প্রমোদ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সবিষাদে বন্ধুর পানে চাহিয়া বলিল, "সবই ভাব্‌ছি—কিন্তু নিজের কথাও যে ভুল্‌তে পার্‌ছি না ভাই। জ্ঞান-উন্মেষের সঙ্গে এত যে উচ্চ আশা কর্‌লাম, সবই কি ক'রে প্রাণ ধ'রে বিসর্জ্জন দিই?"

"কি পাগল তুই! বিয়ে কর্‌লেই কি সব উচ্চ-আদর্শ নষ্ট হ'য়ে যায়? দেশের যাঁরা লোক-পূজ্য, তাঁরা কি সকলেই অপরিণীত? আর তুই এখন যে সঙ্কল্প নিয়েছিস্, এরূপ কর্‌লে এর একবিন্দুও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। এখন তোকে কিছুকাল ধ'রে কল্‌কাতায় থাক্‌তে হবে; মায়ের চিন্তায় তা কি পেরে উঠবি? বরং মার একটি অবলম্বন দিলে একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে তুই ডাক্তার প'ড়্‌তে মন দিতে পার্‌বি; মাও সুখী হবেন। ভাল ক'রে দেখ্ দেখি!"

"দেখ্‌ছি, কিন্তু না মণীশ—আমাদের দেশের এই অল্পবুদ্ধি স্বার্থপর অশিক্ষিত মেয়েগুলোকে জীবনের সঙ্গে গাঁথতে হবে মনে হলেই যে ঘৃণা আস্‌ছে—সে ঘৃণা বিয়ের পক্ষে একেবারেই অনুকূল নয়, এইটুকুও তুই জেনে রাখ্।"

"না; তোর জ্বালায় কি করি বল্ ত! যে জাতের মধ্যে তোর মা জন্মেছেন, অন্নু জন্মেছে, সেই জাতের সম্বন্ধে এ কথা ভাবছিস্ কি

ক'রে? এ জাতেও অন্য জাতের মত ভাল মন্দ দুই-ই আছে। আর শিক্ষার কথা বল্‌ছিস্—যতটুকুই মেয়ে আমরা ঘরে আনি—ইচ্ছে ক'র্‌লেই তাদের নিজের রুচির মত অনায়াসে গড়িয়ে তুল্‌তে পারি। তা তো আমরা পারি না! যেমন নিজেদের রুচি, যেমন "দেবা" নিজেরা,—তাঁদেরও তেমনি "দেবী" ক'রে তুলি।"

মণীশ তর্কে কিছুতেই প্রমোদকে হটাইতে পারিল না, তাহাতে কেবল বাগ্বিতণ্ডা বাড়িয়াই চলিল—কিন্তু মায়ের মলিন হতাশ্বাস মুখচ্ছবিই প্রমোদকে অন্তরে অন্তরে বিচলিত করিয়া তুলিতে লাগিল। মাতাকে সম্পূর্ণ একা ফেলিয়া রাখিয়া কোন্ প্রাণে সে দেশান্তরে গিয়াই বা থাকিবে—পড়াতেই বা কি করিয়া মন লাগিবে? আর এমনি করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলেই বা তাহার জীবনের কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে? অগত্যা সে একদিন মাতাকে জানাইল, বিবাহে তাহার সম্মতি আছে।

মাতা মণীশের দ্বারা শীঘ্রই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়া, পুত্রকে কন্যা দেখিয়া আসিতে বলিলেন। প্রমোদ হাসিয়া তাহাতে অসম্মতি জানাইল। মাতা বলিলেন, "না দেখিস্, তাতেও ক্ষতি নেই—মিনুর দিন-রাত দেখা সে মেয়ে, রূপে গুণে সমান লক্ষ্মী! মিনুর মুখে শুনে পর্য্যন্ত আমার কি যে মনে পছন্দ হ'য়ে আছে—মনে হয়, এই মেয়েটি পেলেই আমার দুঃখ ঘুচ্‌বে।"

প্রমোদ মাতার পদধূলা মাথায় লইয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর—তাই হোক।"

মণীশ বলিল, "তবু একবার দেখ্‌তে চল্।"

"খেপেছিস্! যাঁর জন্য এ বিয়ে করা আমার—তাঁরই যখন এত ইচ্ছা, তখন আমার দেখার কোনই দরকার নেই। কানা-খোঁড়া

নয়—আমার তো এইটুকু মাত্র জানার দরকার! বাকি আর কি-ইবা বাইরে থেকে দেখা যায়?"

অনু আসিল, মনোও তাহার পুত্র-কন্যাদের লইয়া এতদিনে মাতার নিকটে আসিয়া প্রণতা হইল। বধূদের হাত ধরিয়া শাশুড়ী এবাড়ী লইয়া আসিলেন। বধূদ্বয় বক্র হাসি হাসিয়া প্রমোদকে বলিল, "এইবার আদর্শ-বৌ দেখে আমরা চোখ্ জুড়োব। প্রমোদও হাসিয়া উত্তর দিল, "সেজন্য কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হ'য়ো না, সে বিষয়ে আমারও সন্দেহ নেই।" প্রশ্নকারিণীরা ইহার ভাবার্থ না বুঝিয়া প্রমোদের ইহা স্পর্দ্ধা-প্রকাশ বলিয়াই মনে করিয়া লইল।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা লৌকিকতা-রক্ষার্থ ভ্রাতার বিবাহে যোগ দিল। কুমুদ ডেপুটী হইয়া কর্ম্মস্থানে গিয়াছিল। সে আসিতে পারিবে না লেখায় মাতা দুঃখটা অন্তরেই চাপিয়া রাখিলেন। প্রমোদের একান্ত অমত সত্বেও মাতা বেশ একটু ধূমধামের সহিত কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। বৌ দেখিয়া সকলে একবাক্যে প্রশংসা করিল। মৃন্ময়ী ইহাতে গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। সেও এ বিবাহে না আসিয়া ছাড়ে নাই। অনুর যে কতখানি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা কেবল মিহিরই ধরিতে পারিয়াছিল। এক সময়ে মিহির একান্তে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "এ কি অন্যায়! কুটুম্ব-অভ্যাগতদের ফাঁকি দিয়ে আসল জিনিষটুকু একেবারে কি একচেটে করেই নিতে হয়? ছি,—এতে যে কর্ম্মকর্ত্তাদের নিন্দে হবে।"

অনু শঙ্কিত-মুখে স্বামীর পানে চাহিল। ভাবিল, সত্যই বুঝি তাহার মাতা বা দাদার কোন' ত্রুটী পাইয়া "কুটুম্ব স্বজন" কেহ

বুঝি কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। উদ্বিগ্নমুখে ত্রস্তে প্রশ্ন করিল,—"কেন,—কি হয়েছে? কেউ কিছু বল্‌ছেন কি?"

মিহির গম্ভীর মুখে বলিল, "বল্‌ছেনই তো। কেন বল্‌বে না?"

"কে কি বল্‌ছেন—বল না।"

"বল্‌ছেন এই যে—এই বৃহৎ কর্ম্মের জুনিয়ার কর্ম্মকর্ত্রীর একি স্বভাব? সব মিষ্টখানিই নিজের পাতে? বাকি এই সব ইতর জনা—এরা কি কেবল ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে দূর থেকে চেয়েই থাক্‌বে? কিছুতেই তা হবে না—ভাগ চাই।" বলিতে বলিতে মিহির একবার চারিদিক্‌ চাহিয়া লইয়া—নিজের ভাগ আদায় করিয়া লইল। অনু তাহাতেও আশ্বস্ত না হইয়া বলিল, "বল না—সত্যি কি কেউ কিছু অসন্তুষ্ট হচ্চেন?"—

"কেন সামনের বুভুক্ষু অসন্তুষ্ট লোকটাকে কি গ্রাহ্যই হচ্ছে না? সব হাসিটুকু এমন একচেটে ক'রে নেওয়া,—এ কি কেউ সইতে পারে?"

অনু এইবারে ঈষৎ যেন নিশ্চিন্ত হইয়া বলিল, "তুমি? তাও ভাল, আমি বলি বুঝি—"

"বটে? লোকটাকে বুঝি কেয়ারে আসছে না—"

"ছাড়—ছাড়—দিদি—দিদি?"

অনু ও মিহির উভয়েই যে যে দিকে পারিল পলাইল।

বিবাহের গোলমাল চুকিয়া গেলেও বধূকে কয়েকদিন রাখা হইল। মাতৃহীনা এবং বিমাতা-শাসিতা বালিকা ইহাতে এমন কোন' ক্ষুণ্ণতা প্রকাশ করিল না, উপরন্তু তাহার শান্ত স্নিগ্ধ মিষ্ট ব্যবহার ও নম্র মৃদু বাক্যে সকলকে বশীভূত করিয়া ফেলিল। রূপে গুণে ইন্দিরা যেন সাক্ষাৎ ইন্দিরা, এ কথা শাশুড়ী, ননদ ও

আত্মীয়ারাই একবাক্যে স্বীকার করিতে লাগিলেন। অপক্ষপাতিনী বলিয়া মনোরমার ভ্রাতৃ-জায়াদের নিকটে একটু সম্মান ছিল, কেন না, সে সকল সময়েই বধূ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের পক্ষ লইয়া মাতাকেও কটু কথা বলিতে ত্রুটী করিত না। তাহার মতে ইহাই অপক্ষপাতের আদর্শ ছিল। কিন্তু এইবার নূতন ভাজের জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াদিগের নিকট সে প্রতিষ্ঠার তার ঈষৎ যেন লাঘব হইল। ভাজেরা তাহাদের চিরদিনের সখীর নিকটে মুখ বাঁকাইয়া যখন বলিয়াছিল, "আমরাও যখন নতুন এসেছি—তখন এম্‌নি প্রশংসা পেয়েছি—" তখন মনোরমাকেও একটু সত্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

ফুলশয্যার পরদিনই প্রমোদ কলিকাতা চলিয়া গিয়াছিল। মাতার বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া সে তাহার উদ্দিষ্ট কার্য্যের আর একদিনও ক্ষতি সহিতে পারিতেছিল না। "বধূকে আর পিত্রালয়ে পাঠানোর দরকার কি!" প্রমোদ এই মত ব্যক্ত করায় মাতা প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, "তা কি হয়, তাহ'লে যে বাছাকে কষ্ট দেওয়া হবে। মাস খানেকের জন্যে পাঠাব, ততদিন মনো এবার আমার কাছে থাক্‌বে। তার পরেও ইচ্ছা করলেই দু-দশ দিনের জন্য বাপের কাছে পাঠিয়ে দেব বৈকি;—নৈলে আমার ওপরে তার মায়া হবে কেন? তুই আর আমার জন্যে ভাবিস্ নে, আমি বেশ থাক্‌তে পার্‌ব। যেমনটি চেয়েছিলাম, বিধাতা এবার বোধ হয় আমার তেমনিটিই দিয়েছেন। তুই কেবল যদি আর এই দিন কটাও থেকে যেতিস্।"

"আর আমায় ও কথা ব'লো না মা! ব'সে থেকে থেকে অকর্ম্মণ্য হয়ে যাব ক্রমে। তোমার বৌ নিয়ে তুমি যা খুসী কর—আমি চল্লাম।"

দশম পরিচ্ছেদ।

—•—

প্রমোদের বিবাহের পরে একবৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, মাত্র কয়দিনের জন্য প্রমোদ মাতাকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাই আবার মণীশের সঙ্গে তাহার যথানিয়মে তর্কও চলিতেছিল। মণীশ বলিতেছিল, "তোর স্বভাব কি চিরদিনই একরকম থাক্‌বে রে? যা কর্‌বি, তাই বাড়াবাড়ি! এই যে মড়া কাট্‌তে আর জীবজন্তু কাট্‌তে আরম্ভ করেছিস্, এতে মনের কোমল সুন্দর সব জিনিষকে একেবারে বিসর্জ্জনই যে দিলি দেখ্‌ছি। জানিস্, যাকে বিয়ে করেছিস্, তার বিষয়ে কতখানি দায়িত্ব নিয়ে তবে বিয়ে কর্‌তে হয়? যার জন্য বিয়ে কর্‌তে রাজী হয়েছিস্, তার মানে সেই সব দায়িত্বেই রাজী হয়েছিস্। তার অর্থ এ নয় যে, কেবলমাত্র বিয়ে ক'রেই তাকে কৃতার্থ ক'রে দিলি—তার পরে আর তার সঙ্গে সম্বন্ধই রাখ্‌বি না।"

প্রমোদ হাসিতে হাসিতে উত্তর দিতেছে—"আঃ, এও কি একটা কথা? সম্বন্ধ রাখ্‌ছি না কি রকম? এই যে বাড়ী এসেছি। জিজ্ঞাসা কর্‌ গে গিয়ে তাকে, যার জন্য তোর এত ওকালতি—"

মণীশ তাড়া দিয়া উঠিল, "ফের বখামিতে কথা ওড়াচ্ছিস্? এই একবৎসর কত যে বাড়ী এসেছিস্, তা আমার জানা আছে। এদিকে জ্যেঠাইমার সে বেচারা চক্ষের তারা, অন্ধের নড়ি হ'য়ে

পড়েছে,—আর উনি দিন দিন মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে ভূত হ'য়ে উঠছেন। তোর ঘাড় থেকে এ ভূত আমি না নামাই তো কি বলেছি।"

"এবারে আর তা পেরে উঠছিস্ না। তোর বাক্যের জ্বালায় ভয়ে এবার তো তাই তোর সঙ্গও ছেড়েছি। যা হোক, একটা পথে স্থির-অটল ভাবে দাঁড়িয়ে তবে তোর সঙ্গে আবার মিশ্‌ব। তার আগে আর নয়। আর মার ঐ অন্ধের নড়িটির ওপরে আমি যে কতখানি কৃতজ্ঞ—তা যদি জান্‌তিস্।"

"তাই বছরের মধ্যে তার ছায়া মাড়াবার কথাও একবার তোর মনে হয় না, না? জ্যেঠাইমা কত দুঃখ করছিলেন জানিস্! বল্‌ছিলেন, মা-মরা মেয়েটিকে প্রমোদ এমন ক'রে তাচ্ছিল্য ক'র্‌বে জান্‌লে আমি ঘরে আন্‌তাম না।"

"কেন তোমরা এত ব'কে-ভেবে মরছ বল দেখি? তার সঙ্গে আমার তো দেখা হয়েছে—বেশ ভালই আছে তো সে। এই ছাখ না—আমি তো বাড়ী থাকি না, ঘর কেমন সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছে। টেবিলে বই-টইও সাজান দেখ্‌ছি। পড়া-শোনা ক'রে মাকে নিয়ে মন্দ নেই তো সে। বিশেষ মার তো তার কথা ফুরোয় না। আমার চেয়েও মা এই পরের মেয়েটির বেশী পক্ষপাতী হ'য়ে পড়েছেন, দেখে আমার কিন্তু হিংসা হচ্চে একটু।"

"তোর এ ঘর তো তুই না থাক্‌লে বন্ধই থাকে দেখেছি। তোরই জন্মে সাজিয়ে রাখেন তবে। তিনি তো জ্যেঠাইমার কাছেই দিন-রাত থাকেন শুনি। এমন ফুলের তোড়াটা কোথা থেকে এল? কি সুন্দর গন্ধ! আঃ।"

"কি জানি—সাজান রয়েছে তো দেখ্‌ছি, ফুল তো টাট্‌কাই, আজকেরই বাঁধা বটে।"

"প্রমোদ—প্রমোদ, তুই এমনি অন্ধ কি! ছিঃ, আর এমন করিস্ নে।"

"চল্ তো একটু বেড়িয়ে আসি, ঘরে ব'সে আর তোর বকুনি হজম করতে পারি না। তোর কৃষ্ণের জীবেরা কেমন আছে দেখে আসি চল্।"

উভয়ে বাহির হইতেছে—এমন সময়ে মাতা ডাক দিলেন—"মণী, প্রমু, জল না খেয়ে বেরুলেন, খাবি আয়।"

খাইতে বসিয়া মণী বলিল, "আঃ, তেষ্টা পেয়ে গেছে ব'কে ব'কে দেখ্ছি। ভাগ্যে জেঠাইমা ডাক্‌লেন।"

"কেন বাছা, এই তো বৌমা খানিক আগে শোবার ঘরে ওঘরে ঠাণ্ডা জল রেখে এসেছে, খেতে পার্‌তিন্। প্রমু চিরদিন যখন তখন জল খায় ব'লে, ওর ঘরে আমি যে সর্ব্বদা জল রাখাই—এটুকু কখন শুনেই বাছা শিখে নিয়েছে। আমার আর খোঁজ পর্য্যন্ত করতে হয় না ত কিছুরই। শুনেই শেখে। আর তোরা যে বেরুচ্ছিস্, তাও কি আমি টের পেতাম! জলখাবার সাজিয়ে কখন্ থেকে এঘর ওঘর করছে যে। আমিই ব'ল্লাম—গল্প করছে করুক, একটু পরে ডাক্‌ব।"

মণীশ নিঃশব্দে প্রমোদের দিকে চাহিল। প্রমোদ তাড়াতাড়ি জলের গ্লাসটা মুখে তুলিয়া একটা বিষম খাইয়া একটু সোরগোল বাধাইয়া ফেলিল। মাতা বলিলেন, "ষাট্ ষাট্, মাথায় একটা তালি দে ত মণী! যে বক্ বক্ করিস্—গলা শুকিয়ে একটুতেই বিষম লাগে।"

মণীশ, প্রমোদের মাথায় সজোরে চড় তুলিতেছে দেখিয়া প্রমোদ কাসিতে কাসিতে মাথা সরাইয়া আত্মরক্ষা করিল। মণীশ বলিল "এই চাঁটিই তোমার উপযুক্ত!"

জল খাইয়া উভয়ে বেড়াইতে বাহির হইল। বাড়ী ফিরিতে সেদিন রাত্রি হইয়াছিল। মাতা ঘুমাইয়াছেন আন্দাজ করিয়া প্রমোদ আহার সারিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। উজ্জ্বল আলোকে সযত্ন-সজ্জিত গৃহ যেমন হাসিতেছিল—শয্যায়ও তেমনি স্নেহের স্পর্শ যেন বিছান রহিয়াছে। মণীন্দ্রের কথাগুলা এক একবার অন্যমনে ভাবিতে ভাবিতে প্রমোদ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সহসা একসময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া অনুভব করিল, শয্যায় সে একাই আছে। যে দুই তিন দিন সে আসিয়াছে, ইন্দিরা তো ছায়ার মত তাহার শয্যার একপার্শ্বে পড়িয়া থাকে, প্রমোদ কচিৎ দু' একটি প্রশ্ন করিলে বিনীত সঙ্কোচের সহিত উত্তরও দিয়া থাকে, আজ সে কেন আসে নাই? প্রমোদের মনে পড়িল—রাত্রের আহারের সময়ও মাতা বা একখানি অবগুণ্ঠিতা ছায়াকেও আর তো দেখা যায় নাই। সে উঠিয়া কি খোঁজ লইবে? কিন্তু এত রাত্রে! একটু লজ্জাবোধ করিয়া প্রমোদ পাশ ফিরিয়া শুইয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিল।

প্রভাতে চক্ষু উন্মীলনের সঙ্গেই সে দেখিল—একখানি মুখের উপর—দুইটি আয়ত সুন্দর চক্ষু, চকিতে যেন তাহার চক্ষের উপর হইতে সরিয়া গেল। ভাল করিয়া চক্ষু চাহিয়া উঠিয়া বসিয়া প্রমোদ দেখিল, কি একটু কাজ করিয়া ইন্দিরা ধীরে ধীরে সে ঘর হইতে অপসৃত হইতেছে। প্রমোদ ডাকিল, "শোন!" ইন্দিরা স্থিরভাবে দাঁড়াইল। "এ দিকে এস!" অতি ধীরে ইন্দিরা একটু অগ্রসর হইল।

গলা ঝাড়িয়া প্রমোদ বলিল, "রাত্রে কাল এসনি কেন এ ঘরে?"

অতি মৃদুকণ্ঠে উত্তর হইল, "মার জ্বর মত হয়ে বড্ড কষ্ট হয়েছিল কাল রাত্রে।"

"মার জ্বর, আমায় বলনি কেন,—ডাকনি কেন ?"

"ডাকৃতে দেন-নি তিনি।"

"আঃ, তবু তোমায় ডাকৃতে হ'ত।" বলিতে বলিতে প্রমোদ উঠিয়া দাঁড়াইল। অপ্রস্তুত ইন্দিরা আবার মুখ নামাইয়া তেমনি স্বরে উত্তর দিল, "আমাকেও পাছে কাছে থাকৃতে না দেন, সেই ভয়ে ডাকৃতে পারিনি।"

প্রমোদ মাতার জ্বর দেখিয়া চিন্তিত হইল। ক্রমে সে জ্বর দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে দেখিয়া প্রমোদ ভগিনীদের ও কুমুদকে সংবাদ দিল। অনু আসিল, ক্রমে মনো.ও কুমুদও আসিল। দুই ভ্রাতাই মাতার তত্ত্ব নিতে লাগিলেন। বধূরাও তাহাদের সংসারের অবসর করিয়া কখনো কখনো এক-আধবার দেখিতে আসিল। সকলেই জানিল, এবার গৃহিণী বাঁচেন কি না বাঁচেন।

বালিকা বধূটির পরিচয় এই সময়ে সকলেই নিজের মনের মত ভাবে পাইতে লাগিল। জায়েরা ভাবিল, "যাহোক্ চতুর মেয়েটি ; লোকের কাছে প্রশংসা নেবার জন্য এতখানি প্রাণপণ—এটুকু মেয়ের এ অসাধারণ ক্ষমতাই বটে।" ভাসুর-রা ভাবিলেন, "বাড়াবাড়ি" "একালে এমন লক্ষ্মী আর কাযের মেয়ে, আর তো দুটি দেখা যায়নি।" —মনোরমার ইহাই ধারণা। আর অনু ভাবিতেছিল, "বৌ কি তবে আমাদের চেয়েও মাকে বেশী ভালবাসে ? নৈলে তার মত অশ্রান্ত ভাবে মার সেবাযত্ন আমরাও পেরে উঠছি না কেন।"

গৃহিণী কখনো সংযত হইয়া বধূর ম্লান মুখের পানে চাহিয়া ডাকিতেন, "মা আমার," অমনি মাতৃহারা বালিকা তাঁহার ক্রোড়ের নিকটে গিয়া লুটাইয়া পড়িত। রোগিণীও চেষ্টায় দ্বারা তাহার

মস্তক স্পর্শ করিয়া হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতেন। তাহার শোক তিনিই যেন অনুভব করিতে পারিতেছিলেন।

একদিন তাঁহার সন্তান-বর্গ ও আর একটি স্নেহার্থিনী বালিকাকে মাতৃহীনা করিয়া, গৃহিণী তাঁহার ক্ষুদ্র নব সংসারটিও ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন! অনু—মনোর রোদনের শব্দ ছাড়া আরও একটি ক্ষীণ আর্ত্ত শোকোচ্ছ্বাস—সেটি কেবল গৃহের ভিত্তির মধ্যেই নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জ্যেষ্ঠপুত্র বিনোদ সমারোহের সহিত জননীরও শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। সকলে বলিল, "আহা, এই-ই যথার্থ পুত্রের কাজ!" প্রমোদ শুধু গৃহের কোণে মুখ লুকাইয়া পড়িয়াছিল। যে মায়ের জন্য সে নিজের শেষ ইচ্ছারও অনেকটা পক্ষচ্ছেদ করিয়াছে, সে মাও যে এত শীঘ্র তাহার সেই বন্ধনমাত্র সার রাখিয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা যে সে স্বপ্নেও জানিত না। মা ভিন্ন জগতের আর বড় কোন বন্ধনই তাহার এই ত্রয়োবিংশতি-বর্ষের জীবনের উপর পড়ে নাই। সেই মাকে হারাইয়া সে এখন আবার জীবনের সূত্র কোথা হইতে টানিয়া লইবে, তাহাও যেন ঠিক্ করিতে পারিতেছিল না! মণীশ তাহাকে অনবরত প্রবোধ দিয়া প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা পাইতেছিল।

মনোরমা ভাইকে কিছু উপদেশ দিয়া, ভাইদের সহিত সদ্ভাব

রাখিতে অনুরোধ করিয়া শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। মিহির আসিয়া বলিল, "ভাই, এবার যে অনুকে পাঠিয়ে দিতে হবে, মাকে আর থামাতে পারছি না।" প্রমোদ শুষ্কমুখে বলিল, "আচ্ছা।"

প্রমোদ গিয়া অনুর নিকটে দাঁড়াইতেই অনু মুখ ঢাকিয়া দাঁড়াইল। সজল-চক্ষে প্রমোদ তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিল, "কাঁদিস্ না লক্ষীটি! শীগ্‌গিরই আবার নিয়ে আস্‌ব। মা গেছেন, কিন্তু আমি তো আছি।"

"বৌ যে বড় কাঁদছে দাদা, কিছুতে তাকে থামাতে পারছি না। তুমি তাকে একটু বুঝিও, তুমি এখন কল্‌কাতায় আর যেও না—তার কাছে থেকো।"

"আচ্ছা, তাকে শীগ্‌গিরই বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

"না—না, তা পাঠিও না। ও তো তা যেতে চায়নি, মা গেলেন, আবার আমরাও থাক্‌ছি না—কষ্ট হচ্চে না কি ওর? বিশেষ যে মায়ার স্বভাব তার।"

প্রমোদ বিমনা ভাবে বলিল, "দেখি, যা ভাল হয় ক'র্‌ব।"

ভ্রাতা ও ভ্রাতৃ-জায়ার মলিন মুখ দেখিয়া অনু মিহিরের কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। "আমায় আর কিছুদিন রেখে যাও।"

মিহির অপরাধীর মত সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "আমি কি কর্‌ব অনু, মা কিছুতেই বুঝ্ছেন না। মা—নেই, তোমার কে যত্ন ক'র্‌ছে ব'লে মা অস্থির হয়ে উঠেছেন। আমি তো তবু আজ কাল ক'রে ক'দিন কাটিয়ে তবে এসেছি।" অনুকে নীরবে চোখ মুছিতে দেখিয়া এইবার তাহাকে ক্রোড়ের দিকে টানিয়া লইয়া মিহির বলিল, "চল অনু, কেঁদে কেঁদে কি হয়ে গেছ ভাখ দেখি। বউ থাকবে—প্রমোদের কষ্ট হবে না।"

পরদিন একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া অনু ইন্দিরাকে বলিল, "নলডাঙ্গায় যাবে কি বৌ ?—"

বৌ নিঃশব্দে রহিল। "যদি তোমার একা বড় বেশী কষ্ট হয়, তাই বল্‌ছি যাবে কি ?"

ইন্দিরা সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িল। "এখানে দাদার কাছে থাকতে পারবে না ?"

মাথায় একটু কাপড় টানিয়া দিয়া এবারেও ইন্দিরা মস্তক হেলাইল। অনু সানন্দে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া "তাই থাক'—নৈলে এই সদ্য শোকের সময় ছোট্‌-দা একা কোথায় থাক্‌বেন, তুমি কোথায় থাক্‌বে—সে ভাল হবে না। দু'জনে এইখানেই থাক ভাই !" ছোট্‌-দাদাকে যত্ন কর্‌বার আর তুমি ছাড়া কে রইল বল। তোমার কাছে তাঁকে রেখে তবু আমি একটু নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পার্‌ব।"

যাত্রাকালে "ছোট্‌-দা বৌকে দেখো—তুমি ছাড়া আর তার কেউ রইল না"—বলিয়া মাতৃ-মুখ স্মরণ করিয়া, চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে অনু মিহিরের সহিত চলিয়া গেল।

দিন দুই প্রমোদের গৃহবাস যেন অসহ্য লাগিতে লাগিল। চারিদিকেই যেন অনুর কণ্ঠ, অনুর ছায়া, আর অনুর সেবা-যত্নের স্মৃতি। মাতা এবং অনুর কথাই সর্ব্বদা তাহার মনে তোলাপাড়া হইতেছিল।—মা নাই, আর কি অনু তেমন ঘন ঘন আসিতে পাইবে! সে চেষ্টা করাও অনুচিত—কেন না, সেও এখন একটি গৃহের গৃহিণী হইয়া উঠিতেছে। একা ঘরে মন বসে না, কিন্তু ইন্দিরাকে ফেলিয়া কোথাও যাইবারই বা উপায় কই! মণীশ কাজের লোক, তাহাকে আর নিজের জন্য কত টানাটানি

করা যায়! আর সেই বা এভাবে আর কয়দিন কাটাইতে পারিবে!

ভাবিতে ভাবিতে প্রমোদ মণীশের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের নিকট হইতে অমনি মৃদুস্বরে কে বলিল, "জল খেয়ে, তবে যাবেন!"

জলযোগ সমাপনান্তেই হাতের কাছে তোয়ালে, পান, মসলার ডিবা কিছুই তো এখনো তাহাকে খুঁজিয়া লইতে হইতেছে না। যখন তাহার যাহা দরকার—প্রয়োজন-বোধের পূর্ব্বেই তাহা যথাস্থানে অপেক্ষা করিতেছে। প্রমোদ কাহারো জন্য ভাবে না, কিন্তু তাহার জন্য মাতা-ভগ্নীর সেই যত্ন, সেই সেবা লইয়া আড়ালে আড়ালে এখনো যে একজন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আজ প্রথম প্রমোদ সে কথা অনুভব করিল।

সন্ধ্যার পরই মণীশের ব্যস্ততায় তাহাকে বাড়ী চলিয়া আসিতে হইল। নিজেও আজ সে বিষয়ে অন্তরে যেন একটু তাজা ছিল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—ইন্দিরা টেবিলের উপর তাহার আবশ্যকীয় কি কি রাখিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া সঙ্কুচিতভাবে সরিয়া আসিতেই প্রমোদ গৃহমধ্যে ঢুকিয়া একটা আসনে বসিয়া পড়িল। "উঃ—ভারি গরম।"

ধীরে ধীরে একখানা পাখা তুলিয়া লইয়া ইন্দিরা পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইতেই, প্রমোদ একটু হাসিয়া বলিল, "বাতাসের দরকারের মত গরম হয় নি অবশ্য। ক'টা কথা আছে—শোন'।"

পাখা-ধরা-হাতখানি নীচু করিয়া ইন্দিরা নিঃশব্দেই দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া বলিল, "ব'স।"

কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর আসিল, "বলুন।"

"না বস্‌লে বল্‌ব না।"

অগত্যা পালঙ্কের গায়ে ঠেস্ দিয়া ইন্দিরা বসার ভঙ্গীতেই দাঁড়াইয়া, প্রমোদের বক্তব্যের প্রতীক্ষায় তাহার পানে চাহিল।

প্রমোদ উঠিয়া গিয়া পালঙ্কের এক পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "একা থাকৃতে তোমার বড্ড কষ্ট হচ্চে, না?"

ইন্দিরা নীরবে রহিল। "কষ্ট তো হবারই কথা। তাই আমি ভাব্‌ছি যে, তোমায় নলডাঙ্গায় রেখে আসি—কেমন?"

তথাপি ইন্দিরা সম্মতি বা অসম্মতি কিছুরই ইঙ্গিত জানাইল না। নিস্পন্দে প্রতিমার মত এক ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া প্রমোদ একটু ভাবিয়া বলিল, "তোমার কষ্ট হচ্চে বলেই অবশ্য এ কথা আমি বল্‌ছি। তুমি আমার কাছে লজ্জা ক'র না, যা তোমার ইচ্ছা—সে কথা স্পষ্ট ক'রে বল। তাতে আমি একটুও অসন্তুষ্ট হব না জেনো।"

এইবার ইন্দিরা উত্তর দিল। নত-নেত্রে করাঙ্গুলি খুঁটিতে খুঁটিতে শোনা যায় কি না যায়—এমনি স্বরে যেন চেষ্টার সঙ্গেই উচ্চারণ করিল, "ঠাকুঝি আমায় এইখানেই থাকৃতে ব'লে গেছেন।"

"কে, অনু? তার কথা ছেড়ে দাও, সে আমার ভাবনাতেই অস্থির। তোমার যে এ রকম ক'রে থাকৃতে কষ্ট হচ্চে।"

তেমনি স্বরে উত্তর হইল, "না।"

"কি, না? কষ্ট হচ্চে না? ভাল ক'রে বল, কি বল্‌ছ?"

আরও জড়াইয়া ফেলিয়া ইন্দিরা উত্তর দিল, "কষ্ট হচ্চে না।"

"এমন ক'রে একাটি—তাও বল্‌ছ কষ্ট হচ্চে না, এ কি সম্ভব? লজ্জা ক'র না, সত্য কথা বল ইন্দিরা।"

এইবার কম্পিত কণ্ঠে ইন্দিরা বলিল, "লজ্জা তো করছি না।"

"এইখানেই থাক্‌বে তবে?"

"হ্যাঁ।"

প্রমোদ একটু যেন বিচলিত হইয়া পড়িতেছিল। কণ্ঠ তাহার আপনিই কেমন ভিজিয়া আসিতেছিল—বলিল, "কে ইন্দিরা? আমি তো নিজের চিন্তাতেই অস্থির, তোমার ভাব একবারও ভাবি না। আর তুমি এমনি ক'রে কেবল আমা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মাত্র উপলক্ষ্য ক'রে দিন কাটাবে, এ আর কত দি ভাল লাগ্‌বে তোমার? তার চেয়ে সেখানে আত্মীয়-স্বজনে কাছে যদি তোমার যেতে ইচ্ছা হয়—তাই বল্‌ছিলাম—ইন্দিরা—

ইন্দিরা এইবার অবগুণ্ঠনটা একটু টানিয়া দিয়া দাঁড়াইল, আ উত্তর দিল না। প্রমোদ ক্ষনেক অপেক্ষা করিয়া বলিল, "ত কি যাবে?"

"আপনি যেতে বলেন, যাব।"

"সে কথা তো আমি বলিনি। আমি কি তোমায় তাড়ি দিচ্চি? আমি তোমার কথা একটুও ভাবি না, নিজের সুখ-দুঃ নিয়েই অস্থির, তোমার সেজন্য আমার ওপর কি রাগ হয় না?"

অবগুণ্ঠনের ভিতরে ইন্দিরা ঘামিয়া উঠিতেছিল। তাহা মাথা একেবারে নুইয়া পড়িতেছে দেখিয়া প্রমোদ তাহার নিক সরিয়া গিয়া তাহার একখানা হাত—হাতের ওপর তুলিয়া লইল কি নমনীয় শুভ্র-সুন্দর হাতখানি! প্রমোদ হাসিয়া বলি "এত ঠাণ্ডা, ঘেমেছ কি? কেন অত লজ্জা কর্‌ছ আমায়? আমি তাই লজ্জা পাই তোমার কাছে। যাক্‌, যত দিন আমি এখা আছি, তত দিন তা'বলে তোমায় যেতে দিচ্ছি না। যেদিন আ কল্‌কাতায় যাব, সেই দিন তোমায়ও সেখানে রেখে আস্‌ব।"

ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া স্বামীর পানে চাহিতেই চোখে চোখে মিলিয়া গেল—আর তাহার সেই স্বচ্ছ-সুন্দর সরল-চক্ষে প্রমোদ যেন তাহার অন্তরের ছায়াটাও দেখিতে পাইল। ইন্দিরা তখন চোখ নীচু করিতেই প্রমোদ সাদরে তাহার হাতখানি একটু চাপ দিয়া বলিল, "কি ব'ল্‌তে চাইলে, বল ?"

ইন্দিরা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কবে ?"

"কি কবে ? কল্‌কাতায় যাওয়ার কথা বল্‌ছ !"

"হ্যাঁ।"

"সে এখনও দেরী আছে, এখনি তার জন্য যেন—যেন খুসী হয়ে উঠো না।"

প্রমোদের রহস্যের সুরটুকু ধরিতে পারিয়া ইন্দিরা সলজ্জে এইবার গৃহকর্ম্মে পলাইয়া গেল। সম্মুখের এই আগত বিচ্ছেদের সম্ভাবনা লইয়াই বলিতে গেলে এই প্রথম তাহাদের উভয়ের মধ্যে স্নেহ-পরিচয় আরম্ভ হইল।

কয়দিনের মধ্যেই কলিকাতা যাওয়ার সমস্ত ঠিক করিয়া প্রমোদ ইন্দিরাকে জানাইল, এইবার তাহাদের যাইতে হইবে। ম্লান ধীরপদে ইন্দিরা তাহার সমস্ত দ্রব্য গুছাইয়া দিতে লাগিল—গৃহস্থালীর সমস্ত গুছাইয়া বন্ধ করিয়া রাখিল। প্রমোদ তাহার দিকে চাহিয়া, কি তাহার সংসারের দিকে চাহিয়া, কিজন্য যে মন খারাপ করিতেছিল, তাহা সে ধরিতে পারিতেছিল না। কিন্তু যে পথে সে যাত্রা করিয়াছে, আর বছর-কয়েক সে পথে তাহাকে যে চলিতেই হইবে। একটা গোটা-মানুষ যে তাহাকে হইতেই হইবে।

সন্ধ্যায় মণীশের সঙ্গে একটু বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়া প্রমোদ শয়ন-

কক্ষের দ্বারদেশে নিঃশব্দে গিয়া উপস্থিত হইল। অতর্কিতে ইন্দিরাকে একটু ভয় দেখাইবার কিংবা আদর করিবার ইচ্ছাটাই তাহার অন্তরে সহসা উদয় হইয়াছিল। দেখিল, আলোকের নিকটে দাঁড়াইয়া সদ্য সাগরোত্থিতা ইন্দিরার ন্যায় বালিকা ইন্দিরা কি একটা করিতেছে। কার্য্যের অনবসরে আজ চুলও বাঁধা হয় নাই। শুভ্র আলোকসাগরে যেন একটি আলোকের প্রতিমা! প্রমোদ পা টিপিয়া টিপিয়া পশ্চাতে গিয়া দেখিল, একখানা পুরাতন খাতা লইয়া ইন্দিরা একমনে দেখিতেছে। প্রমোদ যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিলেও সহসা ইন্দিরা তাহার অবলম্বন টের পাইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত হইতে খাতাখানাও নীচে পড়িয়া গেল। প্রমোদ সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিল, "এ কি—এত মুখ শুকিয়ে গেছে—চুল বাঁধনি—অসুখ করেনি ত?" খাতাখানি তুলিয়া লইয়া অঞ্চলের মধ্যে লুকাইতে লুকাইতে ইন্দিরা ঘাড় নাড়িল—"না"।

"কি প'ড়ছিলে ইন্দু?"

"ও একটি খাতা।"

"খাতা? কই দেখি।"

ইন্দিরা নতমুখে "না" বলিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেই প্রমোদ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, "তা হবে না, দেখি কি পড়ছিলে!"

টানাটানি চলিতেই ইন্দিরা খাতা ছাড়িয়া দিয়া দ্রুতপদে পলাইল। প্রমোদ দেখিল, তাহারই সেই বহুদিনের পরিত্যক্ত স্বরচিত কবিতার খাতা! এ ইন্দিরা কোথা হইতে টানিয়া বাহির করিল? আশ্চর্য্য বটে! মৃদু হাসিয়া প্রমোদ দু' একটা পাতা

উল্‌টাইয়া যাইতে লাগিল। যাহা চোখে পড়িল, সবই যেন আজ বড় ভাল লাগিতেছিল। জগতের সবই আজ এত মধু কি করিয়া হইল, তাহা সে কিন্তু বুঝিতে চেষ্টা করিল না।

রাত্রে ইন্দিরা নিকটে আসিলে প্রমোদ একটু যেন নিশ্বাসের সহিতই বলিয়া উঠিল, "কাল তাহ'লে নলডাঙ্গা যাচ্চ ?"

ইন্দিরা একটু থামিয়া মৃদু ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "তুমিও তো কল্‌কাতা যাচ্চ ?"

"হ্যাঁ।"

"সেই কথাই বল্‌ছি। কতদিন এখন আর দেখা হবে না।" ইন্দিরা নিঃশব্দে রহিল।

"পত্র লিখ্‌বে তো ইন্দু ?"

"আমি তো ভাল লিখ্‌তে জানি না।"

"যেমন জান, তাই-ই লিখো। লিখ্‌বে তো ?"

ইন্দিরা ঘাড় নাড়িল। ক্ষণপরে যেন ঈষৎ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল— "কবে আবার এখানে আস্‌বে ?"

"এখানে আর কার কাছে আস্‌ব ইন্দু ! মা কি আছেন !"

উভয়ের চক্ষু হইতেই দরদর ধারে জল নামিয়া আসিল। প্রমোদ একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া ইন্দিরাকে সান্ত্বনা দিল, "কেঁদে আর ফল কি ! চুপ কর। বছর তিন পরেই আবার তোমায় আমায় এখানে আস্‌ব। তবে এর মধ্যে যখন অবসর পাব, তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌ব। এ ক'বছর দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে যাবে—ভেব না।"

প্রমোদ নিশ্চিন্তভাবেই যেন কথাগুলা উচ্চারণ করিল, কিন্তু ইন্দিরার যেন মাঝে মাঝে দম আট্‌কাইয়া যাইবার মত হইতে

লাগিল। তিন বৎসর ?—দীর্ঘ তিন বৎসর ! এতদিন কি করিয়া তাহার কাটিবে !

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—০—

মাস কয়েকের মধ্যেই প্রমোদ বিলাত গিয়া নিজের ডাক্তারি শিক্ষার উৎকর্ষসাধন করিয়া আসিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। বাধা দিবার ভয়ে মণীশকেও জানাইল না—নিঃশব্দে সম্পত্তি ও অর্থাদির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া, ইন্দিরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল। ইন্দিরাকে সে পত্র লিখিত এবং সেও উত্তরে—প্রমোদ যে মাঝে সেখানে যাইবে বলিয়াছিল, সে প্রতিশ্রুতিটা ইন্দিরা তাহাকে প্রায় প্রতিপত্রেই মনে পড়াইয়া দিত। তাই স্বামীর আগমন-সংবাদে সে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর যে কি জন্য এ আগমন, সে বেচারা স্বপ্নেও তাহা ভাবিতে পারে নাই।

প্রমোদ তাহার মুখখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া, "ভাল আছ ইন্দু!" প্রশ্ন করায় সে লজ্জায় এবং নিজের অতিরিক্ত আনন্দের ভারে বিব্রত হইয়া, মুখখানা সরাইয়া ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে করিতে ঘাড় নাড়িল, "হুঁ।"

"আমার জন্য মন কেমন ক'রত না একটুও ?"

প্রমোদের এ অন্যায় আক্রমণে দ্বিগুণ বিব্রত লজ্জিত হইয়া ইন্দিরা কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাহার আরক্ত-সুন্দর মুখ মুখের নিকটে উন্নত করিয়া ধরিয়া প্রমোদ কেবলই সেই একই প্রশ্ন করিতেছিল, "মন কেমন করেনি? বল।"

লজ্জারুণ মুখে শেষে ইন্দিরা বলিয়া ফেলিল, "করেনি বৈকি!"

"কর্‌তো?" ক্ষণপরে সহসা প্রমোদ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, যদি এখন আমার সঙ্গে তোমার অনেকদিন দেখা না হয়, তা'হ'লে কি তোমার খুব বেশী মন কেমন কর্‌বে ইন্দিরা?"

মুহূর্ত্তে ইন্দিরার মুখের রক্তোচ্ছ্বাস সরিয়া গিয়া সমস্ত মুখটা সাদা হইয়া উঠিল। শঙ্কিতমুখে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া ইন্দিরা প্রশ্ন করিল, "এ কথা কেন বল্‌ছ?"

"বল্‌ছি সে কথা পরে, বল না, মন কেমন কর্‌বে?"

"হ্যাঁ" বলিতে বলিতে ইন্দিরা বালিকার মত কাঁদিয়া ফেলিল। লজ্জা করিবার মত কিছু আর তখন তাহার মনে ছিল না।

প্রমোদ ব্যস্ত হইয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "ও কি? কাঁদ্‌ছ কেন? কাঁদ্‌বার কথা তো আমি কিছু বলিনি।"

ইন্দিরা যথাসাধ্য আত্ম-সংবরণ করিতে করিতে বলিল, "কোথায় যাবে?"

"অমন যদি কর তো বল্‌ব না।" "আর কর্‌ব না বল।"

নির্দ্দয় ব্যাধের মত শরাহত-পক্ষীটির গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রমোদ বলিল, "আর দিন পনের পরে আমি বিলাত যাব ঠিক্ ক'রেছি। সেখান থেকে বড় ডাক্তার হয়ে এসে, দেশের আমাদের গ্রামের লোকের উপকারে সে বিদ্যার সার্থকতা ক'র্‌ব; ইন্দিরা—এই-ই আমার জীবনের মহৎ ব্রত। এতে তুমি অধীর

কাতর হয়ো না। আমার কাজে তোমার উৎসাহই দেবার কথা,—জান তো।”

ইন্দিরা স্তম্ভিতভাবে অপলকনেত্রে স্বামীর পানে কেবল চাহিয়া রহিল। শেষে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, “তুমি বিলাত যাবে!” “হ্যাঁ।”

“সেখানে গেলে যে জাত যায়!”

“ও সব মিছে কথা। আর অন্যের কাছে জাত যাক্ আর থাক্—তোমার কাছে কি আমার কোন অবস্থাতেই জাত যেতে পারে? বল।”

“না।”

“তবে? অন্যেরা যাই বলুক, আমাদের তাতে ক্ষতি কি?”

ইন্দিরা একটু যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিল, “ক মাস সেখানে থাক্‌বে?”

প্রমোদ এইবার বিষণ্ণ হইয়া বলিল, “মাস নয় ইন্দু, কম ক’রেও বছর-দুই লাগ্‌বে। তাই-ই ভাব্‌ছিলাম—বেশী মন কেমন করবে হয় ত তোমার।” এইবার ইন্দিরা প্রমোদের ক্রোড়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। ব্যস্ত হইয়া প্রমোদ তাহাকে নানা উপায়ে নানা কথায় সান্ত্বনা দিতে লাগিল। তাহার চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে প্রমোদের নিজের চোখ দুটিও কিন্তু এক এক বার ভিজিয়া উঠিতেছিল।

অনেক চেষ্টায় ভবিষ্যতের অনেক সুখের চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রমোদ তাহাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিতে পারিল। ইন্দিরা তখন একটু হাসিয়া বলিল, “কিন্তু একটা কথা”—

“কি?” ইন্দিরা কিছুতেই বলিতে পারিল না, কেবল একটু একটু হাসে—প্রমোদও ছাড়ে না। শেষে ইন্দিরা স্বামীর ক্রোড়ে

মুখ লুকাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "সেখানে গেলে মেম বিয়ে করতে হয় না কি ?"

প্রমোদ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। শেষে আদর করিয়া বলিল, "এই তো আমার মেম ঘরেই রয়েছে !"

"হুঁ—তাই বুঝি ? তারা কত সুন্দর—"

"তোমার চেয়ে হবে কি ? আর হলেই বা কি ! আমার যে তুমি আছ ইন্দিরা। তোমার সে ভয় নেই, আমারই বরং ভয় আছে—পাছে জাত যাবার ভয়ে, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করবার ভয়ে তুমি না আমার কাছে যেতে চাও। শুনেছি, এ রকম ঘটেছে নাকি অনেক।" ইন্দিরা অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। তাই নাকি সম্ভব !

"যাক্, শোন। যা আমার সম্পত্তি—সব দাদাদের বিক্রী ক'রে তোমার নামে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে দিলাম। আমার দরকারমত সঙ্গেই নেব—আর এই বাক্সটি তোমার কাছে রেখে দিও। তোমার এখন যা দরকার, তার চেয়েও ঢের বেশী টাকা এতে রইল ; তোমার বাপ না মনে করেন, তোমায় আমি তাঁর ভারস্বরূপ রেখে যাচ্ছি।"

ইন্দিরা ক্ষীণস্বরে বলিল, "আমার কাছে কেন ? বাবাকেই দিয়ে যাও—ব'লে যাও। আর আমার নামে কেন ওসব বলছ—তোমার নামেই ওসব রেখে যাও। তুমি শীগ্‌গির এসে আবার নেবে।"

"আমার নামে রাখাও যা, তোমার নামে রাখাও তাই ভবিষ্যৎ ভেবে সবই করতে হয়। আমি তোমার বাবাকে বা ভাই বোনদের কারুকেই এখন কিছু বলব না—পাছে কোন বাধা পাই,

এই আমার ভয়। যাব যখন, সবাই জানবে। মণীকে পর্যন্ত বলিনি তাই। তুমিও এখন কারুকে ব'লো না।"

বিশ্রী আর্ত্তকণ্ঠে ইন্দিরা আবার কাঁদিয়া উঠিল,—"সত্যই যাবে?" প্রমোদ দুঃখিতভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, "আমার উন্নতিতে কি তোমার এত কাতর হওয়া উচিত, ইন্দিরা? আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আশা সফল করতে বাধা দিও না তুমি। দেখতে দেখতে এ দু'বছর কেটে যাবে—কেন ভয় করছ? এতে আমায় নিরুৎসাহ করা হয় যে ইন্দু!" ইন্দিরা কষ্টে ক্রমে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "তবে দু'চারদিন থেকে যাবে, বল?"

"তাতেই যদি খুসী হও, তাই থাক্‌ছি।"

প্রমোদ আসিয়াছে শুনিয়া মৃন্ময়ী তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল। জ্যেঠাইমার কথা বলিয়া সে কত কাঁদিল; তাহাদের সংসারের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংবাদেও বড় দুঃখ বোধ করিল। অনুর তত্ত্ব পুনঃ পুনঃ লইতে লাগিল।

প্রমোদ বুঝিল, মিনু এখনো পর হইয়া যায় নাই। একদিন প্রমোদকে ইন্দিরার কথা একটু রহস্যের ভাবেই মৃন্ময়ী বলিতেছিল। কেন না, তাহার সহিত তাহার দুই স্বাদ। "বৌকে তোমার বাসাতেই কেন নিয়ে যাও না! তুমি শীগ্‌গিরই আবার চ'লে যাবে ব'লে ওর মুখ তোমার আসার পর থেকেই কি রকম শুকিয়ে যাচ্ছে দেখ্‌ছ প্রমোদ-দা; ছিঃ—তোমরা বড় দুষ্ট, কিন্তু পড়া-শোনাই তোমাদের সব।" হাসিতে হাসিতে মৃন্ময়ী কথাটা বলিতেছিল, কিন্তু শুনিতে শুনিতে প্রমোদের মুখও মলিন হইয়া উঠিতেছিল। বালিকার বেদনা যেন সে নিজের হৃদয়ে ক্রমে তীব্রভাবেই অনুভব করিতেছিল। কিন্তু আর ফেরা চলে না।

প্রমোদ সহসা বলিয়া ফেলিল, "মিনু, তোমায়ই এখন তোমাদের বৌর অভিভাবক হয়ে থাকতে হবে দেখ্ছি।"

মৃন্ময়ী বিস্ময়ে ত্রস্তে বলিল, "সে কি? কেন, তুমি কি এখন শীগ্‌গির আর আস্‌বে না? ওরকম কথা কেন বলছ?"—

প্রমোদ সতর্ক হইয়া লইল, "শীগ্‌গির আর কৈ—এই তো দেখ্ছ কতদিন পরে এলাম। এখন আরও অনবসর পড়্‌বে। তোমাদের কাছেই এখন কিছুকালের জন্য স্থায়ী বাস হ'ল যে।"

সে রাত্রে প্রমোদ ইন্দিরাকে আর শান্ত করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না। ইন্দিরার মনে হইতেছিল—এমনি করিয়া একে একে তাহার সকলেই চলিয়া যাইতেছে। এইবার বুঝি স্বামীও চলিলেন। আর কি সে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে? প্রমোদ তাহাকে একটু উত্তেজিত করিবার জন্য বলিল, "দেখো, যেন আমায় ভুলে যেও না।" ইন্দিরা ক্ষীণ হাসি হাসিল। "হাস্‌লে যে? তার মানে ভুল্‌তেও পারি—না?"

এইবার দুঃখের ম্লান-হাসির সঙ্গে ইন্দিরা বলিল, "তুমিই আমায় ভুলে যাবে, দেখো।" ইন্দিরার কণ্ঠস্বরে ব্যথা পাইয়া প্রমোদ বলিল, "এ কি তোমার আন্তরিক কথা, ইন্দিরা?"

ইন্দিরা তাহার ক্রোড়ে মুখ লুকাইল। প্রমোদ তাহার মাথাটা তুলিয়া ধরিয়া মুখখানা নিজের দিকে ফিরাইয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "বল, এ কি তোমার বিশ্বাস হয়? আমার দিব্য, যদি সত্যি কথা না বল। বল, তোমার কি মনে হচ্চে!"

ইন্দিরা স্বামীর পানে স্থির চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "বিশ্বাসের কথা বলো না। এ বিশ্বাস হ'লে, কোন্ ভরসায় বেঁচে থাক্‌ব তবে? বিশ্বাস নয়, কেবল একটা কেমন ভয় আস্‌ছে।"

"কিসের ভয় তবে ইন্দু ?"

"কেবলি মনে হচ্চে, আর বুঝি—আর বুঝি—পাব না"—বলিতে বলিতে ইন্দিরা স্বামীর ক্রোড়ে আবার মুখ লুকাইল। প্রমোদের সমস্ত হৃদয় এই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার ভালবাসার নিকটে মাথা হেঁট করিয়া, এবং নিজের ভবিষ্যতের বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া নিজেকে দান করিবার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি লইতে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল, "এক যদি ভগবান্ না ডেকে নেন,—দেখো—আমি যত বাধা ঠেল্‌তে হয়, ঠেলে তোমার কাছে আবার এমনি ক'রে এসে তোমায় বুকে নেব। তুমি আমার প্রতীক্ষায় থেকো, দেখো—এ কথা আমার মিথ্যা হবে না।"

ইন্দিরা চক্ষের জল মুছিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আমার যা হয় হোক্—ভগবান্ তোমায় নিশ্চয় নিরাপদে ফিরিয়ে আন্‌বেন।"

"তবে আমায়ও তুমি পাবে আবার। কিসের ভয় আমাদের তবে আর ?"

প্রমোদ চলিয়া যাইবার পরে সাত আট দিন ইন্দিরা উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় কাটাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে মৃন্ময়ীর নিকট যাইত, মৃন্ময়ী তাহার ম্লান মুখ দেখিয়া পরিহাস করিলে বিষণ্ণভাবে হাসিত। সেদিনও সে মৃন্ময়ীর নিকটে ছিল, ইতিমধ্যে তাহার এক বৈমাত্র-ভগিনী আসিয়া ডাকিল, "দিদি, শীগ্‌গির বাড়ী চল।"

শঙ্কিত মুখে ইন্দিরা বলিল, "কেন রে ?"

"জামাই বাবুর কি খবর এসেছে—চল তুমি।"

মৃন্ময়ী চমকিত হইয়া উঠিল—"জামাইবাবুর খবর? সে কি রে?" প্রমোদ-দা ভাল আছে ত?"

"তা জনি না—চল দিদি, গিন্নির বাবা ডাক্‌ছেন।"

ইন্দিরার নিস্পন্দ অবস্থা দেখিয়া মৃন্ময়ী তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে প্রায় টানিয়া লইয়া যথাসাধ্য দ্রুতপদে তাহাদের বাড়ী গিয়া দেখিল, সেখানে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। ইন্দিরার বিমাতা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিতেছেন—পিতা মস্তক ধরিয়া বসিয়া আছে, পাড়ার লোকেরা গালে-নাকে হাত দিয়া দলে দলে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, ব্যাপার কি—ব্যাপার কি! বিমাতা বলিতেছেন, "আমার পেটেরও তো পাঁচটা আছে, আমি ঐ মেয়ের জন্যে একঘরে হয়ে থাক্‌ব! এখনি ও মেয়েকে বিদেয় ক'রে দাও, তার যে যেখানে আছে, তাদের কাছে।"

পিতা সনিশ্বাসে বলিলেন, "এখনি সে ভয়, সেই তবে তার সঙ্গে যদি সম্বন্ধ রাখ্‌তে হবে, তা হ'লে তাই হবে বটে! এমন কুলাঙ্গারকেও মা-মরা মেয়েটা সম্প্রদান করেছিলাম!"

বিমাতা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "সম্বন্ধ রাখ্‌ব? এখন থেকেই আমার সম্বন্ধে কাজ নেই। পাঠিয়ে দাও মেয়েকে তার ভাসুরদের কাছে। যাদের জাত, তারাই বুঝুক।"

মৃন্ময়ী তাঁহাকে ধরিয়া প্রায় ঝাঁকাইয়া দিয়া বলিল, "কি হয়েছে, আগে তাই বল না গো,—এ কি জ্বালা!"

বিমাতা হাত-মুখ নাড়িয়া বলিলেন, "তোমারই বাপের দেশের কুলের ধ্বজা ধনুর্দ্ধর ছেলে বাছা! তোমরাই তো ভাল ছেলে—বড়লোকের ছেলে ছেলে ক'রে এই সম্বন্ধ জুটিয়েছিলে। এখন শোন তার কীর্ত্তি। ছেলে বিলাত চ'লে গেছেন। শ্বশুরকে সেই সংবাদ দিয়ে আবার লেখা হয়েছে, 'আপনি আপনার কন্যাকে এই দুই বৎসর কাছে রাখ্‌বেন।' কেন রে বাপু, নিজের ভাইদের

কাছে রেখে গেলেই তো হ'তো। গরীব—আমাদের জাতই সর্ব্বস্ব। সে আমি পারব না, তা আগে থেকেই ব'লে দিচ্চি।"

পিতা "আঃ, চুপ্ কর না—কি ব্যবস্থা করেছেন বাবাজী, জানি আগে, আগে থাকতেই ব'কে মরছ কেন?" বলিয়া স্ত্রীকে বৃথা থামাইতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

মৃন্ময়ী তখন সরোষে বলিল, "তা না হয়, প্রমোদ-দাদা বিলাত থেকে এলেই ওর জাত যাবে, এখনি কেন এত বক্‌ছ? ওর কি থাকবার জায়গা নেই! ননদরা ভাসুররা রয়েছে, তা ছাড়া ওর নিজেরই বাড়ী প'ড়ে রয়েছে। দাঁড়াও, ওকে সেইখানে রাখারই ব্যবস্থা করাচ্চি তাদের জানিয়ে।"

"তাই কর বাছা, মেমসাহেব হওয়া আমার কাছ থেকে পোষাবে না।"

ইন্দিরা ভয়ে লজ্জায় যেন কাঠ হইয়া গেল। হাতে পায়ে ধরিয়া মৃন্ময়ীকে নিরস্ত করিল। কেন না, প্রমোদের ইচ্ছামত তাহাকে যে এইখানেই থাকিতে হইবে; কিন্তু বিমাতা ও প্রতিবাসীদিগের বিদ্রূপে এবং বক্র দৃষ্টিতে তাহার কোমল সরল হৃদয়খানি বেদনায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের যে আত্মীয়-স্বজনের নিকটে কিরূপ হেয় হইয়া ত্যজ্য হইয়া থাকিতে হইবে, বলিকা এইবার তাহার আভাষ পাইয়া শিহরিয়া উঠিল। লোকে প্রমোদের উদ্দেশ্যে এমনি ধিক্কার দিতে লাগিল, যেন সে কি গুরুতর গর্হিত কর্ম্মই করিয়াছে। সেই সব শুনিতে শুনিতে বালিকার তরল মনও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে লাগিল। কেন স্বামী না বুঝিয়া এমন কার্য্য করিলেন? এজন্য পরে না জানি তাঁহকে কত কষ্টই পাইতো হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—০—

ধীরে ধীরে ইন্দিরার দিন কাটিতে লাগিল। অনুর নিকট হইতে বেদনা-ভরা দুইখানা পত্রে ইন্দিরা জানিল, তাহার ছোট-দা আত্মীয়-স্বজনকে একটু সংবাদ না দিয়া একেবারে লার্ক জাহাজে বিলাতযাত্রা-পথ হইতে, এডেন্ সুয়েজ প্রভৃতি বন্দর হইতে তাহাদের পত্র দিয়াছে, এজন্য অনু অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া আছে। অন্য দুই ভ্রাতারা এবং মনোরমাও যে প্রমোদের এই বিলাতযাত্রা সংবাদে তাহাকে কুলাঙ্গার বলিয়া অভিহিত করিতেছে—তাহাও ইন্দিরা জানিতে পারিল। অনুও প্রমোদের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত। তাহার ছোট্দা যে এমন নির্ম্মায়িক হইয়া আত্মীয়-স্বজনের পর হইতে পারিবে, ইহা সে কখনও জানিত না। এই সব শুনিয়া শঙ্কায় ইন্দিরা দিন দিন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। কি হইবে। তাহার স্বামীকে কি তবে সকলেই ত্যাগ করিবে? অনু ইন্দিরাকে নিজের নিকটে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু মৃন্ময়ী পরামর্শ দিল, "না, প্রমোদ-দা তোমায় যে ব্যবস্থায় রেখে গেছেন, তাই তুমি থাক।" কিন্তু ইন্দিরা দু একটা কারণে আশ্চর্য্য হইতেছিল—প্রমোদের পত্র সকলেই পাইয়াছে, সেই পায় না কেন?—আর বিমাতা সহসা এমন সদয় ব্যবহার আরম্ভ করিলেন কেন? পিতা না হয় সন্তানের দুঃখে কিছু পরিবর্ত্তিত হইতে পারেন—কিন্তু বিমাতাটি তো সে রকমের লোক নন। প্রমোদ যে তাহার নামেও

নিকটে প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছে, এ কথা তাহার পিতা মাতা তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়াছেন এবং ইহাতে যে সে ঘোর ষড়্‌যন্ত্রজালের মধ্যগত জীব হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বালিকা কিরূপে বুঝিবে? ক্রমে ক্রমে তাহাকে স্বমতে আনিয়া তাহারা প্রমোদের সহিত ইন্দিরাকে ভেদ করিয়া দিয়া, নিজ স্বার্থসাধনের চেষ্টায় প্রমোদের সমস্ত চিঠি-পত্র তাহারা নষ্ট করিতেছিল। বিলাত গেলে কেহ কি মেম বিবাহ না করিয়া ফেরে? আর স্বামীই বিধর্ম্মী হইলে কত স্ত্রী যে তাহার সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাপের কুলেই চির-আশ্রয় লইয়াছে—হিন্দুর মেয়ের যে অখাদ্য-খাদক—জাতিধর্ম্মচ্যুত স্বামীর স্পর্শও লইতে নাই—এরূপ উপদেশও সে মাঝে মাঝে শুনিতে পাইত; অশ্রুপূর্ণ লোচনে একদিন মৃন্ময়ীকে সে এ কথা বলিলে মৃন্ময়ী হাসিয়া বলিল, "বলুক না যা খুসী,—তুই চুপ ক'রে দিন কাটিয়ে যা।" কিন্তু কিছুদিন পরে ইন্দিরার ভাগ্যদোষে মৃন্ময়ীও স্বামীর চাকরীর স্থানে চলিয়া যাওয়ায় বালিকা নিজেকে একেবারে বান্ধবহীন বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

বৎসর কাটিয়া গেল। প্রমোদের কোন সংবাদ তো সে পায়ই না, অনুও এখন তাহার আর কোন খবর লয় না। স্বামী না হয় শিক্ষার অনবসরে পত্র দিতে পারেন না, কিন্তু অনুও কি তবে তাহাদের ত্যাগ করিল? এমন সময়ে সহসা ইন্দিরার পিতৃবিয়োগ হইল। শোকাকুলা বালিকা দ্বিগুণ বিপদ্‌গ্রস্তা হইয়া পড়িল। তাহার বিমাতা বান্ধবশূন্য অবস্থায় আর সেখানে থাকিতে চাহেন না,—নিজের বাপের বাড়ীতে যাইতে চান। ইন্দিরাকেও সঙ্গে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি চলিতেছিল।

ইন্দিরার এই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় সহসা একদিন সে

তাহার মেজো জা' কুমুদের স্ত্রীর পত্র পাইল। ইন্দিরার জন্য অনেক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সে লিখিয়াছে, তাহার বর্ত্তমানে ইন্দিরার বাপের বাড়ী থাকা উচিত নয়। ইন্দিরা যদি রাজী থাকে তো সে তাহাকে নিকটে আনিতে চায়। তাহারও শরীর খারাপ, দু'টি জায়ে একসঙ্গে থাকিবে। তাহার পুত্রকন্যা ইন্দিরারও পুত্রকন্যা-স্থানীয়া হইবে ইত্যাদি। প্রমোদের আত্মীয়বর্গের এই আহ্বানে ইন্দিরা যেন হাতে স্বর্গ পাইল। পিতৃবিহীনা হইয়া বিমাতার সঙ্গ আর সে সহিতে পারিতেছিল না। তা ছাড়া সেইখানেই যে তাহার দুদিনের সুখ-স্বর্গের সহস্র স্মৃতি-জড়িত রহিয়াছে। সে যদি প্রমোদের সেই ঘরে দিনান্তেও একবার যাইতে পায়, তাহা হইলে এ একবৎসর বুঝি একরকমে সে কাটাইতে পারিবে। বিশেষ সে গ্রামে মণীশ আছে, অবশ্যই প্রমোদের খবরও সে পাইবে এবং নিজের সংবাদও তাহাকে দিতে পারিবে।

কিন্তু তাহার মূলেই ভুল। কুমুদের স্ত্রী তাহাকে লইয়া গিয়া সে বাড়ীতে একদিনও দাঁড়াইতে দিল না। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সহিত তাহাকে কুমুদের চাকরীর স্থানে যাত্রা করিতে হইল। যে গৃহের জন্য তৃষিত হইয়া সে জায়ের প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানাইল—কোথায় রহিল সে গৃহ; একবার মণীশের নিকটে তত্ত্ব লইবারও তাহার সুযোগ মিলিল না। সে বালিকা বধূ কাহার দ্বারা লজ্জাহীনার মত এ কাজ করিবে!

জায়েরা বিলাত-ফেরত ব্যক্তিবর্গের স্ত্রীর লজ্জাহীনতা এব চাল্-চলনের কয়েকটা দৃষ্টান্ত তুলিয়া ভবিষ্যতে ইন্দিরারও সেইরূপ হইবার আশা আছে, তাহার উল্লেখে যেরূপ হাসিয়া অধী

হইয়াছিল, তাহাতে ইন্দিরা এমনি সঙ্কুচিতা হইয়া গেল যে, প্রমোদের নাম পর্য্যন্ত সে আর তাহাদের কাছে মুখে আনিতে পারিল না। সে যেখানেই থাকুক, স্বামী যে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে খুঁজিয়া লইবেনই—অন্ততঃ গ্রামের লোকের নিকটেও যে তাহার সন্ধান পাইবেন, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া অগত্যা ইন্দিরা কুমুদের পরিবারবর্গের সহিত প্রবাসে যাত্রা করিল। জায়েদের নিকটে আর একটি বিষম খবর পাইয়া সে মর্ম্মাহতা হইয়াছিল। মিহির নাই! কয়েকদিন হইল, অনু বিধবা হইয়াছে। অনুর সংবাদ না পাওয়ার কারণ এতদিনে সে বুঝিল।

আবার ধীরে ধীরে বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিল! ইন্দিরার এখন তেমন কোন কষ্টই নাই। গৃহস্থালীর তদারক ও পুত্র-কন্যাদের সম্পূর্ণ ভার তাহার উপর দিয়া যে জা নিজের স্বাস্থ্যহীন শরীরকে সর্ব্বদা বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করাইতেন, তাহাতে ইন্দিরার এখন তেমন কোনই কষ্ট-ই নাই। কাজের ধূমের অনবসরে তাহার দিন-রাত্রি বরং ভালই কাটিয়া যাইত। কেবল স্বামী ফিরিলে ইন্দিরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র কেমনভাবে ভাসুর, জা প্রভৃতির সাক্ষাতেই মাথার কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া হাতে হাত ধরিয়া হ্যাণ্ড-শেক্ করিবে, তখনি শাড়ী ফেলিয়া গাউন ও জুতা-মোজা পরিয়া সকলের সাম্‌নে কেমন গট্-গট্ করিয়া বাহির হইয়া যাইবে, সেই সব বর্ণনা করিতে করিতে জা যখন হাসিয়া লুটাইতেন, পুত্রকন্যারা যখন মায়ের কথায় অবাক্‌ভাবে কাকীমার পানে চাহিত, তখন ইন্দিরার লজ্জায় যেন মাথা কাটা যাইত। সে তখন ভাবিত, প্রমোদ ফিরিলে তাঁহার হাতে-পায়ে ধরিয়া মাথার দিব্য দিয়া সে তাহাকে এরূপ অনাচার হইতে নিবৃত্ত রাখিবে।

সে কিছুতেই এরূপ লজ্জাহীনা হইতে পারিবে না—প্রাণ গেলেও না। প্রমোদকেও সে সাহেব হইতে দিবে না। সেখানে যাহ হইয়াছে হউক, এখানে গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বামী নিশ্চয় হিন্দুর ব্যবহারেই থাকিবেন। এমনই সুখের আশায় বিভোর হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বৎসরও তাহার কাটিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে, তখন কুমুদ বরিশালে গিয়াছিল। নদীর ধারে তাহার বাঙলার সুমুখে সহসা একদিন একজন সাহেব আসিয়া একজন পরিচারককে প্রশ্ন করিল, "এ বাঙলা কার?" চাকরটা আ-ভূমি সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর—ইটা ডিপুটী বাবুর বাঙলা।"

"তাঁর নাম কি কুমুদকুমার?"

"আইজ্ঞা—আইজ্ঞা—মুই তো—আইজ্ঞা—

প্রমোদ বুঝিল, লোকটা অত জানে না। বলিল, "বাবু বাসায় আছেন?"

"আইজ্ঞা—না।"

"কখন্ ফিরবেন?"

"এহনি ফির্‌তি পারেন।"

"তবে আমি বারান্দায় একটু বস্‌ছি—বুঝ্‌লি?"—চাকরটার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সাহেব বারান্দায় উঠিয়া একটা কাষ্ঠাসন টানিয়া উপবেশন করিল।

সহসা পার্শ্বস্থ গৃহের মধ্যে বালোচিত কলকণ্ঠ বাজিয়া উঠিল, "আমায় ধলো দিকিনি, কাকীমা, আমায় ধলো দিকিনি।" বলিতে বলিতে একটি ক্ষুদ্র বালিকা দ্বারের পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহিরে আসিল এবং প্রমোদকে লক্ষ্য না করিয়া দুই হাতে পর্দ্দাটা অনেকখানি অপসারিত করিয়া ধরিল—"কাকীমা আমায় ধলো না"—

গৃহ মধ্যে ইন্দিরা, বালিকাকে দুধ খাওয়াইবার জন্য ধরিতে অগ্রসর হইতেছিল। সহসা দেখিল, একজন সাহেব সাগ্রহ-নেত্রে গৃহমধ্যে দৃষ্টিপাত করিতেছে। ত্রস্তে ইন্দিরা গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

সাহেবটি প্রথম মুহূর্ত্তে চমকিত হইয়া উঠিল এবং পর-মুহূর্ত্তে গৃহমধ্যে আর কেহ নাই দেখিয়া আঘাতপ্রাপ্ত বিবর্ণমুখে দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া যেন কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছিল। সহসা পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল, গৃহস্বামী বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে উঠিয়া আসিতেছেন।

সাহেব এইবার তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, "আপনিও চিন্‌তে পার্‌ছেন না—নাকি? আমি প্রমোদ।"

"প্রমোদ? তুমি? কোথা থেকে? তুমি না বিলাতে ছিলে?"

"আজ্ঞে হাঁ, দিন কয় হ'ল দেশে ফিরেছি।"

"তার পর? যার জন্য জাত-ধর্ম্ম সব বিসর্জ্জন দিলে, তার কি হ'ল? ফেল হ'য়েছ বুঝি?

"কেন? আমি সি এস্ হয়েছি।"

"পাশ হয়েছ তাহ'লে? বেশ! এই দিকেই কি চাকরী পেয়েছ না কি?"

প্রমোদ তীক্ষ্ণভাবে বলিল, "ভয় নেই, জাহাজ থেকে নেমে ছুটে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়ে যে রকম ব্যবহার পাচ্ছি, তাতে আর আপনার কাছেও তার চেয়ে অন্য কিছু পাব ব'লে আশা রাখিনি। আপনার বাড়ী এসে আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত কর্‌তে চাই না আমি। আমার স্ত্রী আপনাদের কাছে আছে জান্‌লাম, তাই—

প্রমোদের ইঙ্গিতে কুমুদ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার কথা সমাপ্ত হইতে না দিয়া বলিয়া উঠিল, "আত্মীয়-স্বজন যদি তোমায় নিয়ে এখন একপাতে না খেতে চায় বা স্ত্রীলোকেরা তোমায় ছুঁতে রাজী না হয়, তাতে তোমার রাগ হ'তে পারে, কিন্তু আমরা তো জাত-ধর্ম্ম ছাড়্‌তে পার্‌ব না!"

প্রমোদ হাসিয়া বলিল, "সে আমি এই ক'দিনেই বুঝ্‌তে পেরেছি বৈ কি, যে নিজের ভাই শিক্ষার জন্যে অনুপায় হ'য়ে অনাচার কর্‌লেও তাকে ছুঁলে জাত যায়—আর প্রভুদের সঙ্গে বন্ধুদের মজ্‌লিশে সখ্ ক'রে সে অখাদ্যগুলো অহরহ পেটে পূর্‌লেও সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের গায়ে আঁচড়টি লাগে না। এখন আমার স্ত্রী—"

কুমুদ রক্ত-চক্ষে বলিল, "এখনি তাঁকে নিয়ে যাও। নিজের তো সর্ব্বনাশ করেইছ এখন সে কুলস্ত্রীটিরও পরকাল নষ্ট না করলে তো তোমার চল্‌বে না। সে সমাজে এখন তাঁকে তুমি নিয়ে যাবে—তিনি যদি যথার্থ হিন্দু-নারী হন্ কখনই স্বেচ্ছায়

যেতে চাইবেন না। কিন্তু যখন তোমার হাতে পড়েছেন, তখন বাধ্য হয়েই তাঁকে যেতে হবে বুঝ্‌ছি, এই-ই তাঁর ভাগ্যলিপি। যাক্‌, তুমি দাঁড়াও, আমি—"

সম্মুখের পর্দ্দা সরাইয়া মেজ বধূ ডাকিল, "এস ঠাকুরপো, ভেতরে এস।"

শুষ্ককণ্ঠে প্রমোদ ম্লান হাসিয়া বলিল, "ভেতরে কি ক'রে যাব—জাত যাবে না তোমাদের ?"

"এ ঘরে জল-টল কি খাবার জিনিষ কিছু নেই—এটা অমনি রাস্তার মত ঘর—এতে ঢুকলে দোষ হবে না—এস। কি করি ভাই—তোমার দাদার যে আচার। তিন সন্ধ্যে তাঁর আহ্নিক—একটু কি অনাচার কর্‌বার জো আছে ? সবাই বলে 'হাকিমের আবার এত কেন গোঁ! এমন তো কেউ দেখেনি।' ওরে একটা চেয়ার্‌ এনে দে ত কেউ। বেতের কি কাঠের আনিস্‌, বুঝ্‌লি ?"

প্রমোদ গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া বলিল, "চেয়ারে দরকার নেই—বৌদি, শীগ্‌গিরই আমায় ফির্‌তে হবে।"

"এখন তো ষ্টীমার যাওয়ার সময় নেই,—হোটেলে গিয়ে উঠ্‌বে কি ছোট বৌকে নিয়ে ? কি সর্ব্বনাশ! যা কর ঠাকুরপো, আমাদের চোখের আড়ালে গিয়ে ক'র—এখানে না। সে যায় সেই ভয়েই কাঠ হয়ে আছে। এই বরিশালেই তাকে মেস্‌ বানিয়ে নিয়ে চ'লো না ভাই—দোহাই ?"

প্রমোদের মাথা ক্রমশঃ কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিতেছিল। তীব্রস্বরে সহসা সে বলিয়া উঠিল, "তার যদি আমার কাছে যেতে এতটুকুও ভয় বা আপত্তি থাকে, তা হ'লে জেনো, কখনই তাকে আমি জোর ক'রে নিয়ে যাব না।"

"তুমি হাসালে ঠাকুরপো! কোন্ হিন্দুর মেয়ের আবার জাত-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছে থাকে? তার এখন সেই যে বলে—'পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে' তাই যদি কর তুমি। নৈলে তাকে মেম্ বল্লে তো সে কেঁদেই অস্থির হয়। তোমাদের দলের মেয়েদের চলা-ফেরার কথা শুনে সে তো আড়ষ্ট হয়ে আছে।

কুমুদ গম্ভীরমুখে বলিল, "আর্য্য-নারীর তাই তো হওয়া স্বাভাবিক।"

প্রমোদ অধীর-স্বরে বলিল, "তাকে একবার ডাকুন, কি তার মত—আমি স্পষ্ট জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই।"

"আচ্ছা" বলিয়া মেজবধূ চলিয়া গেল। প্রমোদ স্তব্ধভাবে চেয়ার-খানার উপরে বসিয়া পড়িল। কুমুদ যে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহা তাহার খেয়ালেই আসিল না। তাহার মাথার মধ্যে রক্তগুলা তখন বোধ হয় তাণ্ডব-নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছিল।

মেজবধূ দ্বার পর্য্যন্ত ইন্দিরাকে টানিয়া আনিয়া ব্যঙ্গের সহিত বলিতে লাগিল, "আয় না লো—এখন আমাদের দেখে লজ্জা কর্‌ছিস্—এখনি যে দুনিয়ার লোকের সাম্‌নে বরের হাত ধ'রে চল্‌তে ফির্‌তে হবে। অত ঘোমটা কিসের—একেই বলে 'নাচ্‌তে বসে ঘোম্‌টা'।"

প্রমোদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "আমার সঙ্গে যেতে যদি তোমার বিন্দুমাত্রও ভয় থাকে—একটুও অমত থাকে—আমি জোর ক'রে তোমায় নিয়ে যাব না। তোমার ইচ্ছা কি—স্পষ্ট ক'রে বল।"

অবগুণ্ঠনবতী ইন্দিরার তখনও শরীরের কম্পন থামে নাই।

মেজবধূ তাহা লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ হাসিয়া বলিল, "কেঁপে গেলি যে—কিসের এত ভয়? ঘোম্‌টা ফেলে কথা ক',—মুখ তোল্। তোর লজ্জা দেখে সাহেব ঠাকুরপোর আমার নিশ্চয় এই লজ্জা কর্‌ছে যে, এ মেয়েকে কি ক'রে সেই আলোকপ্রাপ্তা শিক্ষিতাদের সমাজে মিশ্ খাওয়াবো। না? নে, এখন লজ্জা রেখে, মেম্ হ'তে চাস্ তো এই বেলা যা হয় কর্। ঠাকুরপো এখনি তোকে হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানেও কি এমনি ঘোমটা টেনে যাবি?"

ইন্দিরা বাঙ্‌নিষ্পত্তি বা কোনরূপ চাঞ্চল্যের আভাষও প্রকাশ করে না দেখিয়া প্রমোদ বলিল, "বুঝ্‌লাম, তবে তাই থাক,—আমারও ত আর এতে বিন্দুমাত্র অমত নেই।"

সবেগে প্রমোদ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। বাহির হইতে একবার যেন কানে একটা কি স্বর—একটা করুণ আর্তনাদের মত শব্দ প্রবেশ করায় একবার একটু দাঁড়াইল। ঘরের মধ্য হইতে কোন' চাঞ্চল্যেরই আর সাড়া পাওয়া গেল না। নিজের ভ্রম মনে করিয়া প্রমোদ চলিয়া গেল এবং সেই দিনই বরিশাল ত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—০—

আবার ইন্দিরার জীবনে দুই বৎসর কাটিতে চলিল। যে দিন প্রমোদ চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা ইন্দিরাকে ত্যাগ করিয়া বিলাত চলিয়া গিয়াছিল, সেই দিন হইতে তাহার জীবনের পরবর্ত্তী দিনগুলার এমন চিত্রই যেন সে মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিল; কিন্তু তথাপি প্রথম দুই বৎসর পরে এবং এই দুই বৎসরে যে আকাশপাতাল প্রভেদ। সে দুই বৎসরে আশা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল, পথ চাহিয়া একটি একটি করিয়া দিন গোণা ছিল। আর এখন? এখন যেন তার কিছুই নাই। এই দুই চারি বৎসরের মাঝখানে কি একটা কাণ্ড যে ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা ইন্দিরা যেন আজও ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে না। প্রমোদ একদিন আসিয়াছিল—কিন্তু সে কি স্বপ্ন না সত্য? নিজের অন্তরে তাহার সে ঘটনাটাকে স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু জা যে বলেন, তাহাকে একবার ধর্ম্মের ডাক দিবার জন্য প্রমোদ আসিয়াছিল; সঙ্গে লইয়া যাইতে তখনই প্রমোদ আসে নাই। তাহাই যদি তাহার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে এমনি কাণ্ড কি সে করে! জা-ভাসুরের সাম্‌নে সত্যই কি ইন্দিরা গিয়া তাহার হাত ধরিবে? একদিন তাহার অপেক্ষা রহিল না, ভাল করিয়া কথা কহিল না—যেন ছাড়া পাইলে বাঁচে, এমনি করিয়া একবার দেখা দিয়াই তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। যে সমাজ হইতে সে আসিয়াছে এবং এখন যেখানে সে

থাকিবে, সেখানে কি ইন্দিরার ন্যায় অশিক্ষিতা স্ত্রী লইয়া কেহ ঘর করিতে পারে? দুদিন বাদে সে তো ইন্দিরাকে নিশ্চয়ই তাড়াইয়া দিত,—তখন ইন্দিরার একুল ওকুল দুকুল যাওয়ার চেয়ে এ বরং ভালই হইয়াছে; জাতি, ধর্ম্ম এবং কুলের মধ্যেই যে ইন্দিরা স্থান পাইয়াছে, এ বিষয়ে ইন্দিরার ভাগ্য ভাল বলিয়াই মানিতে হইবে।

আর সব কথা মানিলেও প্রমোদ যে তাহাকে সত্যই একেবারে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এই কথাটাই ইন্দিরা কেবল মানিয়া লইতে পারে না। ইন্দিরার তাহার কাছে যাইতে ইচ্ছা নাই, এতখানি ভুল কি সত্যই প্রমোদ করিতে পারে? যে দিন সে স্বপ্নের মত আসিয়া সহসা বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত কি গোটাকতক কথা বলিয়া গেল, সে দিন ইন্দিরার কি অপরাধ যে হইয়াছিল, আজও সে কথা ইন্দিরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না! জা ও ভাসুরের সাম্‌নে প্রমোদের কথার মুখামুখী কি উত্তর সে দিত? আর উত্তরেরই বা কি প্রয়োজন ছিল? প্রমোদ কি জানে না যে, কিরূপে সে এ দুই বৎসর কাটাইতেছে? সে না হয় জায়ের স্নেহ-বাক্যের ছটায় মনে করিয়াছিল যে, প্রমোদ আসিলে সে তাহার হাতে পায়ে ধরিয়া সম্মত করিয়া তাহাকে হিন্দুর ঘরের বধূর মতই সে দিন কাটাইবে। জায়ের কথিত সমাজে সেরূপভাবে থাকিতে সে কিছুতেই পারিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া প্রমোদের সঙ্গে সে যাইবে না, এ কি কখনো সম্ভব? তবে কেন প্রমোদ আসিয়াই অমন নির্ম্মমভাবে দু একবার তাহাকে ঐ প্রশ্ন না করিয়াই চলিয়া গেল? সে প্রশ্নের উত্তরের জন্য তাহাকে একটু একান্তে ডাকিয়া লইতেও কি প্রমোদের মনে হইল না? আর উত্তরই বা কিসের?

সে কি জানে না? ইন্দিরার মতামতের সে প্রতীক্ষা করিবে? সে আসিয়াছে শুনিয়া ইন্দিরা যে বিশ্বাসই করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার অন্তর-বাহিরের কম্পন আসিতেই যে বহুক্ষণ লাগিয়াছিল! হায় রে অদৃষ্ট! এ কি তবে সত্যই ইন্দিরাকে ত্যাগ করিবারই ছল মাত্র? তাহাই যদি প্রমোদের ইচ্ছা ছিল, তবে এমন করিয়া ভুলাইয়া রাখিয়া যাইবার কি প্রয়োজন ছিল? জীবনে একে একে সকলেই তো তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। মাতা, শ্বশ্রূ, ননদেরা, পিতা—সকলের স্নেহই সে পাইয়া আবার হারাইয়াছে, ইহাই তাহার ভাগ্যলিপি! প্রমোদও তাহাকে দুই দিনের জন্য স্নেহ জানাইয়া আবার যদি ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ভাগ্যের অনুরূপই কাজ সে করিয়াছে। কিন্তু সত্য, এ কি তবে সত্যই?

না না না,—এ হতেই পারে না। এ কথা ভাবিলে ইন্দিরা তো জীবনকে বহিতে পারিবে না। প্রমোদ নিশ্চয় আবার বিলাত গিয়াছে। আবার সে ইন্দিরার নিকটে আসিবে। এবার কিন্তু আর ইন্দিরা লজ্জা করিবে না। কথা কহিতে না পারিলেও যেমন করিয়া পারে, পায়ের নিকটে গিয়া পড়িবেই। এমন ভুল আর তাহাকে করিতে দিবে না। কিন্তু কবে—আর কত দিনে সে স্বপ্নের দিন ফিরিবে? চিরজীবনই কি এমনি ভাবে তাহাকে প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে? আর যে দিন যায় না!

কিন্তু তথাপি দিন না গিয়াও থাকে না। দুবৎসরই তো কাটিয়া গেল। অনেক দিন পরে সেবার কুমুদ বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করায় ইন্দিরার হৃদয় আশায় আত্মহারা হইয়া

উঠিতে লাগিল। যেন সেই বাড়ীতেই প্রমোদ লুকাইয়া বসিয়া আছে।

কিন্তু হায়, শূন্য,—ইন্দিরার অন্তরের মত সবই শূন্য যে! কুমুদের স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে পিত্রালয়ে গেল, ইন্দিরা একাকী সেই অট্টালিকায় দিন কাটাইতে লাগিল। প্রমোদের অংশটা তেমনি তালা-বন্ধ, ধূলিপূর্ণ, ভগ্ন, হতশ্রী! ইন্দিরা কুমুদের তরফে বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখে। তাহারই কাছে স্বামী তো তাহার সকলি রাখিয়া গিয়াছেন, তবু এই চারি বৎসর তো ইন্দিরা সে সবের কিছুই স্পর্শ করে নাই—এখনো করিতে পারে না। তিনি আসিলে তবে সে সে সবের দিকে চাহিয়া দেখিবে,— ব্যবহার করিবে। নহিলে এমনি ভাবেই দিন কাটুক না—তাহাতে ক্ষতি কি! অন্যান্য দুঃখকে দুঃখ বলিয়া বুঝিবার শক্তিও ইন্দিরার লোপ পাইয়াছিল।

একা কয়দিন সে একাই কাটাইতেছে। বড়-জা মাঝে মাঝে ডাকিয়া এক একটা কথা জিজ্ঞাসা করেন, ইন্দিরা উত্তর দিতে পারে না। জা মন্তব্য করেন, "বৌটা কালা বোবা হয়ে গেছে নাকি?" সহসা একদিন ইন্দিরা দেখিল, একখানা পরিচিত মুখ, পরিচিত বাহু তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। "ইন্দু বৌ!"

ইন্দিরাকে তাহার ভাসুর লইয়া গিয়াছে, এত দিন সে হয় ত প্রমোদের কাছেই আছে, এ কথা ভাবিয়াও মৃন্ময়ীর চিন্তার বিরাম হয় না। কি যে স্নেহসূত্রে শৈশব হইতে অনুদের সহিত তাহার জীবন বাঁধা হইয়া গিয়াছে, সে বন্ধন এখনো খোলে নাই। নিজের ভ্রাতার কাছে কুমুদের সপরিবারে দেশে আসা শুনিয়া স্বামীর

অনুমতি লইয়া অনেক দিন পরে মৃন্ময়ীও বাপের বাড়ী আসিয়াছে।

আবার মৃন্ময়ী ডাকিল—"বৌ, ইন্দু! অমন ক'রে চেয়ে রইলি কেন? এমন হয়ে গেছিস্ কেন? প্রমোদ-দাদা কোথায়? সে কি এখনো ফেরেনি?"

ধীরে ধীরে যেন দম্ লইয়া ইন্দিরা উচ্চারণ করিল, "জানি না।"

"জানিস্ না? সে কি? এত দিন কি মেজ বৌর কাছেই ছিলি?"

"হ্যাঁ"।

"আমি যে শুনেছিলাম, তিনি নাকি ফিরেছিলেন! তোর কাছে কি যান নি?"

"গিয়েছিলেন।"

"তবে? চুপ্ ক'রে থাকিস্‌নে ইন্দু। তোকে দেখে যে আমার বড় ভয় লাগ্‌ছে। কি হয়েছে, সব খুলে বল্।"

ধীরে ধীরে ক্রমে মৃন্ময়ী ইন্দিরার নিকট হইতে সমস্ত সংবাদ আদায় করিয়া লইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ, প্রমোদ এ কি করিয়াছে! বঙ্গ-বধূর স্বাভাবিক এতটুকু লজ্জার ভরও সে সহিতে পারে নাই—এমন অপ্রকৃতিস্থ সে কিসে হইয়াছিল? বিশেষ ইন্দিরার চরিত্রের কথা সে কি এমনি বিস্মৃত হইয়াছিল? এই অভিমানে প্রমোদ কোথায় গিয়াছে—না জানি কি করিয়াছে।

গম্ভীর মুখে ইন্দিরা বলিল, "মণীশ-দাদা ব্যবসা নিয়ে তিন বৎসর দেশ-ছাড়া, তিনি না থাকাতেই এতদূর ঘট্‌তে পেরেছে। ভাগ্যের

এমনি যোগাযোগ। অমুকে একখানা পত্র লিখে দেখি, সে যদি কিছু খবর দিতে পারে।"

* * * *

আজ দুই বৎসরেরও অধিক অনু ও তাহার শাশুড়ী জগতের সকল সম্বন্ধ—সকল সংবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেদের শোকের তমোগহ্বরে দুইটি প্রাণী নিজেদের লুকাইয়া লইয়া বসিয়া আছে। অনু জানে, জগতে আর তাহার কেহই নাই—কিছুই নাই। কিন্তু আজ মৃন্ময়ীর পত্রে এ কি সংবাদ? আর তাহার মৃত নিস্তব্ধ প্রাণেও এ কি আন্দোলন? প্রমোদ,—তাহার ছোটদাদা! তাহার এ কি সংবাদ? সে অনুদ্দিষ্ট? ইন্দিরা এমনি করিয়া আত্মীয়ের দুয়ারে দিন কাটাইতেছে! মৃন্ময়ী লিখিয়াছে, তাহাকে উঠিতে হইবে, তাহার ছোট্‌দার খোঁজ করিতে হইবে—ইন্দিরার মুখ চাহিতে হইবে, নহিলে দেরি করিলে প্রমোদকে বুঝি আর তাহারা ফিরিয়া পাইবে না। বহুদিন নিস্পন্দ ভ্রাতৃস্নেহ অনুর হৃদয়ে আজ শতগুণ বল ধরিয়া তাহাকে শোক-গহ্বর হইতে টানিয়া তুলিল।

বিবশা ইন্দিরাকে ক্রোড়ের উপর টানিয়া লইয়া মৃন্ময়ীর নিকটে অনু সমস্ত কথাই বিশেষ করিয়া শুনিল। মৃন্ময়ী শেষে বলিল, "এখন উপায়?"

"উপায় তুমি, তুমি তোমার স্বামীকে দিয়ে যতটা পার, সন্ধান কর, আমিও আমার শাশুড়ীর লোকজন দিয়ে করাই। বৌ, তুমি আমার কাছে চল। যাবে?"

ইন্দিরা এবারও উত্তর দিতে পারিল না—কেবল উবুড় হইয়া অনুর পায়ের উপর পড়িল! অনু তাহাকে আবার বুকে টানিয়া লইল।

মেজবধূ বলিলেন, "সে কি হয়? ওকে কি আমি যেতে দিতে পারি? ঠাকুরপো আমার কাছেই ওকে দিয়ে গেছে।"

আমারও তিনি দাদা! আমার কাছেও বৌকে স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারি।"

মেজবধূর ধৈর্য্যরক্ষা ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল—বলিল, "পার বৈকি! সেই জন্যই তো এত খরচ ক'রে খাইয়ে পরিয়ে ওকে রাখ্‌ছি।"

"ওর কিছুরি তো অভাব নেই মেজ-বৌদি, কেবল এক বস্তুরই অভাব। তাই ওকে পেতে হবে। ওকে আর তোমরা ধ'রে রেখো না।"

"ধ'রে রেখেছি আমরা? উল্টে বদ্‌নাম? ওর সাহেব স্বামীর সঙ্গে গেলেই তো ও পারতো—এতদিন মজাটা টের পেত।"

"সেই লজ্জায়ই তো এতবড় সর্ব্বনাশ ঘটে গেছে বৌদি, আর এ চেষ্টা ক'র না, ওকে আমার সঙ্গে যেতে দাও।"

"চেষ্টা কিসের? আমরাই কি তোমার ভাইকে ওকে নিতে দিইনি নাকি?"

"ভগবান্ জানেন, এখন ছোট-বৌকে আমি নিয়ে চল্‌লাম। এস বৌ।"

মেজবধূ রক্তচক্ষে কেবল নিষ্ফল চাহিয়া রহিল। স্বামী,

ভাসুরও অনুকে বাধা দিতে সাহস করিলেন না, এবং সে কুণ্ঠিতা লজ্জাবতীর মত ইন্দিরারও অকুতোভয় দেখি আর তাহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। সে যাইতে চাহিলে বা দিবার ক্ষমতা যে কাহারও নাই, তাহা মেজ-বধূও বুঝিত বড় বধূ মনে মনে কেবল একটু খুসী হইলেন। মেজ-বৌ এমন একটা বিনা পয়সার বাঁদী, এ যেন তাঁহার সঃ হইতেছিল না।

পাঁচ ছয় মাস কাটিয়া গেল—কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না নূতন আশা ধরিয়া ইন্দিরার যেন প্রাণশক্তি বড় তেজেই জ্বলিয় উঠিয়াছিল! অধীর আগ্রহে সে প্রায় বাতায়নেই বসিয়া থাকিত অনুকে কাছে পাইয়া তাহার সে মূক লজ্জার আবরণ অনেকট যেন খসিয়া পড়িয়াছিল। দিনের পর দিন কাটিয়া যায় দেখিয় একেবারে শয্যাতেই আশ্রয় লইবার উপক্রম করিল। আশার উৎসাহহীন হইয়া এতদিন সে এক রকম জড়ের মতই ছিল। আশার এই নব উদ্দীপনা—এ যেন তাহার পক্ষে সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। অনু তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া আশার সূত্রও হাতের নিকটে আনিয়া দেয় বটে, কিন্তু ইন্দিরার যে আর হাত উঠে না।

সহসা মৃন্ময়ীর পত্রে অনু জানিল,—ব্যবসায় উপলক্ষে দূরদেশ হইতে ফিরিয়া মণীশ এখন কলিকাতায় বাসা করিয়াছে। অনু শাশুড়ীকে বলিল, "চল মা, কালীঘাটে কালী-দর্শনে যাই।" "চল মা।" লোকজনের অভাব নাই। তিনজনে কলিকাতা যাত্রা করিল।

মণীশকে প্রণাম করিয়া মুখ তুলিতেই মণীশ চমকিয়া—যেন স্খলিতভাবে বলিয়া উঠিল, "কে—তুমি কে? তুমি কি—"

"মণীশ-দা, আমি অনু।"

"অনু? প্রমোদের বোন্ অনু—সেই ছোট অনুটি তুমি?"

অনু নীরবে রহিল। একটু পরে সজলচক্ষে মণীশ বলিল, "কোনো দরকারে এসেছ কি দিদি?"

"দরকার? মণীশদা, তুমিও কিছু জান না? আমার দাদা কোথায়? ছোট্‌-দার খবর কি তুমি জান?"

মণীশ ধীরে ধীরে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কেন—তোমরা কি কিছু জান না?"

"না—বল, সে কোথায়? ভাল আছে তো? দেশে আছে তো?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় আছেন?"

"সেটা এখন আমি বল্‌তে পারি না। তবে বিলাত আর যায়নি, এইটুকু জানি।"

"কত দিনের খবর তবে তুমি জান?"

"বছর-দেড়েক আগের কথা। তখন সে বোম্বাইয়ে ছিল।"

"তার পরে আর তার খবর নাওনি?"

"না।"

"কেন মণীশদা! তুমি না তার ভাইয়ের চেয়েও বড় ছিলে?"

"হ্যাঁ অনু, আর সেই জন্যেই তার খবর নিতে প্রবৃত্তি হয়নি।"

অনু একটু স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিল, "বোমবার ভুলেই হোক্—যাতেই হোক্—যে আঘাত সে পেয়েছে, তাতে সবই সে করতে পারে—কিন্তু যখন বিলাত চ'লে যায়নি—প্রাণেও বেঁচে আছে বল্‌ছ, তখন—বল, কি এমন সে করেছে, যাতে তুমিও তার খবর নিতে চাওনি? ওগো—তোমাদেরই এই সব

আঘাতে তার মন বুঝি এমন বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল যে, একটা বালিকা বৌর স্বাভাবিক লজ্জাটুকুও সে বুঝ্‌তে পার্‌লে না।"

"আমাদের আঘাত? হায় অনু, সে যে কবে দেশে ফিরেছিল, তাই আমি জানি না। আমি যে তখন ব্যবসার খাতিরে দেশে দেশে অনির্দ্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। দেড় বছর আগে যখন তার সঙ্গে বম্বেতে দেখা হয়েছিল—এইটুকুমাত্র তার কাছে পেয়েছি যে, আত্মীয়-স্বজন কেউ তাকে চায়নি, সবাই ঘৃণায় ত্যাগ করেছে—সেও তাই যে পথে সে সুখ পাবে, সেই পথই ধরেছে।"

"কোন্ পথ—বল, সে কি কর্‌ছে?"

"বল্‌ছি—তার স্ত্রী কোথায়?"

"আমার সঙ্গেই, তোমার বৌর কাছে—ও ঘরে। "দাদা কি আবার বিয়ে করেছে মণীদা?"

"হ্যাঁ।"

কপাল ধরিয়া একটু বসিয়া থাকিয়া অনু বলিল, "তবু বলুন, সে কোথায়?"

"কেন তার আর খোঁজ নিচ্ছ অনু?—নিয়ে সুখ পাবে না।"

"সে যে আমার ভাই,—আমার ছোট্ট-দা। ইন্দিরার যে একবার তার পায়ের কাছে পড়্‌তেই হবে। বল সে কোথায়?"

"নিতান্তই তবে শুনবে? সে বিধর্ম্মী হয়েছে,—মেম বিয়ে করেছে। বিলাতে তার অবিবাহিত বন্ধুসমাজে নিজেকে বিবাহিত ব'লে পরিচয় দিতে না হয়, তার লজ্জা হয়েছিল, কিন্তু দেশে এসেও এই লুকোচুরী ক'রে এমন অবৈধ কাজ সে করেছে, এখন সে এমনি পাষণ্ড হ'তে পেরেছে! ঘৃণায় আর তার সঙ্গে আমি দ্বিতীয়বার দেখা করিনি। এমনভাবে সে জীবন কাটাচ্ছে যে,

তার সঙ্গে দেখা করাও তোমাদের পক্ষে অসম্ভব। যাবেই বা কোথায়? সে এখন কোথায়, সত্যই তা আমি আর জানি না। সে এখন তোমাদের পক্ষে মৃত।"

"না,—তবু ও কথা ব'লো না। আমরাই তার কাছে মৃত।"

মণীশ দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিল, একটি অবসন্ন প্রায় সংজ্ঞাশূন্য দেহকে কোলে তুলিয়া লইয়াই অনু গিয়া গাড়ীতে উঠিল। মণীশ চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভাবিল, "সেই অনু—যার মুখের কথা কেউ কখনো শুনতে পায়নি। ধন্য শোক, তুমি মানুষকে এতখানি পরিবর্ত্তিত করিতে পার—এত বলও দিতে পার?"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—•—

নীরবে তিনটি রমণীর সুদীর্ঘ দিন-রাত্রিগুলা আশ্-পাশ্ দিয়া বহিয়া চলিয়া যায়। দিন যায়, রাত্রি আসে; রাত্রি যায়, দিন আসে। বৎসরখানেক পরে অনু ইন্দিরার যেন কিছু পরিবর্ত্তন অনুভব করিল। সে আর তেমন মুখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে না। একটু আধটু কাজকর্ম্ম করিতে চায়, সংসারের দিকে একটু যেন মন দিতে ইচ্ছা করে। রোজ অল্প অল্প জ্বর—দৌর্ব্বল্য একটু একটু, কাসি; এ সত্ত্বেও মুখখানা—চক্ষু দুটি যেন দিন দিন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। অনু একটু চিন্তিত হইয়া কবিরাজ ডাকাইল।

কবিরাজ পাঁচন ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু একটু মা নাড়িলেন। সে চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায় ডাক্তার আসিল ইন্দিরার কিছুতেই আপত্তি নাই—একটু মাত্র হাসিয়া অনুর সমস্ত ইচ্ছাই সে পালন করে। বিশীর্ণ মুখে সে হাসি দেখিয়া অনু কেমন যেন আতঙ্ক আসে।

মৃন্ময়ীকে সে লিখিয়াছিল, "আর ছোট্‌-দার খোঁজ করিও না তাঁহার সন্ধান পাইয়াছি।" মৃন্ময়ী ব্যাপার বুঝিতে না পারিয় পত্র দিল—অনু আর তাহার উত্তর দেয় নাই। এইবার অনু মৃন্ময়ীকে লিখিল, "এইবার বৌও বুঝি আমায় ছেড়ে চ'লে যাবা উপক্রম কর্‌ছে। তুমি ভিন্ন পরামর্শের কেউ তো নেই—কি উপায় কর্‌ব? চিকিৎসায় কিছু হবে ব'লে তো আমার মনে হচ্চে না।"

মৃন্ময়ী উত্তর দিল, "বায়ু-পরিবর্ত্তন ক'রে দেখ্‌ না হয়। এঁরও শরীর ভাল নেই—ডাক্তার সমুদ্রের ধারে যেতে বল্‌ছে। ইন্দিরারও অসুখে নাকি এই ব্যবস্থা। সকলে মিলে চল্‌, না হয় যাওয়া যাক্।"

অনু শাশুড়ীকে বলিল, "মা, শ্রীক্ষেত্রে যাবে কিছু দিন?"

শাশুড়ী বলিলেন, "কিছু দিন কেন মা, চিরদিনের জন্যই কাশী কি পুরী কোন একটা জায়গায় ব্যবস্থা ক'রে ফেল না। আর এ শ্মশানে থাক্‌তে পারি না। যা হোক্, বন্দোবস্ত তো কিছু হয়েছে— বাকিও সেরে ফেলে চল, তীর্থবাসই করি গে আমরা।"

নীল সিন্ধু-তীরস্থ নীলমাধব-ক্ষেত্রে আসিয়া কিছু দিন সকলের বেশ উৎসাহেই কাটিল; দুবেলাই সকলে সমুদ্র-তীরে বেড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু কয় দিন পরেই ইন্দিরার সহসা একদিন জোরে একটা জ্বর আসিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

মৃন্ময়ীর স্বামী পরামর্শ দিলেন, "আরও দক্ষিণে ওয়াল্‌টেয়ার কি ভিজিগাপটমের দিকে যাওয়া যাক্।" কিন্তু অনুর শাশুড়ী এবং ইন্দিরার বিষম আপত্তিতে অনু একটু দ্বিধায় পড়িয়া কি করিবে ভাবিতেছে, ইতিমধ্যে ইন্দিরার জ্বরটুকু ছাড়িয়া গিয়া তাঁহাকে সে দিন একটু যেন আশান্বিত করিল।

বিছানায় শুইয়া ইন্দিরা সে দিন কি একখানা খাতার মত মাঝে মাঝে দেখিতেছিল। মৃন্ময়ী নিকটে আসিয়া বলিল, "সদ্য জ্বর ছেড়েছে—দুর্ব্বল মাথায় প'ড় না।"

ইন্দিরা হাসিয়া খাতাটা আঁচলের মধ্যে ঢাকিয়া ফেলিল। মৃন্ময়ী প্রশ্ন করিল, "কি খাতা ইন্দু?"

ইন্দিরা উত্তর দেয় না, কেবল একটু একটু হাসে। মৃন্ময়ী একটু জোর করিয়া টানিয়া লইয়াই চিনিল—সেই তাহাদের শৈশবের শত আগ্রহের—যত্নের বস্তু, প্রমোদের সেই কবিতার খাতা! দুঃখের মধ্যেও একটু হাসিয়া বলিল, "এখানা কি ক'রে পেলি বৌ?"

"অনেক দিনই নিয়ে রেখেছিলাম, এমটা ভাঙা বাক্‌সে অযত্নে প'ড়ে ছিল।"

"কোন্‌টা পড়্‌ছিলি?"—বলিতেই মৃন্ময়ী পাতা উল্টাইয়া ইন্দিরার স্বেদসিক্ত অঙ্গুলীর ছাপ-ধরা জায়গাটা বাহির করিয়া পড়িল—

"হৃদয়ে হৃদয়ে মিশে, হৃদয়ের চিরদিন সফল সাধনা।
জড় চির-পরাজিত দেহ দুটি ভিন্ন তার, বিফল কামনা॥

মৃন্ময়ী যেন সান্ত্বনার সহিতই বলিল, "এই কথা বুঝ্‌লেই তো হয়।" ইন্দিরা আবার একটু হাসিয়া খাতাটার একস্থান খুলিয়া মৃন্ময়ীর সাম্‌নে দিল—"পড়।"

মৃন্ময়ী পড়িল—

"ধীরে ধীরে জীবনেতে যবনিকা নেমে আসে,
শেষ তানখানি তার, ঢুলে পড়ে আশে-পাশে।
দাঁড়াও সুমুখে শুধু তেমনি সুহাসি মুখে,
তা হ'লেই শ্রান্ত প্রাণ ঘুমায়ে পড়িবে সুখে।"

মৃন্ময়ী গম্ভীর-মুখে রহিল—আর কিছু উত্তর দিল না। ইন্দিরা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তোমায় একটা কথা ব'লে রাখ্‌তে চাই।"

"বল।"

"যদি কখনও তিনি আসেন, এই খাতাখানা তাঁকে ফিরিয়ে দিও। আর তিনি তাঁর বাক্স-টাক্স যা সব ফিরে এসে নেবেন ব'লে আমার কাছে রেখে গিয়েছিলেন—"

"কেন নিরাশ হ'স্‌ বৌ, তিনি একদিন ফিরে আস্‌বেনই আস্‌বেন। সে দিন নিজের হাতেই তুই ও সব তাঁকে দিবি।"

"কিন্তু ততদিন যদি প্রতীক্ষা করা আর না চলে দিদি?"

"কেন, তুই তো অনেকটা ভাল আছিস্‌ ইন্দু। হতাশ হোস্‌নে।"

ইন্দিরা সহসা-একটু উত্তেজিতভাবে বলিল, "হতাশ কিসের? সেখানে তো আর তিনি আমার অপরাধ নেবেন না, মনের কথা বুঝ্‌তে পার্‌লাম না ব'লে পায়ে ঠেল্‌বেন না। আশা-নিরাশার হাতে তো আর থাক্‌তে হবে না!"

মৃন্ময়ী সরিয়া আসিয়া ইন্দিরার ললাটে হস্ত স্পর্শ করিয়া চমকিয়া উঠিল। এ কি! এমন সহনাতীত শীতলতা তাহাতে কখন্ স্পর্শ করিল? ব্যস্ত হইয়া মৃন্ময়ী অনুকে ও স্বামীকে

ডাকাইয়া ইন্দিরার অবস্থা দেখাইল। আশুতোষ বাবু তখনি ডাক্তার ডাকিতে চলিয়া গেলেন, অনু সনিশ্বাসে বলিল, "তবে এইবার নিশ্চয়ই ইন্দিরা চল্‌ল, আর বেশী দেরী নেই!"

ইন্দিরার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, সহসা সে ভাব হইতে জাগিয়া উঠিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "আর বেশী দেরি নেই! দু'বৎসর কি এইবার কেটে গেল? এসেছেন কি?"

অনু রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কে আস্‌বে বৌ?"

ইন্দিরা আর উত্তর দিল না। পাশ্ ফিরিয়া শুইয়া আবার যেন তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিল,—

"দাঁড়াও সুমুখে শুধু তেমনি সুহাসি মুখে,
তা হ'লেই শ্রান্ত প্রাণ ঘুমায়ে পড়িবে সুখে।"

অনু তাহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মৃন্ময়ী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, "হঠাৎ জ্বরটা জোরে এসে আবার তেমনি জোরে নেমে গিয়ে অবস্থাটা খারাপ ক'রে দিয়েছে। আপনারা ডক্টর পি, কে, মুখার্জ্জিকে আনান, তিনি এখানের সিবিল্ সার্জ্জন। লোকটা ভয়ঙ্কর মাতাল বটে, কিন্তু চিকিৎসা খুব ভাল।"

* * * *

ডক্টর্ পি, কে, মুখার্জ্জি আসিলেন। রোগীর অবস্থা দেখিয়া মুখ একটু বক্র করিয়া আশুতোষ বাবুকে ইংরাজীতে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

সহসা ডাক্তার চমকিত হইয়া দেখিলেন, রোগিণী তীব্রচক্ষে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। তাহার সে অস্বাভাবিক

দৃষ্টিতে আশু বাবুও ভীত হইয়া বলিলেন, "দেখুন—দেখুন, পলক পড়্‌ছে না যে! অমন ক'রে আছেন কেন?"

ডাক্তারও মূঢ়ের মত রোগিণীর মুখের কাছে মুখ নামাইয়া, ত্রস্তে দুই হাতে নিজের বুক-পকেট হইতে ষ্টেথস্‌কোপ বাহির করিতে করিতে বাঙ্গালায় প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন, "কি হয়েছে, কি কষ্ট হচ্ছে আপনার?" সঙ্গে সঙ্গে আশু বাবুও নত হইয়া বলিলেন, "ফিট—ফিট!"

ডাক্তার জড়ের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে ষ্টেথেসকোপ যে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাও তাঁহার হুঁস্ ছিল না। অম্বু, মৃন্ময়ী নিঃশব্দে রোগিণীর সেবা করিয়া তাহাকে সুস্থ করিতে লাগিল।

ইন্দিরাকে একটু সসংজ্ঞ দেখিয়া অম্বু বলকারক পানীয় তাহার মুখের নিকটে ধরিয়া বলিল, "এটুকু খেয়ে ফেল।"

"ঠাকুর্ঝি!"

"কি?"

"এসেছেন—না?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"এই যে!"

স্তম্ভিত ডাক্তার দেখিলেন, আবার সেই অপলক দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর সন্নিবিষ্ট হইল। আর্ত্তস্বর ফুটিয়া উঠিল,—"আবার—আবার সেই পোষাক! এখনও পরীক্ষা?"

এইবার ডাক্তারের আপাদমস্তক কম্পিত হইয়া চীৎকার বাহির হইল—"ইন্দিরা—ইন্দিরা!"

ইন্দিরা ক্ষীণ হাসিয়া বলিল, "এবার তো চিন্‌তে পেরেছি— আর ত লজ্জাও কর্‌ব না। চ'লে যেতে পার্‌বে না ত আর!"

ইন্দিরার প্রসারিত হস্তের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ডাক্তার আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল—"এ কি—এ কি করেছ ইন্দিরা?"

বহুক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ। আবার যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া ইন্দিরা কাঁদিয়া উঠিল, "ঐ—ঐ বুঝি চ'লে গেলেন। আমি চিন্‌তে পারিনি ব'লে —লজ্জা করেছি ব'লে আবার বুঝি রাগ করেছেন।"

প্রমোদ উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "ইন্দিরা—এই যে আমি! আর ত চ'লে যাইনি—এই যে আছি।" "আর যাবে না?"

"না।"

"ছ'বৎসর কি পূরেছে এইবার? উঃ—বাপ্‌ রে, ছ'বৎসরে কি এত দিন?"

আশুবাবু প্রমোদের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "অবস্থা বুঝে আপনি একটু ধৈর্য্য ধরুন। আমি অন্য ডাক্তারের চেষ্টা দেখি।"

বৈকালে অস্তমান সূর্য্যের আরক্ত কিরণ বাতায়ন-পথে রুগ্নার শীর্ণ মুখ ও রুক্ষ চুলের উপর পড়িয়া হাসিতেছিল। ইন্দিরা তন্দ্রাচ্ছন্নভাবেই পড়িয়া আছে। প্রমোদও একভাবেই নিকটে বসিয়া কেবল তাহার মুখের পানেই চাহিয়া ছিল। মৃন্ময়ী ও অনু মাঝে মাঝে ঔষধ-পথ্য খাওয়াইয়া যাইতেছে। সহসা একবার জাগিয়া ইন্দিরা ডাকিল, "ঠাকুর্ঝি!" অনু নিকটে আসিল। "এতক্ষণ এমন একটা স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম।"

"কি স্বপ্ন?"

"কত কি! তিনি যেন এসেছেন।"

এতক্ষণে ইন্দিরার বিকারহীন সুস্থ চক্ষু ও শান্ত মুখশ্রী দে
অনু একটু আশান্বিতভাবে পথ্য করিতে গেল। প্রমোদ ডা
"ইন্দিরা!" ইন্দিরা চমকিয়া চোখ বুজিল, বোধ হয়, সে ভা
এখনও স্বপ্নের ঘোর বুঝি কাটে নাই।

"ইন্দু, চেয়ে দেখ—আমি আবার এসেছি। চাও ইন্দির
স্বপ্ন নয়, এ সত্য।"

ইন্দিরা চাহিল। প্রবল অশ্রুস্রোতে নিজের এই দীর্ঘক
ব্যাপী যন্ত্রণার জ্বালাকে যেন ভাসাইয়া দিয়া ইন্দিরা ক্ষীণ
প্রসারণ করিয়া প্রমোদের পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লই
"আমায় ক্ষমা করেছ?"

"তোমায় ক্ষমা ইন্দিরা? তুমি আমায় ক্ষমা কর্‌তে পার্‌ছ
ক'রে? বুদ্ধির ভুলে অসহিষ্ণু হয়ে, আমি তোমার-আমার
সর্ব্বনাশ না কর্‌ছি?"

ইন্দিরা স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ক্ষীণস্বরে বলি
"তোমার—কি করেছ? ভাল আছ ত তুমি?"

"ভাল হয়ে সে সব শুনো—কিন্তু তুমি এ কি কর্‌লে ইন্দির
কেন এমন অসুখ কর্‌লে?"

"কেন?" ইন্দিরা ক্ষীণ হাসিল। "বরং এতদিন বেঁচে অ
কি ক'রে, এই কথাই বল্‌তে পার যে।"

বালকের মত প্রমোদ আজ এই বাক্‌পটু নারীর বক্ষে
নিকটে লুটাইয়া পড়িল। ইন্দিরা তাহার মস্তকের নিকটে
লইয়া গিয়া মৃদু মৃদু বলিল, ভাগ্যে অসুখ করেছিল—তাই না-
তাই না? এখন ত আর শেষ না হ'লে ছেড়ে যেতে পার্‌ছ না।"

প্রমোদ উঠিয়া বসিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "এমনি ক'রে

প্রতিশোধ নিতে চাও ইন্দিরা! এবার কি তুমিও আমায় ফেলে যাবে?"

"আর বেঁচে কি হবে! তুমি তো আমায় ক্ষমা করেছ, এইটুকু আমার চাইবার ছিল। এখন—এখন—আবার তো তুমি আমায় ছেড়ে যাবে! সে বাঁচায় আর কাজ কি?"

"না—না ইন্দিরা! আমার সব কালি ধুয়ে নিয়ে—তুমি কি তোমার কাছে ঠাঁই দিতে পার্‌বে না? পার্‌বে, পার্‌বে!"

"আমার কাছে জায়গা! তুমি কি নিতে পার্‌বে? তুমি যে—"

"আমার সবই শুনেছ তা হ'লে? বিলাত থেকে তোমার নামের জোরে তোমার কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাই, তারই জোরে যে প্রলোভন কাটিয়ে বেরিয়ে আসি—সে ফাঁস শেষে আমার ভাগ্যদোষে পাছু পাছু ভারত পর্য্যন্ত এসেছিল। মনোদিদি, বড়-দা, মেজদা সকলের কাছে অনাদর—হতশ্রদ্ধা পেয়ে—বালিকা তোমার সম্বন্ধেও সেই মত পোষণ ক'রে উল্কার মত আমি যখন নিজেকে ছাই ক'রে ফেল্‌তে ছুটে বেড়াচ্ছি, তখন সেই ফাঁস আবার সেই অগ্নি নিবাতে গলায় পরি। কিন্তু তাতে কেবল দহন-জ্বালা বেড়েই গেল। যেখানে আগুন লেগেছে, ছাই হওয়াই যার পরিণাম, সেখানে কি আর কেউ স্থান নিতে পারে? কোন বন্ধন নেই এখন আমার ইন্দিরা। কিন্তু এই কলঙ্কী, মদ্যপ, এইরূপ যথার্থতঃ জাতি ও আচারভ্রষ্ট স্বামীকে তুমি—"

ইন্দিরা প্রমোদের হাতখানি ধরিল, নিঃশব্দে তাহাকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া, তাহার হাতখানি নিজের মুখের উপর—চোখের উপর ধরিল। প্রমোদের অশ্রুজলে তাহার চুল ভিজিতেছিল—প্রমোদের হাতের তলা দিয়াও বন্যা বহিতেছিল।

একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া মৃন্ময়ী ও অনু চক্ষু মুছিয়া সনিশ্বাসে ভাবিল, সকলই বৃথা। সময়ের এক ফোঁটা জলের অভাব—আজিকার বন্যাতেও পূরণ করিতে পারিবে না।

ভোরে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অধিক ঘর্ম্মে ইন্দিরার দেহ ক্রমে তুষার-শীতল হইয়া উঠিতেছে। এ শৈত্য কোনরূপেই নিবারিত হইতেছে না। ডাক্তার দেখিয়া বলিল, "আর ওষুধ দেওয়া মিথ্যা।"

নিশ্চেষ্ট প্রমোদ সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওষুধ দাও, দাও ওষুধ! তোমরা কি পাগল হয়েছ! ইন্দিরা ভাল হবে। ভাল আছে সে, কি ভাব্‌ছ তোমরা?"

ক্রমশঃ যেন একটা গভীর ঘুমে ইন্দিরার নয়ন ছাইয়া আসিতেছিল। অনুর ডাকে সচকিত হইয়া মৃদু মৃদু প্রলাপই উচ্চারণ করিতে লাগিল,—"দুবৎসর দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে যাবে, ভয় কি! আবার এমনি ক'রে এসে তোমায় বুকে নেব। তোমার চেয়ে কি তারা সুন্দর? দেখো, তুমিই না শেষে আমার কাছে আস্‌তে অরাজী হও।"

মৃন্ময়ী বলিল, "প্রমোদ-দা যে তোর সামনে বৌ, ভুলে গেলি!"

আবার সজোরে চোখ খুলিয়া ইন্দিরা বলিল, "কৈ?"

"ঐ যে।"

ক্ষীণ হাসিয়া প্রমোদের পদস্পর্শ করিয়া ইন্দিরা সেই হাত মাথায় রাখিল।

"ইন্দু অমন কর্‌ছিস্ কেন?"

"ঘুম পাচ্চে।"

গম্ভীর-কণ্ঠে অনু ডাকিল, "ইন্দিরা, আমাদের ফেলে যাচ্চিস্ ?"

আবার অধরের ক্ষীণ হাসির মধ্যে অস্ফুট উচ্চারিত হইল—"না।"

মৃন্ময়ী সজোরে কাঁদিয়া উঠিল। অনুর কোল হইতে ইন্দিরার মাথাটা নিজের ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া প্রমোদ পাগলের মত চেঁচাইয়া উঠিল, "কি বল্‌ছ তোমরা ? ঘুম—ঘুম! ইন্দিরার ঘুম আস্‌ছে। আমায় ফেলে যেতে পারে কি সে ?—না, না।"

প্রমোদের কথার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি সেই মরণাহত অধর হইতেও যেন সাড়া দিল—'না।'

নিঃশব্দে তেমনি হাসিমুখেই ইন্দিরা প্রমোদের ক্রোড়ের উপর গভীরতম ঘুমে ঘুমাইয়া পড়িল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

প্রমোদ উঠিয়া বসিল। ঘরের দরজা খুলিয়া দেখিল, বাহিরে খানিকটা খোলা ছাদ এবং তাহারই কতকটা দূরে বালুকা-বেলার তটে প্রহত হইয়া, অধীর সিন্ধুতরঙ্গ উন্মাদের মত আছ্‌ড়াইয়া পড়িয়া নিজেকে যেন শত খণ্ডে ছিন্ন করিতে চাহিতেছে। হুহু হুহু —কি তার অসীম ক্রন্দন—কি তার প্রবল শোকোচ্ছ্বাস! প্রমোদ স্তম্ভিতের মত যেন চাহিয়া রহিল। জগতে এমন করিয়াও তবে

কেহ কাঁদিতে জানে? অন্তরের বেদনা এমনি করিয়া জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কেহ ছড়াইয়া দিতে পারে? কিন্তু সে তবে কেন পারিতেছে না?

অশ্রুর আভাষ অন্তরে সঞ্চিত হইতেই প্রমোদ সজোরে নিজের কপাল টিপিয়া ধরিল। তাহার কথা কি জগতে প্রকাশ করিবার কিংবা জগতের সহানুভূতি পাইবার যোগ্য? আর কি-ই বা হইবে তাহার সে তুচ্ছ সহানুভূতিতে! তাহার চেয়ে এখনি তাহার এ কালি-মাখা মুখকে জগতের চোখের সুমুখ হইতে সরানই সর্ব্বাগ্রে উচিত।

পথরোধ করিয়া কে ডাকিল, "ছোট্‌-দা।" দুই হাতে কান চাপিয়া ধরিয়া সবেগে প্রমোদ এক দিক্ দিয়া নিক্রান্ত হইল।

তাহার পরে? প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস যখন তাহার মস্তকের মধ্যে উত্তপ্ত ঘূর্ণির পাকে পাকে ঘুরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাকে জ্ঞানহীন করিয়া রাখিল,—তাহারও বহুক্ষণ পরে—যখন সেই রক্তোচ্ছ্বাস তখনি হুহু শব্দে নামিয়া পড়িয়া তাহাকে প্রচণ্ড সুরাপায়ীর বিষম অবসাদ-সমুদ্রে নামাইয়া দিতেছিল, তখন প্রমোদ সহসা যেন অনুভব করিল, কাহার কোমল কোলের মধ্যে তাহার মাথাটা সম্পূর্ণ নিমগ্ন রহিয়াছে। ললাটের উপরে শীতল স্পর্শ, বোধ হয়, কে অডিকলোনের পটি দিয়া মাঝে মাঝে তাহার উপরে একটু একটু জলসিঞ্চন করিতেছে, আর ততোধিক স্নেহ-শীতল কোমল একটি হাতেরও স্পর্শ মাঝে মাঝে ললাটে, কপোলে, কানের কাছে যেন প্রমোদ অনুভব করিতেছে! কে—এ? হঠাৎ প্রমোদের বহুদিন-বিস্মৃত মাতাকে স্মরণ হইল! প্রবল জ্বরের দিনে এমনি করিয়াই যে তিনি প্রমোদের যন্ত্রণা লাঘব করিবার

জন্য অশ্রান্ত শুশ্রূষার সহিত তাহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিতেন! এ যে তেমনি সুকোমল স্নেহমাখা কোল, এ স্পর্শও যে তেমনি শান্তি-শীতল! চারিদিকে সব ধোঁয়া—ধোঁয়া, অন্য কিছুই ভাল মনে আসিতেছে না,—কেবল মা। আজ সুদীর্ঘ ছয় বৎসর পরে জীবনের এই বিপরীত পরিবর্ত্তনের মধ্যে প্রমোদের মাতাকে মনে হইল। উদ্‌ভ্রান্ত-কণ্ঠে প্রমোদ ডাকিল, "মা!" উত্তর আসিল না, কিন্তু কপালের উপর হাতখানি আবার ফিরিয়া আসিল। আবার প্রমোদ জড়িতকণ্ঠে বলিল, "মা, তুমি কি এসেছ? আমায় দেখ্‌তে এসেছ?"

প্রমোদের যাতনা-জড়িত কণ্ঠের প্রশ্নে এবার মৃদুস্বরে উত্তর আসিল, "ছোট্‌-দা,—আমি তোমার অনু।"

"অনু? আমার অনু? আমার কি এখনো তবে—কেউ আছে?" ধীরে ধীরে প্রমোদ উঠিয়া বসিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে শিরোরক্ষাকারিণীর প্রতি চাহিল।

"অনু? তুই অনু? তবে এ কি! তোর এ কি বেশ?"

অনু নিঃশব্দে নতশিরে রহিল।

প্রমোদ একটি গোটা দিন-রাত্রি ইন্দিরার শয্যাপার্শ্বে কাটাইয়াছে; কিন্তু সেই মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন আধিক্লিষ্ট মুখ ছাড়া অন্য কোন দিকে সে চাহে নাই, চাহিতে পারেও নাই। অনুর বৈধব্য অবস্থা তাই এই সে প্রথম দেখিল।

স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া ক্ষণপরে প্রমোদ বলিল, "তবে? আমি না হয় নিজের হঠকারী ধৈর্য্যহীন স্বভাবের দোষে স্থিতিশীলতাহীন বুদ্ধির গুণে এত কষ্ট পেলাম—দিলাম—কিন্তু তুই? তোর কোন্ পাপে মাহর চ'লে গেল? কে বলে তবে ভগবান্ আছেন? কে বলে তিনি বিচারক?"

"ছোট্-দা—ভগবান্ আছেন—তাই আবার ইন্দিরা শেষ
তোমায় পেয়েছে,—আমি তোমায় খুঁজে পেয়েছি। চল, আ
এখান থেকে অন্য কোথাও গিয়ে এবার দুটি ভাই-বোনে
বাঁধি,—এখান থেকে চল ছোট্-দা।"

"অনু, অনু, আর না। আর আমি কোন্ আশায় ফির্
কি জন্য ফির্ব? যে দিন আমার সব ছিল—ভ্রমে অন্ধ হয়ে চ'
এসেছিলাম—সে দিন কেউ আমায় কেন রক্ষা কর্লিনে? অ
আর কেন?"

"সব জান দাদা, আর সে কথা নয়। আজ যে তোমা
কেউ নেই, আমারও কেউ নেই ছোট্-দা! তোমার ইন্দিরার ক
মনে ক'রে এ পথ থেকে ফিরে চল,—সে এতে স্বর্গ হ'তেও যে সু
হবে।"

প্রমোদ অনুর পানে স্থিরদৃষ্টি করিয়া ধীরে ধীরে ভাবি
বলিল, "হবে? বল্‌তে পারিস্? হবে?"

"হ্যাঁ—নিশ্চয়। সে যে ব'লে গেল, আমাদের সে ত্যা
কর্বে না—আমাদের কাছেই সে থাক্‌বে; কিন্তু তুমি এমনি ভা
থাক্‌লে তার আত্মা কি কষ্ট পাবে না দেখে?"

"ঠিক অনু, ঠিক বলেছিস্। তোর কাছেই সে থাক্‌বে তো
পুণ্যের বাতাসে! সেইখানেই যে সে ঘুমিয়ে আছে! চল্ ত
অনু, তোর কাছেই আমায় নিয়ে চল্; কিন্তু আমি যে জাতিচ্যুত
সমাজ-বহিষ্কৃত, আমায় নিয়ে অনু তুই—"

"আমরা যে ভাই-বোন্ ছোট্‌দা! আমাদের, আমরা দুজ
ছাড়া জাত কি—সমাজই বা কি?"

"চল্ তবে।"

ইন্দিরার মৃত্যুর ছয় মাস পরে কাশী হইতে প্রমোদ মণীশকে পত্র লিখিতেছিল—

"প্রিয়তম মণি, ১

বোধ হয়, দিন পনের হইল, তোমার পত্র পাইয়াছি, উত্তর দেওয়ার এটুকু দেরীতে দুঃখিত হইও না। আমি নিজঃ স্বার্থে তোমায় পত্র লিখি, তোমার জন্য ত তোমায় পত্র দিই না, তাই যখন যেমন থাকি, তখন তেমনি ভাবেই আমার পত্র পাইয়া থাক। আমার কথা শুনিবার তুমি ছাড়া আর কে আছে বল?

আছে,—আমার দুঃখিনী অনু আছে। আমায় এখনও সুখী করিবার জন্য, শান্তি-সান্ত্বনা দিবার জন্য তাহার প্রাণটুকুই সে উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু আর তার শোকার্ত্ত অন্তরের উপরে আমার ভার চাপাইতে পারিয়া উঠি না, তাই তার সুমুখে আমি যা ঢাকিয়া চলি, তা তোমার কাছে খুলিয়া ধরিয়া একটু হাঁপ্ ফেলিতে চাই।

ভার,—অতি গুরু ভার মণি! যখন নিজের জীবনটা নিজের নখে মনে মনে চিরিয়া চিরিয়া দেখি—উঃ, নিজেই শিহরিয়া উঠি। জগতে কে এমন পাইয়াছিল? কে এমন হারাইয়াছে? কে এমন অনাদৃত প্রত্যাখ্যানপ্রাপ্ত?—আবার কে এমন মূঢ়? মিথ্যা তুমি অন্যের সহিত আমার তুলনা দাও! তুমি যেমন আমার সব জান, এমন আর তো কেহ জানে না; ভাবিয়া দেখ দেখি, কি উচ্ছৃঙ্খল জীবন আমার!—কোন একটা বিষয়ে কি কখনো দেখিয়াছ? কত পথ না ধরিতে গিয়াছি—কত না ব্যাকুল হইয়াছি—কিন্তু অন্যদিকের একটা সামান্য ধাক্কাতেই আর আমার সে স্থানে দাঁড়াইয়া থাকার সাধ্য হয় নাই। প্রথম-

যৌবনে কবি হইয়া কত না ছেলেমানুষি,—সে সব কি এখনও তোমার কিছু কিছু মনে পড়ে? কিন্তু সেও বুঝি ভাল ছিল! কি কুক্ষণে যে সমাজ-সংস্কারক হইতে গিয়াছিলাম, সেই হইতে জীবনে কি যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবেশ করিল—দেশের দশের একজন হইবার জন্য জগতের আর কোন দিকে দৃষ্টি করিলাম না! নিজের অন্তরের দুর্ব্বলতার দিকে একবারও দৃষ্টি না করিয়া কেন এতখানি সাহস করিলাম! কিসের জন্য বিলাত গেলাম! দেশের ডাক্তার হইয়া কি দেশের কাজ করিতে পারিতাম না? অত বড় উচ্চব্রত লইবার ক্ষমতা যদি আমার থাকিত—আত্মীয়-স্বজন এবং ইন্দিরার প্রত্যাখ্যান পাইয়াও কেন নিজে পবিত্রভাবে থাকিলাম না? যে ব্রতের ধুয়া লইয়া-সব ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলাম, সেই মহৎব্রতকেই কেন বরণ করিয়া লইলাম না? উচ্ছৃঙ্খলতার পথে কেন গেলাম! অন্তরে যার এমন ভীরু দুর্ব্বল আত্মা—যাহার নিজের সুখ-শান্তির অভাব হইলে সমগ্র জগৎকেই যে তৃণ জ্ঞান করে, সে কি কখনো দেশহিত-ব্রতের উপযুক্ত হইতে পারে? আপনাকে না চিনিয়াই এতবড় ভুলে দুইটা জীবনকে কি ভাবে না নষ্ট করিয়াছি!

আমার স্বজনেরা আমার উপরে কখনই প্রীত ছিল না, আমিও ছিলাম না; কিন্তু দুই বৎসর আত্মীয়হীন প্রবাসে থাকিয়া সে ভাব উল্টাইয়া গিয়া তাহাদের জন্যও যে আমি কি তৃষিত হইয়া উঠিয়াছিলাম, সে কথা আজ এতদিন পরে তোমায় বলিয়া কি করিব! কিন্তু সবই বলিতে যখন বসিয়াছি, তখন এটুকুও শোন! সেই অত্যধিক স্নেহাকাঙ্ক্ষাই বোধ হয় আমার সর্ব্বনাশের মূল হইয়া দাঁড়ায়। কলিকাতায় মনো-দির কাছে এবং বাড়ীতে বড়-দা বড়-বৌদির কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত রকমের ব্যবহার পাইয়া এখনও সে কথা

মনে হইলে হাসি পায়! মানুষকে মানুষের এত ঘৃণা? তাই শিক্ষার জন্য বিলাত গিয়াছে, এ কি এত বড় অপরাধ? আমার অন্তর তখন এমন বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, ইন্দিরা সম্বন্ধেও যেন আমি অন্তরে অন্তরে এমনি একটা কি আশঙ্কা করিয়া লইয়া বিদ্রোহের চরম সীমায় উঠিতেছিলাম। ইন্দিরাকে দু'তিন-খানা পত্র লিখিয়াও তাহার উত্তর না পাওয়াটা—ক্রমে মনে একটা সন্দেহও আনিয়া দিয়াছিল। (কে জানিত যে, তাহার বাপ-মা সে পত্র নষ্ট করিয়াছে।) তবু তাহার সহিত যতটুকু আমার পরিচয় হইয়াছিল, তাহার যতটা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম—সেই দু'দিনের প্রেমের স্মৃতির বশে আমি আমার অন্তরের দুর্ব্বলতার আর একটা অকল্যাণ-মূর্ত্তিকেও বিলাতে ঠেলিয়া চলিয়া আসিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু হায়! ইন্দিরা আর আমাকে চায় না—এইটুকু যখন আমার বিশ্বাস হইল, তখন আর তো আত্মরক্ষা করিতে পারিলাম না! আমার সে রক্ষা-কবচই যে তখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। একটা আশ্চর্য্য স্বাধ মণি, দুজনেই দুজনার বিষয়ে আমরা যে ভয় করিয়াছিলাম, তাহা অন্তরের দিক্ হইতে না ফলিলেও বাহ্যতঃ ফলিয়া গিয়াছিল! আমিও ক্রেয়ার হস্তে আবার স্বেচ্ছায় গিয়া ধরা দিলাম। (আমার দুর্ভাগ্যে সেও তখন এ দেশে আসিয়াছিল, এবং আমার এ দুর্ব্বলতার কথাও তুমি জান; দু একজন পথ-সঙ্গীর নিষেধে ওখানে লজ্জা পাইতে হইবে বলিয়া আমি নিজেকে অবিবাহিত বলিয়াই চালাইয়াছিলাম।)

আর ইন্দিরাও প্রকারান্তরে—থাক্—যা বলিতেছিলাম,—আমাকে প্রত্যাখ্যান করিল; এ কি বিধাতার পরম রহস্য-ই নয়? তোমার মনে আছে বোধ হয়, মাঝে—আমাদের দেশের মেয়েদের আমি

ঘৃণা করিতাম, কিন্তু আমাদের ঘরে যে কি অপার্থিব রত্ন আছে, তাহা একদিনও তেমন ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখি নাই! এই রত্নের যদি আমরা ক্রটীগুলি সারিয়া লইতে জানিতাম। অযথা লজ্জার ভাবেই সে এত যন্ত্রণা পাইয়াছে! তাহার মূঢ় স্বামী যখন তাহার সে স্বাভাবিক লজ্জাটুকুর মূল্য না বুঝিয়া চলিয়া আসিয়াছিল, সে তখন শুধু ঘরের কোণে হতজ্ঞান হইয়া না পড়িয়া যদি একবার—

হায় মণি—এখনও তাহারই বিচার করিতেছি! সে না হয় আমায় ডাকিতে পারে নাই—কিন্তু আমি কি করিয়াছি? আমায় কেহ চাহিল না, অতএব আমি নরকের পথেই যাইব, আমার এ কি মূঢ়তা! ইন্দিরা ভালবাসে না—কিন্তু ক্লেরা তো বাসে—অতএব নিজে সে তমো-গহ্বরেই ডুবি না কেন?—ভালবাসা তো পাইয়াছি! হায়—হায়, এই দুর্ব্বল প্রেম-সর্ব্বস্ব অন্তর লইয়া আমি কি না দেশহিতব্রতের খোলস পরিতে গিয়াছিলাম!

কিন্তু আরও রহস্য দেখ, কৈ, ক্লেরাও তো আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই! সে যে বন্ধনে পড়িবার বস্তু নয়। আমায় জয় করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। জয় করিয়া—পদানত করিয়া যখন দেখিল, এটার ভিতর শুধু ভস্মে ভরা—এতটুকুও আগুন নাই, এটা কেবল মদ খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিতেই জানে; তখন দুদিনেই সেও আমায় ত্যাগ করিল। আমিও বাঁচিলাম, সেও বাঁচিল!

কি জন্য আমার এমন ভ্রম হইল মণি? কি জন্য আমি ইন্দিরাকে —আমাগতপ্রাণা একান্তই সে আমারই ধনকে—আমি এমন করিয়া তিলে তিলে শেষ করিয়া দিলাম! আচ্ছা সে-ই না হয় আমায়

জন্য এমন ভাবে আত্ম-প্রাণ নাশ করিল—আর আমি? আমি তো অনায়াসে তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যকে আশ্রয় করিয়াছিলাম। তবে কেন নিজেরই বা এমন অবস্থা করিয়া তুলিয়াছিলাম? কাহাকে ভুলিবার জন্য এমনভাবে সুরার আশ্রয় লইয়াছিলাম?

শোন, মনে আছে, প্রথম-যৌবনে ফার্ষ্ট-আর্টস্ পড়ার সময় হইতে আমি কবিতা লিখিতাম? সেই হাস্যজনক ব্যাপারের একখানি খাতা ইন্দিরা কেমন করিয়া পাইয়াছিল, মৃত্যুকালেও সেই খাতা তার বিছানায় ছিল, দেখিয়াছি। তাহারই একটা কবিতা আজ তোমায় শুনাইয়া এ পত্রের শেষ করি।

উচ্ছৃঙ্খল।

অতৃপ্ত উদ্দাম সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রাণ—
ধরিবারে চায় করে পাপিয়ার গান,
মেটে না পিপাসা তার—শুধু ভালবাসি,
উন্মাদ বিফল হেরি তড়িতের হাসি।
বিফল ব্যসন বুকে আঘাতিয়া যায়,
তারকারে, করে কভু ছুঁইবারে ধায়
অতৃপ্ত হৃদয় শুধু প্রতিঘাতে চূর
নিষ্ফল বাসনা, তারা তবু তত দূর।
কায়ার ছায়ারে চাহি কেঁদে গেল দিন,
ক্লান্ত-ভ্রান্ত হৃদি তার ক্রমে হ'ল ক্ষীণ,
অশ্রান্ত সপ্রেম চোখে চাহি দিন-রাত—
হায় দেবি! বেড়াইলে মিছে সাথে সাথ!
তোমারে চেয়েছে, তুমি চিরসাথী ছিলে
তোমারেই চেনে নাই কোন্ মহা ভুলে।

এইটুকু কবিতাটার দিকে একটু মনোযোগ দিও ভাই।—এই প্রেমময়ী দেবী কে? এ কি আমার ইন্দিরা নয়? আর এ 'উচ্ছৃঙ্খল প্রাণ' এ যে আমারই ভবিষ্যৎ ছবি—আমিই লিখিয়াছি মণীশ! অনেক বিফল ব্যসনের পিছনে ঘুরিয়াছি, কিন্তু সবই মিথ্যা চেষ্টা, নিজের জীবনের মজ্জাগত কামনার বস্তু ছিল ঐ একমাত্র প্রেম! যাহার অভাব বোধে এমন মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম! কিন্তু হায় দেবি! 'তোমারেই চিনি নাই কোন্ মহাভুলে!'—

পত্র বড় দীর্ঘ হইল। অনুপায়! আশা করি, ভাল আছ। মিহিরের মার জন্য এই কাশীবাস, কিন্তু বেশী দিন যে আর এভাবে এখানে থাকিতে পারিব, এমন মনে হয় না। ইতি—

তোমার প্রমোদ।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—০—

চিরকালের সংযম-শান্তচরিত্র মণীশ এখন স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখ-শান্তিতেই দিন কাটাইতেছে। ব্যবসায়ে তাহার সাংসারিক অবস্থাও অনেক উন্নত হইয়াছে। তবু প্রমোদের চিন্তায় সে সর্ব্বদাই উন্মনা থাকিত। ইদানীং কিছু দিন সে তাহার কোন সংবাদ পায় নাই।

সেদিনকার ডাক—তাহাকে প্রমোদের সংবাদ আনিয়া দিয়া আশান্বিত করিল। প্রমোদ লিখিয়াছে,—

"প্রিয়তম !

আমরা আজ কয়েক মাস হইতে আবার সেই 'পুরীতে আসিয়াছি।' মিহিরের মাতা যে তাঁহার অকূল বেদনা-সমুদ্রের কূল পাইয়াছেন, তিনি যে তাঁহার মিহিরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন, সে সংবাদ তুমি জান। এখন আমরা এইখানেই বাস করিব মনে করিতেছি। কেবলমাত্র অনু আর আমি নই, এখন আমাদের সঙ্গী বাড়িয়াছে। মিনুকে তোমার মনে আছে বোধ হয়? মিনু আর তার স্বামী আশুবাবু—যিনি ইন্দিরার ভ্রাতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন—তাঁরা দু'জনেও পুরীবাস করিতে আসিয়াছেন। আশুবাবুর সঙ্গ যে আমার কত উপকার দিতেছে; তাহা বলিবার নয়। আর মিনু—তাহার কথা তো জান। তাহার স্নেহ যে প্রায় অনুর মতই। আমার সে তরুণ জীবনের অভিজ্ঞতা একেবারে মিথ্যা নয় ভাই। মৃন্ময়ী আমায় সত্যই ভালবাসে। তাহার সহোদরকে সে এর চেয়ে কখনই বেশী ভালবাসে নাই। এই অনু-মিনুর স্নেহে আবার আমি মানুষের সমাজে দাঁড়াইতে পারিতেছি।

অনু আমায় কতখানি মানুষ করিয়া তুলিতেছে, শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে কি? আমি আবার ডাক্তারী করিতে আরম্ভ করিয়াছি। যে গ্রামের দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য প্রথম ইচ্ছা আমার মনে জাগে, দুঃখের বিষয়, তাহাদের কথা তুমি আমি কেহই আর মনে রাখিতে পারি নাই। জগৎ এমনি বিচিত্র! এখন তো আমার সর্ব্বত্রই সমান! এই স্বাস্থ্যকর স্থানে ইন্দিরার মত জীর্ণ প্রাণগুলিকে তাহাদের আত্মীয়েরা কতই না

আগ্রহে বাঁচাইতে লইয়া আসে। তাহাদের সে চেষ্টায় একটু সাহায্য যদি আমার দ্বারা হয়—আমি নিশ্চেষ্ট থাকিব না। মিনু ও আশুবাবু বলেন, এই সিন্ধুক্ষেত্রে ইন্দিরার স্মৃতিসূচক কিছু একটা করা উচিত। কিন্তু কি করিতে হইবে?—একটা প্রস্তরমূর্ত্তি? তাহাতে ইন্দিরার কোন্ চিহ্ন থাকিবে? তাহার অন্তরের, বাহ্যের, বা চরিত্রের—কিসের? থাকিবে, কেবল আমার মনের অহঙ্কারের একটা তৃপ্তি—এই তো? তাহাতে দরকার নাই। অনু বলে, একটা জনহিতকর পুণ্য-অনুষ্ঠান তার নামে করিলে হয় এবং আমরা দুই জনে তাহার সেবক হইয়া কাল কাটাই! এ পরামর্শ মন্দ নয়, কিন্তু আর আড়ম্বরের সঙ্গে সোরগোল করিয়া, নাম বাজাইয়া কিছু করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। এই ভুলের সূত্রেই আমার ইন্দিরাকে ত্যাগ করিয়া দূরে গিয়াছিলাম। আবার হয় ত ইহাতে তাহাকেই ভুলিয়া কাজ বা নামের যশে মাতিয়া পড়িব। ইহাতেও কাজ নাই। আমার যতটুকু সাধ্য, ততটুকু কাজই এখন আমি লইয়াছি। ইহার বেশী লইলে আবার ভুল করিব। তার পরে কর্ম্মফল যখন প্রকৃতিকে ছাপাইয়া উঠিবে, তখন সে আমাকে তাহার বিস্তৃত ক্ষেত্রে টানিয়া লইতে পারে যদি—আমিও সানন্দে তাহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িব—এখন নয়।

প্রত্যহ সকাল-বিকালে আমরা চারিজনেই সমুদ্রতটে ঘুরি। নানা কথা, নানা আলোচনা চলে, সময় বেশ ভালই কাটে। কিন্তু আমার সঙ্গী ইহারা সব সময়ে তো হইতে পারে না, আমিও সে সময়টা একাই থাকিতে চাই। সকাল, সন্ধ্যা ছাড়াও মধ্যাহ্নের রৌদ্রোজ্জ্বল—অসীম—নীলার্ণব, তাহার গভীর-নিশীথেরও অকথিত ভাষা শুনাইতে আবার আমায় ডাকিয়া লইয়া যায়। আবার

আমি আমার সেই প্রথম-যৌবনকে ফিরিয়া পাইতেছি মণীশ! আমি অমাবস্যার অন্ধকারে সিন্ধুর ব্যক্ত শোকোচ্ছ্বাসের হুহু শব্দ কাণ ভরিয়া শুনি। তাহার অশান্ত-হৃদয়ের অনন্ত-উদ্বেলতা—অসীম চাঞ্চল্য—অটল অচল মৃত্যুর মত শান্ত বেলার পায়ে তাহার এই আছড়াইয়া পড়া চোখ ভরিয়া দেখি। আবার দেখি—প্রভাতে তাহার সুদূর অসীম বুকের নিস্তরঙ্গ মাঝখানটিতে প্রেমের মত আরক্ত নব-রবিকরচ্ছটা, সন্ধ্যার বিদায়-রক্ত রাগ। আবার নিশীথ-চন্দ্রের রৌপ্য-শুভ্র কিরণেও তাহার শত নব নব শোভা। তখন শৈশবে অধীত যত কবিতা একে একে নূতন করিয়া মনে পড়িতে থাকে। শান্ত সুনীল আকাশ যখন তাহার প্রেম-সূর্য্য প্রেমচন্দ্রের করে এই চঞ্চল সাগরকে শতবর্ণে রঞ্জিত করিয়া অহরহ আকর্ষণ করিতে থাকে, নিজের অচঞ্চল স্পর্শে দিগন্তে তাহাকে নিজের বুকের সঙ্গে মিশাইয়া লয়, তখন আমাদের দেশের অমর কবির সেই অমর কয় লাইন আমার মনে পড়ে;—

'তুমি যেন ঐ আকাশ, উদার—আমি যেন এই অসীম পাথার—
আকুল করেছে মাঝখানে তার—আনন্দ পূর্ণিমা।'

ক্রমে এখন আমি সুখী হইতেছি ভাই! তোমার এই কথাই আজ লিখিতে বসিয়াছি। মনে হয় যেন, আবার আমি কবিতাও লিখিব। কিন্তু ভয় পাইও না, এখনও আমার অম্বু-মিন্নুই তাহার শ্রোতা ও বোদ্ধার পদ লইবে। তোমার সওদাগরী বস্তার মাঝখানে আমার এ কবিতার বোঝাও লইয়া গিয়া তোমার ঘাড়ে ফেলিব না।

কিন্তু আবার যেন মনে হয় মণীশ—এই-ই প্রকৃত জীবন। কেবলমাত্র কাব্য-কল্পনার সম্ভোগ—সেও যেমন মানুষকে অ-মানুষ

করিয়া ফেলে—কেবলমাত্র কাজও কি তাই নয়? আমার এই কল্পনারাজ্য হইতে টানিয়া বাহির করিয়া অনু যখন আমায় কাজে পাঠায়—সেও তো আমার কাছে তুল্য আনন্দদায়ক ভাই! যত্ন-শুশ্রূষায় রোগীর রোগযন্ত্রণা খানিকটা অপনোদন করিয়া, তাহাদের জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া চিকিৎসা করিয়াও আমার তো এই আনন্দপূর্ণিমা উপভোগের সুখই লাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বভোগের মধ্যেই এই আনন্দানুভব—এইটাই কি মানুষের প্রার্থনীয় নয় ভাই?

কে আজ আমায় এমন নব-জীবন দিল? তুমি বলিবে, ইন্দিরার প্রেম। কিন্তু শুধু তাই নয়। আমি বলি, আরও কিছু আছে। অন্তরে ইন্দিরার প্রেমের স্মৃতি—আর বাহিরে আমার অনুর স্নেহ—আমার অনুর আদর্শ—আমায় ক্রমে এই সুখরাজ্যে লইয়া যাইতেছে। এই দুইটি রমণীর প্রভাবেই আজ আমার জীবন ক্রমে মানুষের মত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারিতেছে। আমার জীবনের এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের পুণ্য নাম তোমার কাছেও প্রকাশ করিয়া আজিকার মত বিদায় হই ভাই। ইতি

তোমার প্রমোদ।"

(উচ্ছৃঙ্খল)

সমাপ্ত

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির,

উপন্যাস-সিরিজ।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার নবম উপন্যাস

উপন্যাস যাদুকর

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু প্রণীত

রাঙাবর

মূল্য ১৲ এক টাকা, মাঃ ।০

আষাঢ় সংখ্যার দশম উপন্যাস

উপন্যাস-কেশরী

শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ বি এ প্রণীত

গোধূলি

মূল্য ১৲ এক টাকা, মাঃ ।০

শ্রাবণ সংখ্যার একাদশ উপন্যাস

উপন্যাসাচার্য্য

পণ্ডিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রণীত

সুদের সুদ

মূল্য ১৲ একটাকা মাঃ ।০

ভাদ্র সংখ্যার দ্বাদশ উপন্যাস

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পাল প্রণীত

জন্মএয়োস্ত্রী

মূল্য ১৲ এক টাকা, মাঃ ।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা আশ্বিনের ত্রয়োদশ উপন্যাস

বঙ্গ-বিজেতৃ উপন্যাস লেখিকা

উপন্যাস-সম্রাজ্ঞী

শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী প্রণীত

উচ্ছৃঙ্খল

নগদ মূল্য ১৲ ডাকে ১।০ পাঁচ সিকা

নিয়মিত গ্রাহকের জন্য সডাক ১৶০

কার্ত্তিক সংখ্যার চতুর্দ্দশ উপন্যাস

শ্রীযুক্তা সরসীবালা বসু প্রণীত

প্রতিষ্ঠা

মূল্য ১৲ এক টাকা, মাঃ ।০

অগ্রহায়ণ সংখ্যার পঞ্চদশ উপন্যাস

শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া

সরস্বতী প্রণীত

ঘৃণাহতা

মূল্য ১৲ এক টাকা, মাঃ ।